

অধ্যায়-৫: বাংলার ইতিহাস (পাকিস্তান আমল)

প্রশ্ন ▶ ১



[ঢা. বো.; রা. বো.; ক. বো. ১৭/]

- ক. 'মোহাম্মেদান লিটারেরি সোসাইটির' প্রতিষ্ঠাতা কে? ১
খ. 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের চিত্রটি ইতিহাসের কোন ঘটনাকে নির্দেশ করে? ৩
ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উক্ত ঘটনায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল— ৪
মূল্যায়ন করো।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. 'মোহাম্মেদান লিটারেরি সোসাইটির' প্রতিষ্ঠাতা নবাব আবদুল লতিফ।

খ. হিন্দু ও মুসলিম দুটি আলাদা জাতি— কায়দে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর উত্থাপিত এ তত্ত্বই দ্বি-জাতি তত্ত্ব নামে পরিচিত।

১৯৪০ সালের ২২-২৩ মার্চ লাহোরে মুসলিম লীগের ২৭তম অধিবেশনে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দ্বি-জাতি তত্ত্ব ঘোষণা করেন। এ তত্ত্বের মূলকথা হলো হিন্দু-মুসলিম আলাদা জাতি। তাদের ধর্মীয় ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক রীতি-প্রথা এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পূর্ণ আলাদা। সুতরাং সাম্প্রদায়িক জটিলতা নিরসনে ভারতের দুই প্রধান সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন অপরিহার্য বলে তিনি মনে করেন। এ মতামতই দ্বি-জাতিতত্ত্ব নামে পরিচিত।

গ. উদ্দীপকের চিত্রটি বাঙালির ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের ঘটনাকে নির্দেশ করে।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রটি আত্মপ্রকাশ করে। শুরু থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার ওপর নানা বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করে। প্রথমেই তারা আঘাত হানে বাঙালির ভাষার ওপর। পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলার অধিবাসীদের মাতৃভাষা বাংলা। তাই পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু করার অন্যায় ঘোষণার প্রতিবাদে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' আন্দোলন শুরু হয়। রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার জন্য পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।

ভাষা আন্দোলন ছিল বাঙালির সাংস্কৃতিক স্বাধিকার আন্দোলন। পরবর্তীকালে এই আন্দোলন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্ম দেয়। পাকিস্তানের মোট জনগোষ্ঠীর ৫৬.৪০ শতাংশের মুখের ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও সংখ্যালঘিষ্ঠ মাত্র ৩.২৭ শতাংশ জনগোষ্ঠীর ভাষা উর্দুকে তারা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু বাঙালি ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবীসহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এ বৈষম্যমূলক আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানায়। তারা দেশব্যাপী তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি সালাম, রফিক, জক্কার ও বরকতের রক্তের বিনিময়ে রাষ্ট্রভাষা বাংলা অর্জিত হয় এবং বিকশিত হয় বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনা। উদ্দীপকের চিত্রে প্রদর্শিত স্থাপনাটি ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই নির্মিত হয়েছে। তাই বলা যায় যে, এ চিত্রের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের প্রতিই ইজিত করা হয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয় অর্থাৎ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্যেই বাঙালির স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। পাশাপাশি এ আন্দোলন বাঙালিদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি করে। এ আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ অধিকার সচেতন হয়ে ওঠে। ফলে বাঙালিরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে দাবি আদায়ে সচেতন হয়ে ওঠে। উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রের মধ্যদিয়ে এ ঘটনারই অবতারণা করা হয়েছে।

বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনার মাধ্যমে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বাঙালি জাতি যুক্তফ্রন্টের পক্ষে এক ব্যালট বিপ্লব ঘটায়। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। ১৯৬২ সালে আইয়ুব খান সরকারের প্রবর্তিত শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে বাংলার ছাত্রসমাজ এক আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৬৬ সালের ছয় দফা দাবির প্রেক্ষিতে আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে বীর বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর ১৯৬৯ সালে সংঘটিত হয় ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান, যা আইয়ুব খানের পতনকে ত্বরান্বিত করে। পরে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। কিন্তু তাদেরকে ক্ষমতায় যেতে দেয়া না হলে বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অবশেষে দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে বাঙালি অর্জন করে তাদের সেই কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। আর পৃথিবীর মানচিত্রে উদ্ভব ঘটে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, ভাষা আন্দোলনই ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করেছিল।

প্রশ্ন ▶ ২



[দি. বো.; ক. বো.; সি. বো.; ঘ. বো.; ব. বো. ১৭/]

- ক. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কত তারিখে পালন করা হয়? ১
খ. রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের ছবিটি বাঙালির কোন আন্দোলনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'উক্ত আন্দোলনের চেতনার মাঝে বাঙালির স্বাধীনতার বীজ সুপ্ত ছিল।'— বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২১ ফেব্রুয়ারি পালন করা হয়।

খ. বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলনকে সাংগঠনিক রূপদানের জন্য ১৯৪৭ সালের ১ অক্টোবর যে পরিষদ গঠিত হয় তাই 'রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ'।

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার আন্দোলনের গতিকে বেগবান করতে তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে 'রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়। এ পরিষদের আত্মায়ক নির্বাচিত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্বনামধন্য তরুণ অধ্যাপক ও শিক্ষাবিদ নুরুল হক ভূঁইয়া। ভাষা আন্দোলনকে সাংগঠনিক রূপদানের ক্ষেত্রে এ পরিষদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

গ. সৃজনশীল ১ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ. সৃজনশীল ১ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ৩ আলভী গার্মেন্টসের কর্ণধার কাদের চৌধুরী তার অধীন কর্মচারীদের নিয়োগবিধি মোতাবেক প্রাপ্য মজুরি, বোনাস, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ ইত্যাদি সুবিধা প্রদানে দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত করে আসছিল। এতে বিক্ষুব্ধ কর্মচারীরা একত্রিত হয়ে দাবি আদায়ে শ্রমিক সংঘ গড়ে তোলে এবং বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করে। আন্দোলনের চাপে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের দাবি মেনে নেওয়া হলেও পরবর্তীতে বিভিন্ন অজুহাত ও কৌশলে মালিক তাদের ঐক্য ভেঙে দেয় এবং কঠোর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে একচ্ছত্র কর্তৃত্ব স্থাপন করে।

[সকল বোর্ড ১৬]

- ক. 'লাহোর প্রস্তাব'-এর উত্থাপক কে? ১
- খ. ছিয়াত্তরের মনস্তত্ত্ব কেন ঘটেছিল? ২
- গ. উদ্দীপকের শ্রমিক সংঘ গড়ে তোলার সাথে যুক্তফ্রন্ট গঠনের কী সাদৃশ্য পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. তুমি কি মনে কর শ্রমিক সংঘের আন্দোলনের পরিণতির মতোই যুক্তফ্রন্টের পরিণতিও একই হয়েছিল? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক লাহোর প্রস্তাবের উত্থাপক ছিলেন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক।

খ ইংরেজ সেনাপতি লর্ড ক্লাইভের প্রবর্তিত দ্বৈত শাসনের ফলে এবং প্রাকৃতিক কারণে বাংলায় মহাদুর্ভিক্ষ বা ছিয়াত্তরের মনস্তত্ত্ব ঘটেছিল।

১৭৬৫ সালে দেওয়ানি লাভের মাধ্যমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এ অভিনব শাসন ব্যবস্থায় কোম্পানি রাজস্ব সংগ্রহে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ফলে বাংলার জনগণের অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেয়। তাছাড়া ১৭৬৮ সাল থেকে ১৭৭০ সাল পর্যন্ত তিন বছর অনাবৃষ্টির ফলে ফসল উৎপাদনে যথেষ্ট ঘাটতি দেখা দেয়। কিন্তু তার পরও কোম্পানি করের হার না কমিয়ে বরং বৃদ্ধি করতে থাকে। যার চূড়ান্ত ফলাফল হিসেবে ১৭৭০ সালে দেখা দেয় মহাদুর্ভিক্ষ। বাংলা ১১৭৬ সনে এ দুর্ভিক্ষ হয় বলে একে ছিয়াত্তরের মনস্তত্ত্ব বলা হয়।

গ পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর গৃহীত বৈষম্যমূলক নীতির প্রতিবাদে যুক্তফ্রন্ট গঠন করা হয়। আর এ অধিকার বঞ্চার দিক দিয়েই উদ্দীপকের শ্রমিক সংঘ ও যুক্তফ্রন্ট গঠনের সাদৃশ্য রচিত হয়েছে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের অধীনে পূর্ব পাকিস্তান নানা ধরনের শোষণ-বঞ্চার শিকার হতে থাকে। ফলে পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজ ও প্রগতিশীল রাজনীতিবিদগণ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে মোকাবিলা করতে বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহকে ঐক্যবন্ধ হওয়ার আহ্বান জানায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখের প্রচেষ্টায় মুসলিম লীগ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো যুক্তফ্রন্ট গঠন করে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, আলভী গার্মেন্টসের কর্ণধার কাদের চৌধুরী তার অধীন কর্মচারীদের নিয়োগবিধি মোতাবেক প্রাপ্য মজুরি, বোনাস, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ ইত্যাদি সুবিধা থেকে বঞ্চিত করেন। এতে বিক্ষুব্ধ কর্মচারীরা একত্র হয়ে দাবি আদায়ে শ্রমিক সংঘ গড়ে তোলে এবং বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করে। ঠিক একইভাবে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব বাংলাকে বঞ্চিত করতে থাকে। সরকারের বৈষম্য নীতির ফলে পূর্ব বাংলার জনগণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের এ বৈষম্য নীতি ও শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে পূর্ব বাংলার চারটি রাজনৈতিক দল (১. আওয়ামী মুসলিম লীগ, ২. কৃষক-শ্রমিক পার্টি, ৩. নেজামে ইসলাম ও ৪. গণতন্ত্রী দল) একত্র হয়ে ১৯৫৩ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। ২১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে তারা ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করে। ছয় বছরের পাকিস্তানি শোষণের বিরুদ্ধে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় ছিল বাংলার মানুষের এক ব্যালট বিপ্লব। সুতরাং উদ্দীপকে বর্ণিত শ্রমিক সংঘ গঠনের ক্ষেত্রে এ বিষয়েরই প্রতিফলন লক্ষণীয়।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি, শ্রমিক সংঘের পরিণতির মতো যুক্তফ্রন্টের পরিণতিও একই হয়েছিল।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, আলভী গার্মেন্টসের বিক্ষুব্ধ কর্মচারীরা তাদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ঐক্যবন্ধ হয়ে শ্রমিক সংঘ গড়ে তোলে। আন্দোলনের চাপে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের দাবি মেনে নেওয়া হলেও পরবর্তীতে বিভিন্ন অজুহাত ও কৌশলে মালিকপক্ষ তাদের ঐক্য ভেঙে দেয় এবং কঠোর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে একচ্ছত্র কর্তৃত্ব স্থাপন করে। ঠিক একইভাবে যুক্তফ্রন্ট ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করলেও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের অপতৎপরতা ও যুক্তফ্রন্ট নেতাদের মধ্যে বিভেদ দেখা দিলে সরকার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে আবার নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

উদ্দীপকের শ্রমিক সংঘ সাময়িকভাবে সফলতা অর্জন করে অচিরেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অনুরূপভাবে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিজয় অর্জন করে মন্ত্রিসভা গঠন করলেও অল্পদিনের মধ্যেই তা ব্যর্থতার রূপ পরিগ্রহ করে। মূলত যুক্তফ্রন্ট কোনো আদর্শিক ভিত্তিতে নয়, বরং নির্বাচনে মুসলিম লীগকে মোকাবিলার জন্য গড়ে উঠেছিল। তাই ক্ষমতায় যাওয়ার পর নেতৃবৃন্দের মধ্যকার ব্যক্তিগত রেষারেষি এবং মন্ত্রিত্ব নিয়ে বিরোধ এবং শরিক দলগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে মতানৈক্যের ফলে যুক্তফ্রন্টে বিভেদ দেখা দেয়। যুক্তফ্রন্টের ভাঙন এবং মন্ত্রিসভা বাতিলের জন্য এ সময় কেন্দ্রীয় সরকারও নানা অপতৎপরতা শুরু করে। এরই অংশ হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার সুপরিচালিতভাবে আদমজীনগর ও চন্দ্রঘোনা সহ দেশের নানা স্থানে বাঙালি-অবাঙালি দাঙ্গা বাধায়। এতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে সরকার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার ওপর এর দায় চাপিয়ে দিয়ে ১৯৫৪ সালের ৩০ মে মন্ত্রিসভা বাতিল করে দেয়। এর ফলে পূর্ব বাংলার শাসনব্যবস্থায় আবার পাকিস্তান সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পতনের মধ্য দিয়ে যুক্তফ্রন্ট ও উদ্দীপকে বর্ণিত শ্রমিক সংঘের পরিণতি একই ধারায় প্রবাহিত হয়েছে।

প্রশ্ন ৪ খনিজ সম্পদে ভরপুর আফ্রিকার একটি দেশ সুদান। এ দেশের উত্তরাঞ্চলের আয়তন দক্ষিণাঞ্চলের চেয়ে অনেক বড় হলেও জনসংখ্যা তুলনামূলক অনেক কম। এ ছাড়া উত্তরাঞ্চলে নদীনালা কম থাকার কারণে এখানকার ভূমি ছিল অনুর্বর এবং কোথাও কোথাও মরুময়। অন্যদিকে নদীবিধৌত দক্ষিণ সুদান ছিল উর্বর এবং খনিজ সম্পদগুলোও ছিল এ অঞ্চলে অবস্থিত। রাষ্ট্রক্ষমতায় উত্তর সুদানের একচ্ছত্র আধিপত্য থাকায় দক্ষিণ সুদানকে অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত করে উত্তর সুদান সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে। এ অবস্থায় দক্ষিণ সুদান সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতার ডাক দিলে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় গণভোটের মাধ্যমে দক্ষিণ সুদান স্বাধীনতা অর্জন করে।

[সকল বোর্ড ২০১৫]

- ক. পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মাতৃভাষা কী ছিল? ১
- খ. একুশে ফেব্রুয়ারি স্মরণীয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সুদানের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের সাথে তদানীন্তন পাকিস্তানের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য নিরূপণ করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈষম্যের আলোকে তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্যের একটি চিত্র তুলে ধরো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মাতৃভাষা ছিল বাংলা।

খ বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে একুশে ফেব্রুয়ারি স্মরণীয় হয়ে আছে।

একুশে ফেব্রুয়ারি সারা বিশ্বের মানুষের কাছে একটি স্মরণীয় দিন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এই দিনে বাংলাকে মাতৃভাষা করার দাবিতে বাঙালি জাতি সরকারের জারি করা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাস্তায় নেমে আসে। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে বাংলা ভাষার দাবিতে মিছিলরত জনগণের ওপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। ফলে রফিক, শফিক, জক্কারসহ বেশ কয়েকজন নিহত হয়। পৃথিবীতে বাঙালিই একমাত্র

জাতি যারা ভাষার জন্য রক্ত দিয়েছে। তাই একুশে ফেব্রুয়ারিকে স্মরণীয় করে রাখতে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো মহান একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

পা উদ্দীপকে উল্লিখিত সুদানের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের সাথে তদানীন্তন পাকিস্তানের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের ব্যাপক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। পাকিস্তান দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশ। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ভারত স্বাধীনতা আইন অনুযায়ী ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্র পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান— এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। এ সময় পশ্চিম পাকিস্তান আয়তনে বড় হলেও অধিকাংশ অঞ্চল ছিল অনর্বর ও মরুভূমি। সেজন্য এখানে কোনো কৃষি উৎপাদনের সম্ভাবনা ছিল না। কৃষির উৎপাদন না হওয়ায় শিল্পের কাঁচামালের অভাবে এ অঞ্চলে শিল্পকারখানাও তেমন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ফলে আর্থিক দিক দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের থেকে দুর্বল ছিল। অন্যদিকে, পূর্ব বাংলা ছিল প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। এ জন্য এ অঞ্চল অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। পূর্ব পাকিস্তানে ছিল উর্বর ভূমি, যার ফলে এখানে কৃষির উন্নয়নের ব্যাপক সম্ভাবনা ছিল। নদীবিধৌত পূর্ব পাকিস্তানে ফসলের উৎপাদন ছিল অত্যধিক। এত কিছুর পরও পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের শাসন-শোষণের শিকার হয়ে নিজ এলাকায় উন্নতি করতে পারেনি। উদ্দীপকে উল্লিখিত সুদানের দক্ষিণাঞ্চল ছিল উর্বর এবং খনিজ সম্পদে ভরপুর এবং উত্তর অঞ্চল ছিল অনর্বর। আবার উত্তরাঞ্চলের আয়তন বেশি হলেও দক্ষিণাঞ্চলের তুলনায় জনসংখ্যা বেশি ছিল। সুতরাং বলা যায় যে, সুদানের এই বৈশিষ্ট্যের সাথে পাকিস্তানের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের মিল ছিল।

খ উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈষম্যের ন্যায় তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল পাহাড়সমান। পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তান মারাত্মক অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়। ১৯৫৯-৬০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মাথাপিছু আয় ছিল পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় ৩২% বেশি। পাকিস্তানের মোট রাজস্ব আয়ের শতকরা ৬০ ভাগ অর্জিত হতো পূর্ব বাংলা থেকে। অথচ এর মাত্র ২৫ ভাগ ব্যয় হতো এ অঞ্চলে। মোট রপ্তানি আয়ের ৬০ ভাগ বাংলার পণ্য থেকে অর্জিত হলেও বাংলা আমদানি পণ্যের মাত্র শতকরা ৩০ ভাগ পেত। পাকিস্তানের জনসংখ্যার শতকরা ৬০ ভাগ পূর্ব পাকিস্তানের হলেও জাতীয় আয়ের মাত্র ২৭ ভাগ ব্যয় হতো এদের জন্য। মুদ্রা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের হাতে ছিল না। তাছাড়া স্টেট ব্যাংকসহ প্রায় সকল ব্যাংক, বীমা, বাণিজ্য, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বিদেশি মিশনসমূহের সদর দফতর পশ্চিম পাকিস্তানে স্থাপন করা হয়। শিল্পের কাঁচামাল পূর্ব পাকিস্তানে উৎপন্ন হলেও শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। পশ্চিম পাকিস্তানে গৃহীত মোট তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে সকল উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে বরাদ্দ ছিল অনেক কম। উদ্দীপকে দেখা যায়, উত্তর সুদান দক্ষিণ সুদানকে অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত করে উত্তর সুদানে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে। একইভাবে পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত করে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ পাচার করে পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্কু করে দেয়। পরিশেষে বলা যায় যে, উদ্দীপকে বর্ণিত উত্তর সুদানের রাষ্ট্র ক্ষমতায় একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে দক্ষিণ সুদানকে অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত করা হয়। একইভাবে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীও পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত করে ব্যাপক বৈষম্যের সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন ৫ হোসনি মুবারক দীর্ঘ ৩০ বছর মিসরের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তার শাসনামলে তিনি বিরোধী মতকে কঠোর হস্তে দমন করেন। তার সময় মিসরে মৌলিক মানবাধিকার ব্যাপকভাবে লঙ্ঘিত হয়। তার পদত্যাগের দাবিতে মিসরের জনগণ তাহরির স্কোয়ারে সমবেত হয় এবং জনগণের প্রবল আন্দোলনের মুখে হোসনি মুবারক সরকারের পতন হয়। পরবর্তীকালে মিসরে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়।

(বিএএফ শাহীন কলজ, ঢাকা)

- ক. পাকিস্তানের জনসংখ্যার কত অংশের মাতৃভাষা বাংলা ছিল? ১
- খ. অপারেশন সার্চলাইট কী? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকের শাসকের কর্মকাণ্ডের সাথে পাকিস্তানি আমলের কোন শাসকের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের মিসরীয় কর্তৃপক্ষের মতো পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পদক্ষেপ গ্রহণ না করার ফলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ত্বরান্বিত হয়েছিল— তুমি কি এর সাথে একমত? বিশ্লেষণ কর। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক** পাকিস্তানের জনসংখ্যার ৫৬.৪০ অংশের মাতৃভাষা ছিল বাংলা।
- খ** ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরীহ, নিরস্ত্র বাঙালির ওপর যে হত্যাজ্ঞা চালায় তা অপারেশন সার্চলাইট নামে পরিচিত। এ হত্যাজ্ঞার নীল নকশা তৈরি করেন মেজর জেনারেল টিহ্লা খান, খাদিম হোসেন ও রাও ফরমান আলী প্রমুখ। এ ঘৃণ্য অপারেশনে পাক হানাদার বাহিনী ঢাকা নগরীকে মৃত্যুপুরীতে পরিণত করে। রাতের অন্ধকারে শহরের নিরীহ, নিরস্ত্র ও ঘুমন্ত নাগরিকদের সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, ধানমন্ডি, কলাবাগান, মোহাম্মদপুর, মিরপুর ও দেশের অন্যত্রও একইভাবে পাক বাহিনী গণহত্যায় মেতে ওঠে।
- গ** মিসরের উক্ত আন্দোলনের সাথে আমার পঠিত পূর্ব পাকিস্তানের ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের মিল বিদ্যমান। ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর সামরিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা দখল করেন জেনারেল আইয়ুব খান। ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই তিনি পূর্ব বাংলায় তার দমন-নিপীড়ন নীতি অব্যাহত রাখেন। পরে তার এই শাসন পরিক্রমায় বাংলার ছাত্রসমাজের মাঝে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। আর ১৯৬৮ সালের নভেম্বরে ছাত্র অসন্তোষ মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গণআন্দোলনে রূপ নেয়। এ আন্দোলন এক পর্যায়ে গণআন্দোলনে রূপ নিলে আইয়ুব খান ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়। উদ্দীপকেও এই দৃশ্যপট অঙ্কিত হয়েছে। উদ্দীপকে দেখা যায়, হোসনি মোবারক সামরিক বাহিনীর সহায়তায় মিসরে স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে তার শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে মিসরের জনগণ তার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। একইভাবে ১৯৬৯ সালেও পাকিস্তানের স্বৈরাচারী শাসক আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ আন্দোলন শুরু করে। এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন শহর ও গ্রামে, যা ১৯৬৯ সালে আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে এক দুর্বীর আন্দোলনে রূপ নেয়। প্রবল গণবিদ্রোহের মুখে আইয়ুব খান নতি স্বীকার করতে বাধ্য হন। আন্দোলন প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে জবুরি অবস্থা উঠিয়ে নেওয়া হয়। একই সাথে তিনি আর প্রেসিডেন্ট প্রার্থী না হওয়ারও ঘোষণা দেন। এভাবে রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটে। এ অবস্থায় প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চে আইয়ুব খানের শাসনের অবসানের মাধ্যমে এ আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে। উদ্দীপকেও এ ঘটনার প্রতিফলন ঘটেছে।
- ঘ** উক্ত আন্দোলন অর্থাৎ ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরবর্তীকালে সবচেয়ে বড় আন্দোলন। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব বাংলার ওপর নানা ধরনের নির্যাতন, শোষণ ও অত্যাচার করতে থাকে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, ১৯৬২-র শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬-র ছয় দফা এবং পরবর্তীকালে ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। আর ১৯৬৯ সালের আন্দোলন ছিল এগুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ। উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, হোসনি মোবারকের স্বৈরাচারী শাসন তার অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে দেশের আপামর জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে সরকার পতনের আন্দোলন শুরু করে। জনগণের প্রবল আন্দোলনের মুখে স্বৈরাচারী প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ঠিক একইভাবে ১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানের নির্যাতিত জনগণ স্বৈরাচারী শাসক আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু করে। ফলশ্রুতিতে আইয়ুব খান ক্ষমতা থেকে সরে যেতে বাধ্য হন। এই আন্দোলন

ইতিহাসে ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান হিসেবে পরিচিত, যা ছিল পূর্ব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সবচেয়ে বড় ও সংগঠিত আন্দোলন। এ আন্দোলন ১৯৬৮ সালের ছাত্র অসন্তোষের মাধ্যমে শুরু হলেও তা ছড়িয়ে পড়ে সারা বাংলায়। বাংলার শহর ও গ্রামের শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে এ আন্দোলন যেন গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। ক্ষিপ্ত জনতা সরকারি পত্রিকা দৈনিক পাকিস্তান ও আগরতলা মামলার প্রধান বিচারপতির বাসভবন আগুনে পুড়িয়ে দেয়। এ আন্দোলনের ফলেই আইয়ুব খান ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। আর এ আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদ পরিপূর্ণতা লাভ করে, যা পরবর্তীকালে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপলাভ করে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে সর্ববৃহৎ আন্দোলন।

প্রশ্ন ৬ বসনিয়া ছিল এক সময় সার্বিয়ার একটি প্রদেশ। বসনিয়ানরা রাষ্ট্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও রাষ্ট্রক্ষমতা সার্বিয়ানদের হাতে ছিল। তারা বসনিয়ানদের ওপর বৈষম্য ও শোষণনীতি গ্রহণ করলে বসনিয়াবাসী স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু দফা ঘোষণা করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সার্বিয়া আন্দোলনকারীদের দমন করতে গেলে সেখানে গণআন্দোলনের সৃষ্টি হয়। শাসকগোষ্ঠীর হাতে বহু ছাত্রজনতা হতাহত হয়। যার ফলশ্রুতিতে বসনিয়া স্বাধীনতা অর্জন করেন।

[দেবিয়ার সূজাত আলী সরকারী কলেজ, কুমিল্লা]

- ক. ছয় দফা কে ঘোষণা করেন? ১
- খ. আইয়ুব খানের পতনের কারণ কী ছিল? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. বসনিয়দের স্বায়ত্তশাসন দাবির আন্দোলনের সাথে বাঙালির কোন আন্দোলনের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. বসনিয়দের আন্দোলনের মতো বাঙালির উক্ত আন্দোলনও স্বাধীনতার পথ সুগম করেছিল— বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতির পিতা বঙ্গাবন্দু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা ঘোষণা করেন।

খ স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনই ছিল আইয়ুব খানের পতনের মূল কারণ। আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর দায়িত্ব গ্রহণ করে সমগ্র পাকিস্তানে স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা কায়ম করেন। জনগণের সকল মৌলিক অধিকার কেড়ে নেন। এক পর্যায়ে তার বিরুদ্ধে জনগণ তীব্র আন্দোলন শুরু করলে তার পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। অবশেষে ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের মুখে তিনি ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে পদত্যাগ করেন।

গ বসনিয়াবাসীদের স্বায়ত্তশাসন দাবির সাথে বাঙালির ছয় দফাভিত্তিক আন্দোলনের সাদৃশ্য রয়েছে।

১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পূর্ব বাংলা ছিল সামরিকভাবে সম্পূর্ণরূপে অরক্ষিত। এছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিভিন্ন প্রকার বৈষম্য বাংলার জনগণের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এ প্রেক্ষিতে পূর্ব বাংলার জনগণকে শোষণ ও বঞ্চনা থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে লাহোরে সাধারণ মানুষের মুক্তির সনদ 'ছয় দফা' পেশ করেন। কিন্তু শাসকচক্র এই ছয় দফা মানতে অস্বীকৃতি জানালে পূর্ব বাংলার জনগণ ছয় দফার সমর্থনে আন্দোলন শুরু করে। এরপর ক্রমান্বয়ে স্বাধিকারের প্রশ্নে সংঘটিত হয় ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান। আর গণঅভ্যুত্থানের হাত ধরেই বাঙালি জাতি তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে অগ্রসর হয় এবং ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালি জাতি স্বাধীনতা অর্জন করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বসনিয়া সার্বিয়ার একটি প্রদেশ ছিল এবং বসনিয়রা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও রাষ্ট্রক্ষমতা সার্বিয়ানদের হাতে ছিল। সার্বিয়ানরা বসনিয়দের ওপর বৈষম্য ও শোষণ নীতি গ্রহণ করলে বসনিয়াবাসী স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে অধিকার সংবলিত কিছু দফা ঘোষণা করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সার্বিয়া আন্দোলনকারীদের দমন করতে গেলে সেখানে গণআন্দোলনের সৃষ্টি হয়। শাসকগোষ্ঠীর হাতে বহু জনতা হতাহত হয়। যার ফলশ্রুতিতে বসনিয়া স্বাধীনতা অর্জন করে। সুতরাং বসনিয়দের স্বায়ত্তশাসন দাবির আন্দোলন বাঙালির ছয় দফাভিত্তিক আন্দোলনের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

৭ বসনিয়াবাসীর আন্দোলনের মতোই বাঙালির ছয় দফা আন্দোলন স্বাধীনতার পথ সুগম করেছিল— উক্তিটি যথার্থ।

পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকার আন্দোলনের পটভূমিতে ছয় দফার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। ছয় দফা কর্মসূচি নিরাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত বাঙালি জাতিকে সংগ্রামের শক্তি জুগিয়েছিল। প্রেরণা জুগিয়েছিল স্বৈরাচারী ও গণবিরোধী শাসকের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে। সরকার এ আন্দোলন দমনে যতই নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে ততই আন্দোলন দ্রুত দানা বাঁধতে থাকে। বাঙালি জাতীয়তাবাদ ততোই সুসংহত রূপ লাভ করে। পুলিশ নিরস্ত্র জনতার ওপর গুলিবর্ষণ করলে ছয় দফা কর্মসূচিভিত্তিক আন্দোলন এদেশে সর্বপ্রথম গণমুখী আন্দোলন গড়ে তোলে। ছয় দফা ভিত্তিক স্বাধিকার আন্দোলনের সিঁড়ি বেয়ে ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থান হয়। আর এ গণঅভ্যুত্থানের পথ ধরেই বাঙালি জাতি তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে অগ্রসর হয়। এর ফলে পাকিস্তানি শাসনযন্ত্রের ভিত কেঁপে ওঠে। যে ঘটনাগুলো উদ্দীপকে বর্ণিত বসনিয়াবাসীর শোষণ ও নির্যাতনবিরোধী আন্দোলনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উদ্দীপকে বসনিয়ার মতো পশ্চিম পাকিস্তানেও ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে ক্ষমতাসীনদের ভরাডুবি ঘটে। কিন্তু তারা বিজয়ী দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার ষড়যন্ত্র করতে থাকে। ক্ষমতাসীন পাকিস্তানি শাসকচক্রের আচরণ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বাধ্য করেছিল। এ প্রেক্ষিতে ১৯৭১ সালে একটি মহান মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। আর এই মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানের ২৪ বছরের স্বৈরশাসন ও শোষণের বেড়াভাল ভেঙে নয় মাস মুক্তিযুদ্ধ শেষে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে একথা সুস্পষ্ট যে, উদ্দীপকের বসনিয়দের আন্দোলনের মতোই বাংলার ছয় দফা আন্দোলনও স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করেছিল।

প্রশ্ন ৭ সাংবাদিক আবু নাহের সাহেব ছাত্ররাজনীতি বন্ধের পক্ষে কোনোমতেই একাত্ম নন। তিনি মনে করেন যে, ছাত্ররা আন্দোলনের মাধ্যমে মায়ের মুখের ভাষার কথা বলার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে, সে ছাত্ররাই বড় রাজনীতিবিদ হয়ে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাবে। ছাত্রদের বুকের তাজা রক্তের ইতিহাস জাতি আজও ভুলে যায়নি। ছাত্রদের অন্যতম কাজ অন্যায ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম পরিচালনা করা।

[গাজীপুর সিটি কলেজ]

- ক. লাহোর প্রস্তাব কত সালে উত্থাপিত হয়? ১
- খ. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. আবু নাহের সাহেবের বক্তব্যে যে আন্দোলনের প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩
- ঘ. বাংলাদেশে এ ধরনের একটি আন্দোলনে ছাত্রদের পাশাপাশি সকল শ্রেণি পেশার মানুষ জড়িত ছিল— বিশ্লেষণ কর। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব উত্থাপিত হয়।

খ ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এক মাইলফলক।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে বাঙালি নিজেদের স্বাধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে এক ধাপ এগিয়ে যায়। তারা রাজনীতি সচেতন হয়ে ওঠে এবং জাতীয়তাবাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পরপরই কেন্দ্রীয় সরকার বাঙালির বহু কাক্ষিত ভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত আবু নাহের সাহেবের বক্তব্যে ভাষা আন্দোলনের প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে।

মায়ের ভাষা প্রত্যেক মানুষেরই প্রাণের ভাষা। তাই মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার। এই অধিকার থেকে যদি কাউকে বঞ্চিত করা হয় তবে তার মধ্যে প্রতিবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন মাতৃভাষার দাবিতে বাঙালিদের মধ্যে প্রতিবাদী চেতনা জাগরণেরই সাক্ষ্য বহন করে। এ আন্দোলনে ছাত্রসমাজের ভূমিকা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ, যেটি উদ্দীপকের আবু নাহের সাহেবের বক্তব্যেও পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে উল্লিখিত সাংবাদিক আবু নাহের সাহেব মনে করেন, ছাত্ররা আন্দোলনের মাধ্যমে মায়ের মুখের ভাষায় কথা বলার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে, সে ছাত্ররাই বড় রাজনীতিবিদ হয়ে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাবে। অনুরূপভাবে মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার প্রতিষ্ঠায় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে বাংলার ছাত্রসমাজের আত্মত্যাগ ছিল চিরস্মরণীয়। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানি শাসকপোক্তী উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্র করলে ছাত্র সমাজ এর প্রতি বুখে নাড়ায়। ১৯৪৮ সালের ২৪ মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে অনুষ্ঠিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানে জিন্নাহ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দিলে ছাত্ররা এর তীব্র প্রতিক্রিয়া জানায়। মাতৃভাষা রক্ষার দাবিতে তারা তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৪৭ সাল থেকে চলমান এই আন্দোলন ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। এদিন ছাত্ররা 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগান দিতে দিতে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে পৌছলে পুলিশ তাদের ওপর গুলিবর্ষণ করে। এতে রফিক উদ্দিন, আবুল বরকত, আব্দুস সালাম, আব্দুল জব্বারসহ অনেকে শহিদ হন। তাদের এ আত্মত্যাগের বিনিময়ে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের আবু নাহের সাহেবের বক্তব্যে ভাষা আন্দোলনে ছাত্রদের ভূমিকার কথাই ফুটে উঠেছে।

ঘ বাংলাদেশে এ ধরনের অর্থাৎ ভাষা আন্দোলনে ছাত্রদের পাশাপাশি সকল শ্রেণি পেশার মানুষ জড়িত ছিল— উক্তিটি যথার্থ।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি রাজনৈতিক ঘটনা। এ আন্দোলন অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও রাজনীতির বিকাশ ঘটায়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল পেশার মানুষ মাতৃভাষা রক্ষার দাবিতে এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। সকল জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং আত্মত্যাগের বিনিময়ে ভাষা আন্দোলন সফল হয়।

ভাষা আন্দোলন ছিল বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা আদায়ে সংঘটিত গণআন্দোলন। এ আন্দোলন পূর্ববাংলার জনগণের মধ্যে জাতীয় চেতনার সূত্রপাত ঘটায়। ২১ ফেব্রুয়ারির বিয়োগান্তক ঘটনায় বাংলার বুদ্ধিজীবী সমাজ সংগ্রামী চেতনায় জেগে ওঠে। ছাত্র, শিক্ষক, কৃষক, ব্যবসায়ী নির্বিশেষে সর্বস্তরের গণমানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। ২১ ফেব্রুয়ারির বর্বরোচিত ঘটনার প্রতিবাদে পরের দিন ২২ ফেব্রুয়ারি সারা দেশে ছাত্র-শিক্ষক, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে পূর্ণ দিবস হরতাল পালন করে এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে। এই দিন আবার পুলিশের গুলিতে শহিদ হন শফিউর রহমান শফিক, রিকশাচালক আউয়াল। পুলিশের এ নৃশংসতার প্রতিবাদে জনতা দলে দলে রাস্তায় নেমে আসে। প্রবল আন্দোলনের মুখে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে ছাত্রদের পাশাপাশি সকল শ্রেণি পেশার মানুষ জড়িত ছিল।

প্রশ্ন-৮ পশ্চিমপন্থি বাসির সরকারের বিভিন্ন শোষণনীতি ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে দীর্ঘকালের নিষ্পেষিত রহমতপুরবাসী এক সময় তীব্র আন্দোলন শুরু করে। এ আন্দোলনে মি. জামিলের নেতৃত্বে ছাত্ররা অংশগ্রহণ করলে তা গণআন্দোলনে রূপ নেয়।

(গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন)

- ক. ঐতিহাসিক ছয় দফা কে উত্থাপন করেন? ১
- খ. ছিয়াত্তরের মন্ত্রণার কেন ঘটেছিল? ২
- গ. মি. জামিলের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যক্তিটি গণঅভ্যুত্থানে কী ধরনের ভূমিকা রেখেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. আলোচ্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ পাঠ্য বইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ছয় দফা উত্থাপন করেন।

খ. সৃজনশীল ও এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মি. জামিলের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যক্তি তথা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী গণঅভ্যুত্থানে কার্যকরী ভূমিকা রেখেছেন। উদ্দীপকে দেখা যায়, পশ্চিমপন্থি বাসির সরকারের বিভিন্ন শোষণনীতি ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে দীর্ঘকালের নিষ্পেষিত রহমতপুরবাসী এক সময় তীব্র আন্দোলন শুরু করে। এ আন্দোলনে মি. জামিলের নেতৃত্বে ছাত্ররা অংশগ্রহণ করলে তা গণআন্দোলনে রূপ নেয়। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বেও ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে নতুন মাত্রা যোগ হয়। স্বৈরাচারী শাসকের দমননীতির বিরুদ্ধে বাংলার জনগণের তীব্র বিক্ষোভ সমগ্র দেশে প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে তখন মওলানা ভাসানী সারাদেশব্যাপী ৬ ডিসেম্বর প্রতিরোধ দিবস পালনের আহ্বান জানান। তিনি পুলিশের প্রতিবন্ধকতা এবং লাঠিচার্জ উপেক্ষা করে গভর্নর হাউস ঘেরাও করেন। তিনি ১৯৬৮ সালের ৭ ডিসেম্বর হরতাল ঘোষণা করলে ঢাকাসহ সমগ্র বাংলাদেশে তা প্রতিপালিত হয়। তার নেতৃত্বে ছাত্র সংগঠন, বুদ্ধিজীবী মহল, কৃষক-শ্রমিক এবং সাংবাদিক হরতাল পালনে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। হরতালে পুলিশের গুলিতে শতাধিক লোক নিহত হয়। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এর প্রতিবাদে ২১, ২২ ও ২৩ জানুয়ারি হরতালসহ শোক মিছিল পালন করে। সারাদেশে প্রবল বেগে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। জনগণের এ আন্দোলন গণআন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। সমস্যা সমাধানের জন্য প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান প্রস্তাব দিলেও মওলানা ভাসানী তাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। আইয়ুব খানের পদত্যাগ অবধি তিনি প্রত্যক্ষভাবে সরকারবিরোধী এ আন্দোলনে ভূমিকা রাখেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের মি. জামিল এবং মওলানা ভাসানী একে অপরের প্রতিচ্ছবি।

ঘ. উদ্দীপকের আন্দোলনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম কারণ হলো অর্থনৈতিক বৈষম্য, সরকারি দমননীতি ও ছয় দফার প্রভাব প্রভৃতি।

বাঙালি জাতির রাজনৈতিক বিকাশে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান একটি তাৎপর্যবাহী ঐতিহাসিক ঘটনা। মূলত প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের সকল গণবিরোধী কর্মকাণ্ড ও সামরিক স্বৈরাচারের অবসান এবং স্বাধিকার অর্জনের লক্ষ্যে ছয় দফা ও ছাত্রদের ১১ দফার ভিত্তিতে ১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানে পরিচালিত তীব্র আন্দোলনই '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান' নামে পরিচিত। এ আন্দোলনের পেছনে বহুবিধ কারণ বিদ্যমান।

গণঅভ্যুত্থানের মূল কারণ ছিল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সৃষ্ট অর্থনৈতিক বৈষম্য। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, চাকরি ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে চরম বৈষম্য বাঙালির মনে ক্ষোভের বহির্শিখা প্রজ্জ্বলিত করেছিল। ছয় দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি উপেক্ষিত হওয়ায় তা আরো জোরদার রূপ লাভ করে। এ অবস্থায় পশ্চিমা সরকারের ষড়যন্ত্রমূলক আগরতলা মামলা দায়ের বাঙালির মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সমগ্র পাকিস্তানের গণতন্ত্রকামী জনগণ যখন স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে সোচ্চার হয়ে থাকে, পাকিস্তানি সরকার তখন তা দমনের জন্য নৃশংস পুলিশি নির্যাতন চালাতে থাকে। নির্যাতন যতই বাড়তে থাকে জনগণও ততই আন্দোলনমুখী হতে থাকে। বাঙালি জনগণ যখন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন গড়ে তোলেন, তখন এ আন্দোলন নস্যাত্ত করার জন্য 'আগরতলা মামলা' দায়ের করা হয়। এর বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনগণ আরো সোচ্চার হয়ে ওঠে। ছাত্রসমাজসহ সর্বস্তরের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করলে গণআন্দোলন দূর্বীর গতিতে গণঅভ্যুত্থানে রূপ লাভ করে। পরিশেষে বলা যায়, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের পেছনে শুধু একটি কারণই বিদ্যমান ছিল না, এর পিছনে ছিল দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ।

প্রশ্ন-৯ জনাব আলী হোসেন তার নাতনিকে একটি গণআন্দোলনের কথা বলছিলেন। তিনিও সে আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন, ১৯৬৯ সালে ছাত্রদের সে আন্দোলন ক্রমে প্রকট আকার ধারণ করলে আইয়ুব খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন এবং মামলার সকল আসামীকে মুক্তি দেন। ছাত্ররা মুক্তিপ্রাপ্ত সকল আসামীকে গণসংবর্ধনা দেয় এবং এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানেই ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

(শহীদ বীর উত্তম দে. আনোয়ার গার্লস কলেজ)

- ক. ভারতবর্ষের সর্বশেষ গভর্নর কে ছিলেন? ১
খ. ছয় দফাকে বাঙালি জাতীর মুক্তির সনদ বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে জনাব আলী হোসেনের অংশ নেয়া গণআন্দোলন কীভাবে গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়? ৩
ঘ. গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলায় যে জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠে তা শেষ পর্যন্ত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ অর্জনে সক্ষম হয়েছিল— বিশ্লেষণ কর। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ভারতবর্ষের সর্বশেষ গভর্নর ছিলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন।

খ. বাঙালি জাতির মুক্তি সংগ্রামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হওয়ায় ছয় দফাকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলা হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ছয় দফা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ স্বাধিকার আন্দোলনের সিঁড়ি বেয়ে বাঙালিরা স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় এবং ছিনিয়ে নিয়ে আসে বাঙালি জাতির স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য। বিশ্বের মানচিত্রে জায়গা করে নেয় স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। তাই বলা যায়, ছয় দফা ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ।

গ. উদ্দীপকের জনাব আলী হোসেনের অংশ নেওয়া আন্দোলনটি হলো ১৯৬৯ এর গণআন্দোলন। ব্যাপকভাবে জনগণের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে ১৯৬৯ এর আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়।

বস্তুত প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের সকল গণবিরোধী কর্মকাণ্ড ও সামরিক স্বৈরাচারের অবসান এবং স্বাধিকার অর্জনের লক্ষ্যে ছয়দফা ও ছাত্রদের ১১ দফার ভিত্তিতে ১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানে পরিচালিত তীব্র গণআন্দোলনই ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান নামে পরিচিত।

উদ্দীপকে জনাব আলী হোসেন তার নাতনিকে ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান এর গল্প বলছিলেন। যা মূলত ছাত্র আন্দোলন থেকে গণঅভ্যুত্থানে রূপ পরিগ্রহ করে। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়নের মস্কা ও চীনপন্থি দুটি গ্রুপ এবং জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের একাংশ ঐক্যবন্ধ হয়ে একটি সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১১ দফা পেশ করে আন্দোলনের ডাক দেয়। ক্রমেই এ আন্দোলনের গতি বৃদ্ধি পায়। ফলে ১৯৬৮ সালের নভেম্বরে ছাত্র অসন্তোষকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন দানা বাঁধে তা একসময় ছাত্রসমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। যা পরবর্তীতে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়।

ঘ. উক্ত আন্দোলন অর্থাৎ ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের ফলাফল ছিল প্রত্যক্ষ সুদূরপ্রসারী, যা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে গতিদান করে।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ছিল পাকিস্তানের ইতিহাসে এ যাবৎকালের সবচেয়ে বৃহৎ আন্দোলন যার ফলাফল ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ অভ্যুত্থানের প্রত্যক্ষ ফলাফল হলো আগরতলা মামলা প্রত্যাহার এবং আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের অবসান। আর এর পরোক্ষ ও সুদূরপ্রসারী ফলাফল হলো বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব অর্জন।

বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের অত্যন্ত তাৎপর্যময় একটি ঘটনা। ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে পাক সরকার শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে দায়ের করা সকল মামলা প্রত্যাহার করে তাকে মুক্তি দেন। এছাড়া এ আন্দোলনের ফলে মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার অবসান ঘটে। সংসদীয় সরকারব্যবস্থার সূচনাসহ সর্বজনীন প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক ধারায় প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ তৈরি হয়। সর্বোপরি আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের অবসান ঘটে এবং শাসক গোষ্ঠী ১৯৭০ সালে নির্বাচন ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। আর এ অভ্যুত্থানের পরবর্তী বড় সাফল্য হলো, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মহাবিজয়। এছাড়াও উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ৭১-এর মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।

পরিশেষে বলা যায়, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের ইতিহাসে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা যা বাঙালিদের জন্য সুদূরপ্রসারী ফল বয়ে এনেছিল।

প্রশ্ন ১০ ভারতের আসাম প্রাদেশিক সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাংলাকে বাদ দিয়ে অসমিয়া ভাষাকে একমাত্র দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ঘোষণা দেয়। এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বাঙালিরা আন্দোলন গড়ে তোলে। এর বিরুদ্ধে আসামি পুলিশ আন্দোলনকারীদের উপর গুলি চালায়। এর ফলে অনেক ভাষাসৈনিক নিহত আহত হন।

(ঢাকা কলেজ, ঢাকা)

- ক. তমদ্দুন মজলিশ কত সালে গঠিত হয়? ১
খ. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের দুটি কারণ আলোচনা কর। ২
গ. উদ্দীপকে পাঠ্যবইয়ের আলোকে কোন আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আন্দোলনের চেয়ে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন অধিক তাৎপর্য বহন করে বিশ্লেষণ কর। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. তমদ্দুন মজলিশ গঠিত হয় ১৯৪৭ সালে।

খ. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক বিজয়ের পেছনে নানা কারণ বিদ্যমান ছিল।

মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে গঠিত মধ্য, বাম ও ইসলামপন্থি রাজনৈতিক দলসমূহের ঐক্যজোট যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের সহায়ক হয়। পাশাপাশি যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা নির্বাচনি ইশতেহার ছিল পূর্ব বাংলার মানুষের অধিকারের দলিল। পূর্ব বাংলার জনগণ ২১ দফার প্রতি আকৃষ্ট সমর্থন জানায় ফলে যুক্তফ্রন্ট অভূতপূর্ণ সাফল্য অর্জন করে।

গ. উদ্দীপকের আন্দোলনটি বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের কথা মনে করিয়ে দেয়।

মায়ের ভাষা প্রত্যেক মানুষেরই প্রাণের ভাষা। তাই মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার। এই অধিকার থেকে যদি কাউকে বঞ্চিত করা হয় তবে তার মধ্যে প্রতিবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে। উদ্দীপকে উল্লিখিত আসামের ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৫২ সালের বাঙালির ভাষা আন্দোলন মাতৃভাষার দাবিতে প্রতিবাদী চেতনা জাগরণেরই সাফল্য বহন করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ভারতের আসাম প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা বাংলা হলেও প্রাদেশিক সরকার অসমিয়া ভাষাকে একমাত্র দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ঘোষণা দেয়। বাংলাভাষী জনগণ এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৬১ সালের ১৯ মে ভাষার দাবিতে চলমান ধর্মঘটে আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি চালায় সরকার। ঘটনাস্থলেই ১১ জন ভাষা সৈনিক শহিদ হন। ১৯৫২ সালে সংঘটিত বাঙালির ভাষা আন্দোলনের চিত্রও অনেকটা এ রকম। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাংলাকে বাদ দিয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। প্রথম থেকেই বাঙালিরা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৪৭ সাল থেকে চলমান এই আন্দোলন ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। এদিন পুলিশের গুলিতে শহিদ হন রফিক, বরকত, সালাম, জব্বারসহ আরও অনেকে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ভাষার দাবিতে প্রাণদান করার দিক থেকে আলোচ্য আন্দোলন দুটি একই সূত্রে গাঁথা।

ঘ. বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল বলে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন উদ্দীপকে উল্লিখিত আন্দোলন অপেক্ষা অধিক তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি রাজনৈতিক ঘটনা। এই আন্দোলন শোষিত বাঙালির প্রতিবাদী চেতনাকে উদ্দীপ্ত করেছিল। ফলে বাঙালি অনুধাবন করতে পেরেছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সাথে জড়িত স্বাধীনতার চেতনার এ দিকটি উদ্দীপকে অনুপস্থিত।

আসামের বাঙালিরা আমাদের মতোই বাংলা ভাষার দাবিতে প্রাণ দিয়েছে। আন্দোলনের মাধ্যমে তারাও তাদের দাবি আদায়ে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এই আন্দোলন তাদের মধ্যে কোনো স্বাধিকারের চেতনা জাগ্রত করতে পারেনি। এ কারণেই তারা ভারতের প্রাদেশিক শাসনের

গভিতেই আবদ্ধ রয়েছে। পঞ্চাশত্রে, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতিকে একটি পৃথক জাতিসত্তা হিসেবে আবির্ভূত হতে ভূমিকা রেখেছে। বাঙালি জাতির জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে এই আন্দোলন পরবর্তী সকল আন্দোলনে প্রভাবকের কাজ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ভূখণ্ড হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে জায়গা করে নিয়েছে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আলোচ্য দুইটি ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্যগত পার্থক্য সুস্পষ্ট। তাই বলা যায়, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাঙালির স্বাধীন সত্তার জাগরণের মধ্য দিয়ে উদ্দীপকের ভাষা আন্দোলন অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

প্রশ্ন-১১ আলজেরিয়ার স্বাধীনতা সম্পর্কিত একটি নিবন্ধে রিবা জানতে পারে, আলজেরিয়ার স্বাধীনতা ৮ বছর আগে শুরু হয়েছিল। এ যুদ্ধে আলজেরিয়ান ন্যাশনাল ফ্রন্ট নেতৃত্ব দেয়। এ ফ্রন্ট যুদ্ধ পরিচালনার জন্য পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র মিসরের কায়রোতে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করে। ওই সরকারের মূল দায়িত্ব ছিল কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে আলজেরিয়ার স্বাধীনতার প্রতি বিশ্বমত জনসমর্থন সৃষ্টি।

(ঢাকা কলেজ, ঢাকা)

- ক. অপারেশন সার্চলাইট কখন শুরু হয়? ১
- খ. ১৯৭০ সালের নির্বাচন কেন পেছানো হয়? ২
- গ. আলজেরিয়ার অন্তর্বর্তী সরকারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের গঠন বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে আলজেরিয়ার সরকারের ভূমিকা ও বাংলাদেশের সরকারের ভূমিকা কি একইরূপ? যুক্তিসহ মূল্যায়ন কর। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অপারেশন সার্চলাইট শুরু হয় ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের মধ্যরাতে।

খ ১৯৭০ সালের নির্বাচন বন্যাজনিত কারণে পেছানো হয়।

১৯৭০ সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনের তারিখ নির্ধারিত থাকলেও ভয়াবহ বন্যাজনিত কারণে তা পরিবর্তন করে ৭ ডিসেম্বর জাতীয় এবং ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ পুনর্নির্ধারণ করা হয়। তাছাড়া নির্বাচনের প্রাক্কালে ১২ নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলবর্তী অঞ্চলে ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ আঘাত হানে। পূর্ব পাকিস্তানের ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত উপকূলবর্তী অঞ্চলের জাতীয় পরিষদের ৯টি এবং প্রাদেশিক পরিষদের ২১টি আসনে নির্বাচনের তারিখ ১ মাস পিছিয়ে ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি নির্ধারণ করা হয়।

গ আলজেরিয়ার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সাথে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন মুজিবনগর সরকারের সাদৃশ্য রয়েছে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী গণহত্যা শুরু করে। প্রাথমিকভাবে পূর্বপ্রভুতি ও সাংগঠনিক তৎপরতা ছাড়াই পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। মুক্তিযুদ্ধকে গতিময় ও সুসংহত করা, ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী লক্ষ লক্ষ বাঙালির দেখাশোনা এবং বহির্বিশ্বে বাঙালি জাতির ভাবমূর্তিকে তুলে ধরার জন্য প্রবাসী সরকার গঠন করা হয়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, আলজেরিয়ার নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনার জন্য পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র মিসরের কায়রোতে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠা করে। অনুরূপভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের 'প্রবাসী সরকার' গঠন করা হয়, যা মুজিবনগর সরকার নামে পরিচিত। এ সরকারের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে মোট ১২টি মন্ত্রণালয় বা বিভাগ ছিল। এসব বিভাগের মাধ্যমেই যুদ্ধকালে সামরিক ও বেসামরিক যাবতীয় প্রশাসন পরিচালিত হয়। এ সরকারের রাষ্ট্রপতি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি করে সরকার গঠন করা হয়। এ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব অর্পিত হয় তাজউদ্দিন আহমেদের ওপর। মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী করা হয় খন্দকার মোশতাক আহমদকে, অর্থমন্ত্রী করা হয় এম মনসুর আলীকে এবং স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও

পুনর্বাসনমন্ত্রী করা হয় এ এইচ এম কামরুজ্জামানকে। আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে এ সরকারের অবদান ছিল অতুলনীয়। আর উদ্দীপকেও এ সরকারের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

ঘ উদ্দীপকের আলজেরিয়া সরকারের ভূমিকা ও বাংলাদেশের মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা একই প্রকৃতির ছিল না।

উদ্দীপকের আলজেরিয়ায় গঠিত সরকারের মূল দায়িত্ব ছিল কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে আলজেরিয়ার স্বাধীনতার প্রতি বিশ্ব জনমত বা জনসমর্থন সৃষ্টি করা। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় গঠিত মুজিবনগর সরকারে কাজের পরিধি ছিল আরও ব্যাপক। কেননা মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতি বিশ্ব জনমত সৃষ্টির পাশাপাশি যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রেও অসামান্য অবদান রেখেছিল।

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয় অনেকটা অপরিবর্তিতভাবে। কিন্তু মুজিবনগর সরকার গঠিত হওয়ায় পরিকল্পিতভাবে সামরিক-বেসামরিক জনগণকে নিয়ে মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। এছাড়া বেশ কিছু সাব-সেক্টর এবং তিনটি ব্রিগেড গঠন করা হয়। এসব সেক্টর ও ফোর্সে যুদ্ধ করার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদেরকে গেরিলা ট্রেনিং দেওয়া হয়। এছাড়াও প্রচণ্ড প্রতিকূলতার মাঝে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদান, এক কোটির ওপর শরণার্থীর জন্য ত্রাণের ব্যবস্থা করা, স্বাধীন বাংলা বেতারের মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ রাখা সহ বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদন করে এ সরকার। স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য, সংগ্রামী জনগণের মনোবল ঠিক রাখার জন্য মুজিবনগর সরকার স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে ও পত্র-পত্রিকার সাহায্যে যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল তা মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণার অন্যতম উৎস ছিল। এছাড়াও এ সরকার কলকাতা, দিল্লি, লন্ডন, ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক ও স্টকহোমসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি নিয়োগ করে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রচারণা ও সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয়, মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বিশ্ব জনমত সৃষ্টি ও জনসমর্থন আদায়ের চেষ্টা ছাড়াও সার্বিকভাবে যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই বলা যায়, আলজেরিয়ার গঠিত সরকারের মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা আর মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা একই প্রকৃতির ছিল না।

প্রশ্ন-১২ আদি সিম্বাস্ত নিল তার একমাত্র মেয়েকে ইংরেজি মাধ্যমে লেখাপড়া করাবেন। আদির বড় ভাই মাহিন তার পূর্বসূরীদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ভাতিজিকে বাংলা মাধ্যমে পড়ানোর উপদেশ দিলেন।

(কলকাতার সিটি কলেজ)

- ক. ১৯৫৪ এর নির্বাচনে কোন দলের ভরাডুবি ঘটে? ১
- খ. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের কারণ কী ছিল? ২
- গ. মাহিন কোন চেতনায় ভাতিজিকে বাংলা মাধ্যমে পড়ানোর উপদেশ দিলেন তা ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. মাহিনের এই ধরনের চেতনা বাঙালির জাতীয় জীবনে কী ভূমিকা রাখবে? তোমার মতামত দাও। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি ঘটে।

খ ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের মূল কারণ হলো তাদের গণমুখী নির্বাচনি ইশতেহার প্রণয়ন।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের পিছনে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল জোট বন্ধ হয়ে নির্বাচন করা। এছাড়া যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচিতে পূর্ব বাংলার সকল স্তরের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছিল এবং নির্বাচনি প্রচারণায় যুক্তফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, অর্থনৈতিক শোষণ ও আঞ্চলিক বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরে তাদেরকে জনবিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ফলে নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে।

গ। ভাষা আন্দোলনের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে আদি মেয়েকে বাংলা মিডিয়ামে ভর্তি করিয়েছেন।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, আদি মেয়েকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করতে চাইলে তার চাচা বাধ সাধেন। তিনি মনে করেন, বাংলা ভাষা চর্চা করা ছাড়া প্রকৃত বাঙালি হওয়া যায় না। তার এ ধরনের মানসিকতায় ভাষা আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতিসত্তার অন্তর্নিহিত পরিচয়কে বাঁচানোর সর্বাত্মক আন্দোলন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এদেশের আপামর জনতার ওপর জোর করে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুকে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। বাংলা এদেশের মাতৃভাষা, আমাদের মায়ের ভাষা। তাই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ছাত্র-জনতা আন্দোলন শুরু করে। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে তারা ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি মিছিল বের করে। পুলিশের গুলিতে শহিদ হন অনেকে। তবুও এ দেশের জনগণ রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই আন্দোলনের প্রভাবেই আদি তার মেয়েকে বাংলা মিডিয়ামে ভর্তি করিয়েছেন। বাংলা ভাষা চর্চা ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম।

ঘ। মাহিনের এ ধরনের জাতীয়তাবাদী চেতনা বাঙালির জাতীয় জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিতে এক অসাধারণ ঘটনা। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে এক নতুন জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে। এ চেতনা পাকিস্তানের বাংলা ভাষাভাষী জনগণের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে জাগ্রত করে।

ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালির মনে যে বৈপ্লবিক চেতনা ও ঐক্যের সৃষ্টি হয়, তা পরবর্তীকালে সকল আন্দোলনের প্রাণশক্তি জোগায়। এ আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে বাঙালি ১৯৬৬ সালের গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং ১৯৬৯ সালের গণ-আন্দোলনের অনুপ্রেরণা জোগায়। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের বিরাট বিজয় মূলত একুশের ঐক্যের বিজয় আর ১৯৭১ এর স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ মূলত বাংলা ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল। ২১শে ফেব্রুয়ারির ত্যাগ ও সংহতি বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের গোড়া পত্তন করে। যার চরম পরিণতিতে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে স্থান লাভ করে। তাই বাঙালির জীবনে ভাষা আন্দোলনের প্রেরণা অপরিসীম। এজন্য উদ্দীপকের মাহিনের মতো হাজারো বাঙালি জনতা এ দিনটি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে।

প্রশ্ন-১৩। সাফা গ্রুপের কর্ণধার আবিদ তার অধীন কর্মচারীদের নিয়োগবিধি মোতাবেক প্রাপ্য মজুরী, বোনাস, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ ইত্যাদি সুবিধা প্রদানে দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত করে আসছিল। এতে বিক্ষুব্ধ কর্মচারীরা একত্রিত হয়ে দাবী আদায়ে শ্রমিক সংঘ গড়ে তোলে এবং বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করেন। আন্দোলনের চাপে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের দাবি মেনে নেয়া হলেও পরবর্তীতে বিভিন্ন অজুহাত ও কৌশলে মালিক তাদের ঐক্য ভেঙে দেয় এবং কঠোর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম একচ্ছত্র কর্তৃত্ব স্থাপন করে।

[কল্পবাজার সিটি কলেজ]

- ক. কত সালে হয় দফা প্রস্তাব দেওয়া হয়? ১
- খ. ছিয়াক্তরের মনস্তর কেন ঘটেছিল? ২
- গ. উদ্দীপকের শ্রমিক সংঘ গড়ে তোলার সাথে যুক্তফ্রন্ট গঠনের কী সাদৃশ্য পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. তুমি কি মনে কর শ্রমিক সংঘের আন্দোলনের পরিণতির মতই যুক্তফ্রন্টের পরিণতিও একই হয়েছিল? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ১৯৬৬ সালে ছয়দফা প্রস্তাব দেওয়া হয়।

খ. সৃজনশীল ও এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ. পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর গৃহীত বৈষম্য নীতির প্রতিবাদে যুক্তফ্রন্ট গঠন করা হয়। আর এ অধিকার বঞ্ছনার দিক দিয়েই উদ্দীপকের শ্রমিক সংঘ ও যুক্তফ্রন্ট গঠনের সাদৃশ্য রচিত হয়েছে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের অধীনে পূর্ব পাকিস্তান নানা ধরনের শোষণ-বঞ্ছনার শিকার হতে থাকে। ফলে পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজ ও প্রগতিশীল রাজনীতিবিদগণ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে মোকাবিলা করতে বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহকে ঐক্যবন্ধ হওয়ার আহ্বান জানায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখের প্রচেষ্টায় মুসলিম লীগ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো যুক্তফ্রন্ট গঠন করে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, সাফা গ্রুপের কর্ণধার আবিদ তার অধীন কর্মচারীদের নিয়োগবিধি মোতাবেক প্রাপ্য মজুরি, বোনাস, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ ইত্যাদি সুবিধা থেকে বঞ্চিত করেন। এতে বিক্ষুব্ধ কর্মচারীরা একত্র হয়ে দাবি আদায়ে শ্রমিক সংঘ গড়ে তোলে এবং বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করে। ঠিক একইভাবে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব বাংলাকে বঞ্চিত করতে থাকে। সরকারের বৈষম্য নীতির ফলে পূর্ব বাংলার জনগণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের এ বৈষম্য নীতি ও শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে পূর্ব বাংলার চারটি রাজনৈতিক দল (১. আওয়ামী মুসলিম লীগ, ২. কৃষক-শ্রমিক পার্টি, ৩. নেজামে ইসলাম ও ৪. গণতন্ত্রী দল) একত্র হয়ে ১৯৫৩ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। ২১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে তারা ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করে। হয় বছরের পাকিস্তানি শোষণের বিরুদ্ধে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় ছিল বাংলার মানুষের এক ব্যালট বিপ্লব। সুতরাং উদ্দীপকে বর্ণিত শ্রমিক সংঘ গঠনের ক্ষেত্রে এ বিষয়েরই প্রতিফলন লক্ষণীয়।

ঘ। হ্যাঁ, আমি মনে করি, শ্রমিক সংঘের পরিণতির মতো যুক্তফ্রন্টের পরিণতিও একই হয়েছিল।

যুক্তফ্রন্ট ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করলেও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের অপতৎপরতা ও যুক্তফ্রন্ট নেতাদের মধ্যে বিভেদ দেখা দিলে সরকার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে আবার নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। উদ্দীপকের শ্রমিক সংঘ সাময়িকভাবে সফলতা অর্জন করে অচিরেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অনুরূপভাবে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিজয় অর্জন করে মন্ত্রিসভা গঠন করলেও অল্পদিনের মধ্যেই তা ব্যর্থতার রূপ পরিগ্রহ করে। মূলত যুক্তফ্রন্ট কোনো আদর্শিক ভিত্তিতে নয়, বরং নির্বাচনে মুসলিম লীগকে মোকাবিলার জন্য গড়ে উঠেছিল। তাই ক্ষমতায় যাওয়ার পর নেতৃবৃন্দের মধ্যকার ব্যক্তিগত রেঘারেঘি এবং মন্ত্রিত্ব নিয়ে বিরোধ এবং শরিক দলগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে মতানৈক্যের ফলে যুক্তফ্রন্ট বিভেদ দেখা দেয়। যুক্তফ্রন্টের ভাঙন এবং মন্ত্রিসভা বাতিলের জন্য এ সময় কেন্দ্রীয় সরকারও নানা অপতৎপরতা শুরু করে। এরই অংশ হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার সুপরিচালিতভাবে আদমজীনগর ও চন্দ্রঘোনা সহ দেশের নানা স্থানে বাঙালি-অবাঙালি দাঙ্গা বাধায়। এতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে সরকার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার ওপর এর দায় চাপিয়ে দিয়ে ১৯৫৪ সালের ৩০ মে মন্ত্রিসভা বাতিল করে দেয়। এর ফলে পূর্ব বাংলার শাসনব্যবস্থায় আবার পাকিস্তান সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পতনের মধ্য দিয়ে যুক্তফ্রন্ট ও উদ্দীপকে বর্ণিত শ্রমিক সংঘের পরিণতি একই ধারায় প্রবাহিত হয়েছে।

প্রশ্ন-১৪। বুপনগর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে ৫ জন প্রার্থী চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাদের মধ্যে কাশেম চৌধুরী সবচেয়ে প্রভাবশালী। স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে অনেক নেতার সাথে তার ঘনিষ্ঠতা আছে। তাই কাশেম চৌধুরীকে পরাজিত করার জন্য অন্য চারজন প্রার্থী নির্বাচনি ঐক্য গড়ে তোলেন। ফলে কাশেম চৌধুরী শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া সত্ত্বেও ঐক্যজোটের কাছে বিপুল ভোটে পরাজিত হন।

[পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, রাংপুর]

- ক. পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তান কোন ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি বৈষম্যের শিকার হয়? ১
- খ. ছয় দফাকে ম্যাগনাকার্টা বলা হয় কেন? ২
- গ. অনুচ্ছেদের উল্লিখিত নির্বাচনের সাথে কোন ঐতিহাসিক নির্বাচনের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত ঐতিহাসিক নির্বাচনের ফলে রাজনৈতিক নেতৃত্বে যে পরিবর্তন এসেছিল তা মূল্যায়ন করে। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তান অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি বৈষম্যের শিকার হয়।

খ ছয় দফার মাধ্যমে বাঙালি জাতির মুক্তির পথ সূচিত হওয়ায় এটিকে ম্যাগনাকার্টা বলা হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের শোষিত, নির্যাতিত জনগণ ছয় দফাকে মুক্তির সনদ রূপে আখ্যায়িত করে। পাকিস্তানি শোষকের হাত থেকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দাবি আদায়ের হাতিয়ার হচ্ছে ছয় দফা। ব্রিটিশ গণতন্ত্রের ইতিহাসে যেমন ম্যাগনাকার্টা অধিকার বিল, ঠিক তেমনি বাঙালিদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিত্তি হলো ছয় দফা। এ জন্য এটিকে ম্যাগনাকার্টা বলা হয়।

গ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত নির্বাচনের সাথে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের সাদৃশ্য রয়েছে।

উদ্দীপকে যেমন কাশেম চৌধুরী শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া সত্ত্বেও ঐক্যজোটের কাছে পরাজিত হয়। একইভাবে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগও যুক্তফ্রন্টের নিকট বিপুল ভোটে পরাজিত হয়।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মুসলিম লীগ ছিল সবচেয়ে বড়। পূর্ব পাকিস্তান সরকার পরিচালনা করত মুসলিম লীগ। কিন্তু মুসলিম লীগের অগণতান্ত্রিক আচরণ ও দমননীতির কারণে আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি, নেজামে ইসলাম, পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়। ১৯৫৩ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিলে আওয়ামী লীগ কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম এবং হাজী দানেশের বামপন্থি দল মিলে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট 'নৌকা' প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। অন্যদিকে, যুক্তফ্রন্টের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ হারিকেন প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করে। নির্বাচনকে সামনে রেখে অংশগ্রহণকারী সকল রাজনৈতিক দল ও ফ্রন্ট ব্যাপক নির্বাচনি প্রচারণা চালায়। নির্বাচনি প্রচারণার জন্য তারা সবুজকোর্তা বাহিনী নিয়ে একটি স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করে। অবশেষে ১৯৫৪ সালের ৮ মার্চ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিপক্ষে যুক্তফ্রন্ট বিপুল ব্যবধানে জয়লাভ করে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত নির্বাচন ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

ঘ উক্ত নির্বাচন অর্থাৎ যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের ফলে রাজনৈতিক নেতৃত্বে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় বাঙালিকে এক নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত করে। পাকিস্তান সরকারের বৈষম্যমূলক নীতি বন্ধনার বিরুদ্ধে এ বিজয় ছিল এক তীব্র প্রতিবাদ। এ নির্বাচন পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে মুসলিম লীগের প্রাধান্যের অবসান ঘটায়।

যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের ফলে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক নেতৃত্বে যে পরিবর্তন এসেছিল তা ছিল সত্যিই এক আমূল পরিবর্তন। এ নির্বাচনের ফলে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে মুসলিম লীগের নেতাদের প্রাধান্যের অবসান ঘটে। এর স্থলে আওয়ামী লীগ নেতাদের উত্থান ঘটে। রাজনীতিতে অবাঙালি নেতৃত্বের প্রশ্নে বাংলার মানুষের মোহমুক্তি ঘটে। শুধু তাই নয়, পূর্ব বাংলার জাতীয় রাজনীতিতে এলিট শ্রেণি ও ভূস্বামী অভিজাতদের প্রাধান্যের অবসান ঘটে। এ নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিনসহ সকল প্রাদেশিক মন্ত্রী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। এ নির্বাচন প্রমাণ করে, পূর্ব বাংলার জনগণ স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকারের প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ।

যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দের জনপ্রিয়তা, বিশেষ করে তরুণ নেতৃত্বের গ্রহণযোগ্যতা পূর্ব বাংলার ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব তৈরির পথ সুগম করে। কারণ অনেক তরুণ ও উদীয়মান নেতার কাছে মুসলিম লীগের অনেক প্রবীণ ও প্রভাবশালী নেতা ধরাশায়ী হন।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, পূর্ব বাংলার জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানিদের কর্তৃত্ব ও প্রভাব থেকে মুক্তি পেতে এবং শাসনক্ষমতায় পূর্ব বাংলার নেতৃত্ব দেখতে চায়।

প্রশ্ন ১৫



কিবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা।

ক. ২১ দফার প্রথম দফা কী? ১

খ. ভাষা আন্দোলনকে কেন বাঙালির মুক্তির প্রথম আন্দোলন বলা হয়? ২

গ. উক্ত শ্লোগানে যে আন্দোলনের ইজিত পাওয়া যায় তা কীভাবে স্বাধিকার আন্দোলনে রূপলাভ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত শ্লোগানের প্রেক্ষাপটে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশে ছয় দফা কর্মসূচির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ২১ দফার প্রথম দফা হলো বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা।

খ ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের পথ সূচিত হওয়ায় একে বাঙালির মুক্তির প্রথম আন্দোলন বলা হয়।

দেশ বিভাগের পর বাঙালি প্রথম ভাষাকেন্দ্রিক বৈষম্যের শিকার হয়। মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি বাংলা ভাষাভাষী হওয়া সত্ত্বেও তাদের প্রতি উর্দু চাপিয়ে দেওয়া হয়। ফলে বাঙালি ভাষা আন্দোলন করে এবং এর মাধ্যমে জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়। এ জন্য এ আন্দোলনকে বাঙালির মুক্তির প্রথম আন্দোলন বলা হয়।

গ উক্ত শ্লোগানে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ইজিত পাওয়া যায় এবং এ আন্দোলনই পরবর্তীকালে স্বাধিকার আন্দোলনে রূপলাভ করে।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ছিল বাংলাদেশের অধিকারবঞ্চিত মানুষের গণচেতনার বহিঃপ্রকাশ। ভাষা আন্দোলন ছিল পরবর্তী সকল রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেরণাদানকারী আন্দোলন। ভাষা আন্দোলন থেকে পাওয়া জাতীয়তাবাদী চেতনায় জাগ্রত হয়ে বাঙালি প্রথমে আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করে। এ আন্দোলনের পরিণতিতে ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়।

এছাড়া ভাষা আন্দোলনের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে। ভাষা আন্দোলন জাতীয় চেতনা উন্মেষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাঙালি জাতির অধিকার সচেতনতাবোধ জাগ্রত করে। বাঙালি জাতি অন্যায়, অত্যাচার ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনের শিক্ষালাভ করে। এ আন্দোলনই গণআন্দোলনের প্রেরণা যোগায়। তাই বলা যায়, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্যেই '৬৬-এর ছয় দফা', '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান' এবং ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজ নিহিত ছিল।

ঘ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি সীমাহীন বৈষম্য প্রদর্শন করা হয় তা নিরসনের লক্ষ্যে ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

ছয় দফা ছিল মূলত বাঙালির বাচার দাবি। এ দাবি ছিল জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। বাঙালি জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদের ধারণার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে ছয় দফার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। ১৯৬৬ সালে এ আন্দোলনের ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের পূর্ণ বিকাশ ঘটে।

পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকলেই ছয় দফাকে মুক্তির সনদ হিসেবে গ্রহণ করে। ছয় দফার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মনে আলাদাভাবে একটি জাতিসত্তাবোধের জন্ম হতে থাকে। সকল শোষিত, বঞ্চিত ও নিপীড়িত শ্রেণি ছয় দফার মধ্যে নিজেদের শ্রেণিস্বার্থের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়। এজন্যই সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের নিকট ছয় দফা কর্মসূচি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই ছয়

দফা আন্দোলন বাঙালির মানবিক চেতনার জন্ম দেয় এবং জাতীয়তাবোধের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীকালের সমস্ত আন্দোলন এমনকি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ছয় দফার চেতনাবোধ।
পরিশেষে বলা যায়, বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটাতে ছয় দফা কর্মসূচির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

প্রশ্ন ১৬ রিপার কলেজের সব শিক্ষার্থী ও শিক্ষক খালি পায়ে ২১ ফেব্রুয়ারি প্রভাতফেরিতে বের হলো। প্রভাতফেরি শেষে তারা তাদের কলেজের শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাল। সর্বশেষ তাদের অভিটোরিয়ামে আলোচনা অনুষ্ঠান হয়। আলোচনায় রিপাদের কলেজের অধ্যক্ষ বলেন, এ আন্দোলন আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা করে।

[ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি মহিলা কলেজ]

- ক. যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার প্রথম দফা কী? ১
খ. ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে তমদ্দুন মজলিশের গুরুত্ব বর্ণনা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দিবসের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে রিপাদের কলেজের অধ্যক্ষের বক্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? তোমার উত্তরের পক্ষে লেখ। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার প্রথম দফা ছিল বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা।

খ ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে তমদ্দুন মজলিশের গুরুত্ব অপরিসীম। তমদ্দুন মজলিশই ছিল ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংগঠন। তমদ্দুন মজলিশের উদ্যোগে ভাষা আন্দোলনকে রাজনৈতিক রূপদানের জন্য ১৯৪৭ সালে গঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। অর্থাৎ তমদ্দুন মজলিশ ভাষা আন্দোলনে ব্যাপক গুরুত্ব বহন করে।

গ উদ্দীপকে ২১ ফেব্রুয়ারি সম্পর্কে বলা হয়েছে। বাঙালি জাতির ইতিহাসে এ দিবসের গুরুত্ব অপরিসীম।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটি ছিল বাঙালির জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যময় একটি দিন। এদিন বাংলা ভাষার দাবিতে সারা পূর্ব বাংলায় ধর্মঘট ও শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। পাক সরকার ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে ২০ দিনের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু আন্দোলনকারীরা ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষার দাবিতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে একটি কালজয়ী ইতিহাসের জন্ম দেন।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় মিলিত হয়। সেখানে তারা গাজিউল হকের সভাপতিত্বে সমাবেশ শেষে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই স্লোগান দিতে দিতে মিছিল সহকারে অধিবেশনরত প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক পরিষদের দিকে অগ্রসর হয়। তাদের এ মিছিলে পুলিশ গুলি বর্ষণ করলে রফিক, বরকত, জব্বার শহিদ হন। এ দিনের ঘটনা সারাদেশে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে এবং আন্দোলন বহুগুণে জোরালো হয়। ফলে পাক সরকার বাঙালির ভাষার দাবি মানতে বাধ্য হয়। এই দিনটির গুরুত্ব অনুধাবন করে ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। যা বিশ্বজুড়ে বাঙালি জাতির গৌরবকে ছড়িয়ে দেয়। এ সকল আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ের ইতিহাসে ২১ ফেব্রুয়ারি তথা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের গুরুত্ব অপরিসীম।

ঘ হ্যাঁ, রিপাদের কলেজের অধ্যক্ষের বক্তব্যের সাথে আমি একমত। উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, রিপাদের কলেজে ২১ ফেব্রুয়ারি আয়োজিত একটি আলোচনা সভায় তাদের কলেজের অধ্যক্ষ ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে বলেন, এ আন্দোলন আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা করে। অধ্যক্ষের এ উক্তিটি সম্পূর্ণরূপে সঠিক।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। এ আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জাতির আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি পায়। এ আন্দোলনের মাধ্যমেই পরবর্তী সকল আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এ আন্দোলনের পরবর্তী ধাপ ছিল ১৯৫৪ এর নির্বাচন। যেখানে বাঙালি জাতি যুক্তফ্রন্টকে বিজয়ী করে। এরপর ১৯৫৬ সালে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। ১৯৬৬

সালের ছয় দফা দাবির প্রেক্ষিতে আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে বীর বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর ১৯৬৯ সালে সংঘটিত হয় গণঅভ্যুত্থান যা আইয়ুব খানের পতনকে ত্বরান্বিত করে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও তাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়নি। আর এরই প্রেক্ষিতে ১৯৭১ সালে বাঙালি জাতি দীর্ঘ নয় মাস মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতির প্রথম আন্দোলন সংঘটিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে পাক-সরকারের বিরুদ্ধে আরো অনেক আন্দোলন হয়। যার চূড়ান্ত রূপ লাভ করে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে। এ যুদ্ধে বাঙালি জাতি নিজেদের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা হয়।

প্রশ্ন ১৭ পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব-পাকিস্তানিদের ওপর চরম নির্যাতন চালাত। তারা সকল প্রকার ব্যাংক বিমা ও বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলো পশ্চিম পাকিস্তানে গড়ে তুলেছিল। পূর্ব পাকিস্তানের সস্তা কাঁচামাল দিয়ে তাদের অধিকাংশ বাণিজ্যিক কেন্দ্র ও কারখানা চলত। ফলে সহজেই সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হয়ে যেত এবং এজন্যই পূর্ব পাকিস্তান কখনোই উন্নত হতে পারেনি।

[ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি মহিলা কলেজ]

- ক. পূর্ব পাকিস্তানের বাঁচার দাবি বলা হয় কোনটিকে? ১
খ. পূর্ব পাকিস্তানিদের প্রতি সামাজিক বৈষম্যের বর্ণনা দাও? ২
গ. উদ্দীপকে পূর্ব পাকিস্তানিদের ওপর কোন ক্ষেত্রে বৈষম্যের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত বৈষম্যের ফলেই পূর্ব-পাকিস্তান সর্বদাই পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর নির্ভরশীল ছিল- মন্তব্যটি মূলপাঠের আলোকে বিশ্লেষণ করে দেখাও। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ছয় দফাকে পূর্ব পাকিস্তানের 'বাঁচার দাবি' বলা হয়।

খ পূর্ব পাকিস্তানিদের প্রতি পাকিস্তান সরকারের সামাজিক বৈষম্য ছিল শোচনীয়।

স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাঙালিদের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানিরা বেশি সুবিধা ভোগ করে। সমাজকল্যাণ ও সেবামূলক সুবিধা বেশিরভাগ পশ্চিম পাকিস্তানিরা পেত। ফলে তাদের জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত ছিল।

গ উদ্দীপকে পূর্ব পাকিস্তানিদের ওপর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্যের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক সর্বোচ্চ বৈষম্যের শিকার হয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। তাদের শোষণের মাত্রা ছিল ভয়াবহ। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আয়তনে বড় হলেও পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকাংশ অঞ্চল ছিল অনুর্বর ও মরুময়। সেজন্য এখানে কোনো কৃষি উন্নয়নের সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু পূর্ব বাংলা ছিল প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। এজন্য অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু পূর্ব বাংলার জনগণ এ সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত হয়। এছাড়া শিল্পের কাঁচামাল পূর্ব পাকিস্তানে উৎপন্ন হলেও বড় বড় সকল শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। উদ্দীপকে এ সকল বৈষম্যমূলক ঘটনারই অবতারণা করা হয়েছে।

এ সকল বৈষম্যমূলক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তান কখনো অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারেনি। প্রাদেশিক সরকারের হাতে মুদ্রাব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ সকল ব্যাংক, বিমা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তর ছিল পশ্চিম-পাকিস্তানে। ফলে সহজেই সকল অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হয়ে যেত। পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর নির্ভরশীল। উদ্দীপকেও এ বিষয়গুলো ফুটে উঠেছে।

ঘ উক্ত বৈষম্য অর্থাৎ অর্থনৈতিক বৈষম্যের ফলেই পূর্ব পাকিস্তান সর্বদাই পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর নির্ভরশীল ছিল- মন্তব্যটি সঠিক। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। দেশে সামরিক শাসনের সময় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর পশ্চিমা

শাসকগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক শোষণের মাত্রা আরও বেড়ে যায়। জন্মলগ্ন থেকে পাকিস্তানে তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হয়। প্রথমটিতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দকৃত ব্যয় ছিল যথাক্রমে ১১৩ কোটি ও ৫০০ কোটি রুপি। দ্বিতীয়টিতে বরাদ্দ ছিল ৯৫০ কোটি পূর্ব পাকিস্তানের জন্য, ১,৩৫০ কোটি রুপি ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য। তৃতীয়টিতে পূর্ব ও পশ্চিমের জন্য বরাদ্দ ছিল যথাক্রমে ৩৬% ও ৬৩%। এছাড়া মোট রাজস্ব আয়ের শতকরা ৬০ ভাগ অর্জিত হতো পূর্ব বাংলা থেকে। অথচ এর মাত্র ২৫ ভাগ ব্যয় হতো এ অঞ্চলে। মোট রপ্তানি আয়ের ৬০ ভাগ বাংলার পণ্য থেকে অর্জিত হলেও বাংলা আমদানি পণ্যের মাত্র শতকরা ৩০ ভাগ পেত। আবার শিল্পের কাঁচামাল পূর্ব পাকিস্তানে উৎপন্ন হলেও বড় বড় সকল শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব পাকিস্তানে যে কয়টি শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তারও মালিকানা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে। এ সকল কারণে পূর্ব পাকিস্তান কখনো অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারেনি। কেন্দ্রের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে পূর্ব পাকিস্তানের সকল আয় পশ্চিম-পাকিস্তানে চলে যায়।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, পূর্ব পাকিস্তান অর্থনৈতিকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন ১৮ আমিন সাহেব বিটিভিতে একটি প্রামাণ্য চিত্র দেখছিলেন। এতে আফ্রিকা অঞ্চলের জনগণের সংগ্রামের ঘটনা দেখাচ্ছিল। ঐ অঞ্চলের সম্পদ ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সরকারের বৈষম্যনীতির কারণে তারা সকল ক্ষেত্রে বঞ্চিত ও শোষিত হতে থাকে। তাদের রক্ষার জন্য এগিয়ে আসেন এক মহান নেতা। তিনি দাবি জানালেন জনগণের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য, কর ও শুল্ক ধার্য এবং আদায়, আধা সামরিক বাহিনী গঠন ও পরিচালনা প্রদেশের হাতে থাকবে।

[দিনাজপুর সরকারী কলেজ, দিনাজপুর]

- ক. মুজিব নগর সরকার কতো তারিখে শপথ গ্রহণ করেন? ১
- খ. অপারেশন সার্চ লাইট কী? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত নেতার দাবির সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কোন দাবির সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. তুমি কি মনে কর, উক্ত দাবিই বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে— যুক্তি দেখাও। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মুজিবনগর সরকার ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল শপথ গ্রহণ করে।
খ. সৃজনশীল ৫ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত নেতার দাবিনামায় বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচির প্রতিফলন ঘটেছে।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক প্রভৃতি-ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি সীমাহীন বৈষম্য প্রদর্শন করে। এসব বৈষম্যের প্রতিকার ও পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকারের লক্ষ্যে ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলের সম্মেলনে ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি পেশ করেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আফ্রিকা অঞ্চলের নেতা ঐ অঞ্চলের জনসাধারণকে সরকারের বঞ্চনা ও শোষণের হাত থেকে রক্ষার জন্য সরকারের নিকট দাবি তুলে ধরে। ঠিক একইভাবে বঙ্গবন্ধুও বাংলার জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও মুক্তির লক্ষ্যে ছয় দফা দাবি পেশ করেছিলেন। ছয় দফা দাবিতে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলা হয়। বলা হয় প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয় থাকবে কেন্দ্রের হাতে, বাকি সব ক্ষমতা থাকবে প্রদেশের হাতে। দুই প্রদেশে দুটি রিজার্ভ ব্যাংকসহ একই ধরনের মুদ্রা চালু করার দাবি করা হয়। এছাড়া রাজস্ব ও শুল্ক এবং বৈদেশিক বিষয় প্রদেশের হাতে দেওয়ার কথা বলা হয়। এ ছয় দফা দাবিতে আরো বলা হয় নিজস্ব নিরাপত্তার জন্য অজগরাজ্যগুলো আঞ্চলিক সেনাবাহিনী তথা মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করতে পারবে। ২১ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের ব্যানারে এবং শেখ মুজিবুর রহমানের নামে 'আমাদের বাঁচার দাবি ৬ দফা কর্মসূচি' নামক

একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। অবশেষে ১৯ মার্চ আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে 'ছয় দফা' কর্মসূচি অনুমোদন করা হয়। উদ্দীপকের নেতার দাবিনামায় এ ছয় দফা দাবিরই প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ. হ্যাঁ, আমি মনে করি উক্ত দাবিনামা বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল।
 পূর্ব পাকিস্তানের শোষিত, নির্যাতিত জনগণ ছয় দফাকে মুক্তির সনদ রূপে আখ্যায়িত করে। বঙ্গবন্ধু ছয় দফাকে আমাদের বাঁচার দাবি বলে মন্তব্য করেন। এটি ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামোর ভেতর সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব বাংলার মানুষের মুক্তির সনদ বা ম্যাগনাকাটা। শোষকের হাত থেকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের হাতিয়ার হচ্ছে ছয় দফা। বাংলার স্বাধিকার ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে ছয় দফার গুরুত্ব অপরিমীম।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে ছয় দফা ছিল নির্বাচনের মূল ইশতেহার। এ নির্বাচনে ছয় দফার পক্ষে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জিত হয়। বাঙালির স্বাধীনতার ভিত্তি ছয় দফা হওয়ায় এটিকে বাঙালি জাতির ম্যাগনাকাটা বলা হয়। আবার স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত রূপ হলো ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ যার মাধ্যমে বাঙালি জাতি শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা লাভ করে, অভ্যুদয় হয় স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের। আর এর মূলে ছিল ছয় দফা কর্মসূচির অবদান। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, ছয় দফা কর্মসূচি ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ।

পরিশেষে বলা যায়, ব্রিটিশ গণতন্ত্রের ইতিহাসে 'ম্যাগনাকাটা' ফরাসি বিপ্লবে 'অধিকার বিল' এবং আমেরিকার স্বাধীনতার ক্ষেত্রে 'ব্যক্তিগত স্বাধীনতা'-এর যে অবদান, তেমনি বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুতেও ছয় দফার ভূমিকা সীমাহীন।

প্রশ্ন ১৯ ১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বর, বাঙালি জাতি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে রাজপথে নেমে এসেছিল। নূর হোসেন নিজের বুকের তাজা রক্ত বিলিয়ে দিয়ে এদেশের গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার সংগ্রামকে বেগবান করেছিলেন। হাজারো জনতার ভিড়ে নূর হোসেন ছিলেন সমুজ্জ্বল দেদীপ্যমান। খালি গা আর জিপের প্যান্ট পরা নূর হোসেন ছুটে যাচ্ছিলেন এ মিছিল থেকে ও মিছিলে। সবার চোখ আটকে যাচ্ছিল তার বুকে ও পিঠে। জীবন্ত এক প্রতিবাদী পোস্টার, যে পোস্টার পৃথিবীর সব প্রতিবাদী পোস্টারকে হার মানায়। *[ঢাকা কলেজ, ঢাকা]*

- ক. ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে কয়টি দল অংশগ্রহণ করে? ১
- খ. ছয়দফা দাবির যেকোনো একটি দাবি আলোচনা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত স্বৈরাচারী আন্দোলনের সাথে পাকিস্তান আমলের কোন ঐতিহাসিক আন্দোলনের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের মতো রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হওয়ার ফলেই কি আমাদের স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত হয়েছিল? ব্যাখ্যা করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ১৬ টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে।
খ. ছয় দফার প্রথম দাবিতে শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি নির্ধারণ করা হয়।

প্রথম দাবিতে উল্লেখ ছিল ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানের জন্য একটি শাসনতন্ত্র রচনা করে একে সত্যিকার অর্থে একটি যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত করতে হবে। এর সরকার হবে সংসদীয় পদ্ধতির এবং প্রদেশগুলো পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন লাভ করবে। সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সকল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত স্বৈরাচারী আন্দোলনের সাথে পাকিস্তান আমলের ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের সাদৃশ্য রয়েছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনা ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ছিল পাকিস্তানের তৎকালীন স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে। মৌলিক গণতন্ত্র, আগরতলা ষড়যন্ত্র ও আইয়ুব খানের নির্যাতনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সকল অংশে ১৯৬৯ সালে এক দুর্বার গণআন্দোলন শুরু হয়। আইয়ুব খানের পদত্যাগ, ১৯৬২ সালের সংবিধান বাতিল, এক ব্যক্তি এক ভোটের ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, আগরতলা মামলা প্রত্যাহার প্রভৃতি ছিল আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য। আর এ ঘটনার সাথে উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে।

১৯৬৯ সালের গণআন্দোলন হঠাৎ করেই গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়নি। ডাকসু এবং সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের যুগপৎ কর্মসূচিতে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে ওঠে। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ হরতাল কর্মসূচি ঘোষণা এবং সমাবেশের ডাক দেয়। সমাবেশে হাজার হাজার ছাত্র যোগদান করে। সমাবেশ শেষে মিছিল হয়। এ মিছিলে পুলিশ বাধা দেয় এবং গুলিবর্ষণ করে। এতে আসাদুজ্জামানসহ বেশ কয়েকজন ছাত্র নিহত হন। এতে পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে হয়ে ওঠে। এভাবে আরও বিভিন্ন ধরনের ক্ষোভ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে জমা হতে থাকে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের বর্ণিত স্বৈরাচারী আন্দোলনের সাথে ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের মিল লক্ষ করা যায়।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকের মতো রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হবার ফলেই অর্থাৎ ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে ছাত্রজনতার আন্দোলন ও আত্মত্যাগের ফলেই আমাদের স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত হয়েছিল বলে আমি মনে করি। আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী ভূমিকার কারণে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সকল অংশেই গণঅসন্তোষ দানা বাধতে থাকে। ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী অসন্তোষ ও বিক্ষোভ চরম আকার ধারণ করে। শেষ পর্যন্ত আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের অবসান ঘটে, ঠিক একইভাবে উদ্দীপকের ১৯৯০ সালের গণআন্দোলনের ফলশ্রুতিতে তৎকালীন শাসনের পতন হয়েছিল।

১৯৬৯ সালের ১৮ জানুয়ারি এগারো দফার দাবিতে ছাত্র ধর্মঘট পালনকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে এবং আহত অবস্থায় বন্দি হয়। ২০ জানুয়ারি হাজার হাজার ছাত্র-জনতা পুলিশ এবং ইপিআরের সাথে অসম লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। পুলিশ একপর্যায়ে পশ্চাদপসরণ করলে বিরাট একটি মিছিল শহিদ মিনারের দিকে অগ্রসর হয়। এখানে পুলিশের গুলিবর্ষণে শহিদ হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র আসাদুজ্জামান। ২১ জানুয়ারি আসাদের রক্তমাখা শাট নিয়ে বহু লোক রাস্তায় নেমে পড়ে এবং এর ফলে তাদের মধ্যে এক চেতনার সৃষ্টি হয়। এর ফলে পরবর্তীকালে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি হিসেবে ছাত্ররা আন্দোলন অব্যাহত রাখে। গণঅভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে আইয়ুব খানের পতন হলে ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং আওয়ামী লীগ জাতীয় নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ফলে জনগণের এ বিজয়কে নস্যাৎ করার লক্ষ্যে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তৎপর হয়ে উঠলে স্বাধীনতা সংগ্রাম অনিবার্য হয়ে ওঠে।

পরিশেষে বলা যায় যে, উদ্দীপকে নূর হোসেনের ন্যায় ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে শহিদদের আত্মত্যাগের ফলেই আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের পথ উন্মুক্ত হয়েছিল।

প্রশ্ন-২০ ভারতের আসাম রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্যার বিমল প্রসাদ ১৯৬০ সালে ঘোষণা করেন 'অসমিয়া' ভাষা হবে আসামের একমাত্র রাজ্য ভাষা। এ ঘোষণার ক্ষোভে ক্ষেটে পড়ে আসামের বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী। আন্দোলন পরিচালনার জন্য সংগঠন করা হয় 'কাছাড় জেলা গণসংগ্রাম পরিষদ'। এ পরিষদ ১৯ মে ১৯৬০ তারিখে হরতালের ডাক দেওয়ায় রাজ্য সরকার এ দিন কারফিউ ঘোষণা করে। কারফিউ ভঙ্গ করে মিছিল বের করলে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন ১ জন তরুণী ও ১০ জন তরুণ। অবশেষে আসামের রাজ্যভাষা হিসেবে অসমিয়ার পাশাপাশি বাংলাও স্থান লাভ করে।

[গাজীপুর সরকারী মহিলা কলেজ]

- ক. ঐতিহাসিক ছয় দফা কে উত্থাপন করেন? ১
- খ. যুক্তফ্রন্ট বলতে কী বুঝ? ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত কাছাড় জেলা গণসংগ্রাম পরিষদের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কী মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকটি বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে যে ভাষা আন্দোলনের কথা মনে করিয়ে দেয় সে আন্দোলনে চূড়ান্ত পর্যায়টি বিশ্লেষণ করে। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঐতিহাসিক ছয় দফা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উত্থাপন করেন।

খ ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগকে মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে পূর্ব বাংলার চারটি দলের সমন্বয়ে গঠিত ঐক্যবন্ধ দলই ইতিহাসে যুক্তফ্রন্ট নামে পরিচিত।

যুক্তফ্রন্ট গঠন ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আওয়ামী মুসলিম লীগ (নেতৃত্বাধীন নেতা সোহরাওয়ার্দী), কৃষকপ্রজা পাটি (শেরে বাংলার নেতৃত্বাধীন) গণতন্ত্রী দল (দানের শেরে নেতৃত্বাধীন) এবং নেজাম-ই-ইসলাম (মাওলানা আতাহার আলীর নেতৃত্বাধীন) দলসমূহ একত্রিত হয়ে ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করে মন্ত্রিসভা গঠন করেন।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত কাছাড় জেলার সাথে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কার্যক্রম ও অবদানের মিল রয়েছে। উদ্দীপকে দেখা যায়, ভারতের আসাম রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্যার বিমল প্রসাদ ১৯৬০ সালে অসমিয়া ভাষাকে একমাত্র রাজ্যভাষা হিসেবে ঘোষণা করলে আসামের বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী বিক্ষোভে ক্ষেটে পড়ে। এ আন্দোলন গঠিত হয় কাছাড় জেলা গণসংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে। এ পরিষদ ১৯ মে হরতালের ডাক দেওয়ায় সরকার কারফিউ ঘোষণা করে। কারফিউ ভঙ্গ করলে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন ১ জন তরুণী ও ১০ জন তরুণ। অবশেষে আসামের রাজ্যভাষা হিসেবে অসমিয়ার পাশাপাশি বাংলাও স্থান লাভ করে। অনুরূপভাবে পাকিস্তানের গভর্নর মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর ভাষণের পুনরাবৃত্তি করে ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী বাজা নাজিমউদ্দিন উর্দুকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করলে পূর্ব বাংলার জনগণ বিক্ষোভে ক্ষেটে পড়ে এবং তীব্র আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলনের চূড়ান্ত লাভের উদ্দেশ্যে ১৯৫২ সালের ৩১ জানুয়ারি মাওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। গোলাম মাহবুবকে এ পরিষদের আহ্বায়ক করা হয়। সংগ্রাম পরিষদ ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন, হরতাল ও বিক্ষোভের আহ্বান করেন। আন্দোলন চরম মাত্রায় রূপ নিলে সরকার ভীত হয়ে এ দিন ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু সংগ্রাম পরিষদ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা গোপনে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার জন্য আলোচনা করেন। ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ছাত্রদের মিছিলটি ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে পৌঁছেলে পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। এতে সালাম, বরকত, শফিউর প্রমুখ শহিদ হন।

অবশেষে আন্দোলনের চাপে সরকার উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের সংগঠনের সাথে সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কার্যক্রমগত সাদৃশ্য বিদ্যমান।

ঘ উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আন্দোলন হলো বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন। এ আন্দোলন ১৯৫২ সালে চূড়ান্ত পর্যায়ে রূপ নেয়।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাঙালির অধিকার আদায়ের প্রথম আন্দোলন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকে শাসকগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাংলাকে বাদ দিয়ে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার চক্রান্ত শুরু করলে বাঙালিরা প্রথম থেকেই এর প্রতিবাদ করে। ১৯৪৭ সাল থেকে শুরু হলেও ১৯৫২ সালে তাদের আন্দোলন চূড়ান্ত রূপে পরিণত হয়। উদ্দীপকে বর্ণিত আন্দোলনের সাথে এ আন্দোলনই সাদৃশ্যপূর্ণ। ১৯৫২ সালের শুরুরেই পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন নতুন মাত্রা লাভ করে। ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি ঢাকার পল্টন ময়দানে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নাজিমউদ্দিন উর্দুকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করায় পুনরায় আন্দোলন গতি সঞ্চার করে।

পূর্ব বাংলার বিক্ষুব্ধ জনতা এ ঘোষণার প্রতিবাদে দেশব্যাপী ধর্মঘট ও হরতাল কর্মসূচি গ্রহণ করে। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগানে পুনরায় রাজপথ মুখরিত হয়। ৩০ জানুয়ারি ঢাকায় ধর্মঘট পালিত হয়। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের বাজেট অধিবেশন ছিল। ঐ দিন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ হরতাল, বিক্ষোভ কর্মসূচি গ্রহণ করে। ৪ ফেব্রুয়ারি পূর্ব বাংলার সকল প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। আন্দোলনে ভীত হয়ে সরকার আন্দোলন নস্যাতে দমন নীতি গ্রহণ করে। মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন ২০ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৩ টায় ১৪৪ ধারা জারি করে মিছিল ও জনসভা নিষিদ্ধ করেন। নিষেধ থাকার পরও ২১ ফেব্রুয়ারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় মিলিত হয়। সমাবেশ শেষে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ

করে রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই শ্লোগানে মিছিল সহকারে আন্দোলনরত প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক পরিষদের দিকে অগ্রসর হয়। ছাত্রদের মিছিল বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে পৌঁছলে পুলিশের সাথে ছাত্র জনতার সংঘর্ষ বাঁধে এবং একপর্যায়ে পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে রফিকউদ্দিন, জক্কার, বরকত সহ অনেকে শহিদ হন। এ ঘটনা সারাদেশে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে সরকার ১৯৫৬ সালের সংবিধানে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। পরিশেষে বলা যায়, পূর্ব বাংলার জনগণ অনেক ত্যাগ-তীক্ষ্ণকার মাধ্যমে মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল।

প্রশ্ন ২১ ইসলামপুর অঞ্চলের নির্বাচনে ক্ষমতাসীল প্রভাবশালী দলের নেতাকে মোকাবিলা ও পরাজিত করার জন্য ছোট দলগুলো একতাবন্ধ হয়। তারা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য এক সুদীর্ঘ নির্বাচনি ইশতেহার প্রকাশ করে। জনগণ উক্ত জোটের ওপর সার্বিক আস্থা রেখে তাদের পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে। এর অবশ্যস্বার্থী ফল হিসেবে নির্বাচনে জোটের নেতৃবৃন্দ বিপুল ভোটে জয়ী হন এবং ক্ষমতাসীন দলের নেতারা চরমভাবে পরাজিত হন। *[বেগজা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. হুমায়ুন শব্দের অর্থ কী? ১
খ. ফরায়েজিদের মতবাদ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ইসলামপুর অঞ্চলের ছোট দলগুলো স্বাধীনতা পূর্ব কোন নির্বাচন থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে একতাবন্ধ হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. “ক্ষমতাসীন ও প্রভাবশালী হলেই নির্বাচনে জয়ী হওয়া যায় না; পাঠ্যপুস্তকের আলোকে উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হুমায়ুন শব্দের অর্থ ভাগ্যবান।
খ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে হাজি শরিয়তউল্লাহ ভারতবর্ষে যে সংস্কার আন্দোলন গড়ে তোলেন তা ফরায়েজি আন্দোলন হিসেবে অভিহিত। হাজি শরিয়তউল্লাহ বাংলার মুসলমান সমাজে নানাব্যাপক কুসংস্কার ও অনৈসলামিক রীতিনীতি লক্ষ করেন। ইংরেজদের অত্যাচারে তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। শরিয়তউল্লাহ তাদের জন্য দুঃখ অনুভব করে তাদের উন্নতির জন্য আত্মনিয়োগ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ফরায়েজি আন্দোলনের সূচনা করেন।

গ উদ্দীপকে ইসলামপুর অঞ্চলের ছোট দলগুলো স্বাধীনতা পূর্ব ১৯৫৪ সালের নির্বাচন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে একতাবন্ধ হয়। ১৯৪৭ সালের পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্য ও বঞ্ছনা প্রদর্শন করে। ফলে মুসলিম লীগ একটি জনবিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। ফলে ১৯৫৪ সালের ১১ মার্চে পূর্ব বঙ্গের আইন পরিষদের নির্বাচনকে সামনে রেখে সমমনা বিরোধী দলগুলো ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বরে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট নামে একটি রাজনৈতিক ঐক্যজোট গঠন করে। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে ২১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। যে দফাগুলো ছিল পূর্ব বাংলার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। আর পূর্ব বাংলার জনগণের ব্যালটবিপ্লবের ছোঁয়ায় যুক্তফ্রন্ট ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে ২২৩টি আসন লাভ করে, আর মুসলিম লীগ মাত্র ১০টি আসন পায়। ফলে মুসলিম লীগ চিরতরে পূর্ব বাংলার নেতৃত্ব হারায়। অপরপক্ষে যুক্তফ্রন্টের নেতারা পূর্ব বাংলার মানুষের ভাগ্যবিধাতা হিসেবে আবির্ভূত হন। এভাবে পূর্ব বাংলার জনগণ ঐক্যবন্ধ হয়ে শোষণের বিরুদ্ধে ব্যালটবিপ্লব ঘটান। উদ্দীপকেও ১৯৫৪ এর নির্বাচনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। সুতরাং বলা যায় যে, ইসলামপুর অঞ্চলের ছোট দলগুলো স্বাধীনতা পূর্ব যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ঐক্যবন্ধ হয়।

ঘ উদ্দীপকের আলোচ্য বিষয় অর্থাৎ ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, ‘যতই ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী হোক না কেন গায়ের জোরে নির্বাচিত হওয়া যায় না।’
উদ্দীপকের ইসলামপুর অঞ্চলের দলগুলোর মতো পূর্ব বাংলার মানুষ ঐক্যবন্ধ হয়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টকে তাদের আশার একমাত্র ডেলা হিসেবে বেছে নেয়। ফলে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ ব্যাপক ব্যবধানে পরাজিত হয়। এছাড়া পূর্ব বাংলার মানুষ

যখন তাদের স্বায়ত্তশাসন আদায়ের পথে দৃঢ়কল্প তখন মুসলিম লীগের ক্ষীণ ষড়যন্ত্র যেন ধোপেই টিকেনি।

১৯৫৪ সালের নির্বাচন ছিল শোষণ, নিপীড়ন, বঞ্ছনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনমানুষের ব্যালটবিপ্লব। এ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের ভরাডুবি ঘটে। মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ যেকোনো মূল্যে ক্ষমতায় টিকে থাকার পক্ষপাতী ছিলেন। তারা এ লক্ষ্যে পূর্ব বাংলার জনগণের ওপর ব্যাপক নির্যাতন চালিয়ে ছিল। এমনকি তারা পাকিস্তানের ৫৬.৪০ শতাংশ মানুষের মুখের ভাষা বাংলাকে উপেক্ষা করে ৩.২৭ শতাংশ মানুষের মুখের ভাষা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তাছাড়া এমন উদ্দেশ্য সাধনে তারা পূর্ব বাংলার জনগণের ওপর ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালায়। তারা পূর্ব বাংলাকে বন্দি শিবিরে পরিণত করেছিল। তবে তাদের এ সকল নির্যাতন ও প্রহসনের দাঁতভাঙা জবাব দিয়েছে পূর্ব বাংলার মানুষ। এ ঘটনা উদ্দীপকে উল্লিখিত ইসলামপুর অঞ্চলের জনগণ কর্তৃক ঐক্যবন্ধ হয়ে ক্ষমতাসীন দলকে পরাজিত করার ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
পরিশেষে বলা যায়, অগণতান্ত্রিক মনোভাব প্রদর্শন ও পেশি শক্তির বলে নির্বাচনে জয়ী হওয়া যায় না— ইতিহাস থেকে এটি প্রমাণিত।

প্রশ্ন ২২ একটি ধর্মাবলম্বী ও প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর দুঃশাসনে কুতুবখালীর বিস্তীর্ণ জনপদের পূর্ব অঞ্চলের জনগণ শোষিত ও বঞ্চিত হয়। এমতাবস্থায় পূর্ব অঞ্চলের নেতৃবর্গ ও জনগণ তাদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ঐক্যবন্ধ হয়ে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীকে চরমভাবে পরাজিত করে। *[বেগজা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. আওয়ামী মুসলিম লীগ কখন প্রতিষ্ঠিত হয়? ১
খ. বঙ্গভঙ্গ কেন পূর্ব বাংলার অবহেলিত মুসলিমদের মাঝে আশার উদ্দীপনা সৃষ্টি করে? ২
গ. কুতুবখালীর পূর্ব অঞ্চলের জনগণ পাকিস্তান আমলের কোন নির্বাচন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে একতাবন্ধ হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আওয়ামী মুসলিম লীগ ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।
খ বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ব বাংলায় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষা-সংস্কৃতির অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হওয়ায় এটি পূর্ব বাংলার অবহেলিত মুসলিমদের মাঝে আশার উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। বঙ্গভঙ্গকে প্রথম দিকে পূর্ব বাংলার মুসলিমরা স্বাগত না জানালে ও পরবর্তীতে তারা এটিকে স্বাগত জানায়। পূর্ব বাংলাকে কেন্দ্র করে বঙ্গভঙ্গের ফলে শিক্ষাক্ষেত্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে এসকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থার উন্নতি হবে বলে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের আশার আলো দেখতে পায়।

গ উদ্দীপকে কুতুবখালীর পূর্ব অঞ্চলের লোকজন পাকিস্তান আমলের ১৯৫৪ সালের নির্বাচন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে একতাবন্ধ হয়। ১৯৪৭ সালের পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্য ও বঞ্ছনা প্রদর্শন করে। ফলে মুসলিম লীগ একটি জনবিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। ফলে ১৯৫৪ সালের ১১ মার্চে পূর্ব বঙ্গের আইন পরিষদের নির্বাচনকে সামনে রেখে সমমনা বিরোধী দলগুলো ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বরে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট নামে একটি রাজনৈতিক ঐক্যজোট গঠন করে। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে ২১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। যে দফাগুলো ছিল পূর্ব বাংলার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। আর পূর্ব বাংলার জনগণের ব্যালটবিপ্লবের ছোঁয়ায় যুক্তফ্রন্ট ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে ২২৩টি আসন লাভ করে, আর মুসলিম লীগ মাত্র ১০টি আসন পায়। ফলে মুসলিম লীগ চিরতরে পূর্ব বাংলার নেতৃত্ব হারায়। অপরপক্ষে যুক্তফ্রন্টের নেতারা পূর্ব বাংলার মানুষের ভাগ্যবিধাতা হিসেবে আবির্ভূত হন। এভাবে পূর্ব বাংলার জনগণ ঐক্যবন্ধ হয়ে শোষণের বিরুদ্ধে ব্যালটবিপ্লব ঘটান। উদ্দীপকেও ১৯৫৪ এর নির্বাচনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। সুতরাং বলা যায় যে, কুতুবখালীর পূর্ব অঞ্চলের লোকজন পাকিস্তান আমলের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ঐক্যবন্ধ হয়।

ঘ উদ্দীপকের আলোচ্য বিষয় অর্থাৎ ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, 'যতই ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী হোক না কেন গায়ের জোরে নির্বাচিত হওয়া যায় না।'

উদ্দীপকের কুতুবখালীর জনগণের মতো পূর্ব বাংলার মানুষ ঐক্যবন্ধ হয়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টকে তাদের আশার একমাত্র ভেলা হিসেবে বেছে নেয়। ফলে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ ব্যাপক ব্যবধানে পরাজিত হয়। এছাড়া পূর্ব বাংলার মানুষ যখন তাদের স্বায়ত্তশাসন আদায়ের পথে দৃঢ়কন্ন তখন মুসলিম লীগের ক্ষীণ ষড়যন্ত্র যেন ধোপেই টিকেনি।

১৯৫৪ সালের নির্বাচন ছিল শোষণ, নিপীড়ন, বঞ্ছনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনমানুষের ব্যালটবিপ্লব। এ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের ভরাডুবি ঘটে। মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ যেকোনো মূল্যে ক্ষমতায় টিকে থাকার পক্ষপাতী ছিলেন। তারা এ লক্ষ্যে পূর্ব বাংলার জনগণের ওপর ব্যাপক নির্যাতন চালিয়ে ছিল। এমনকি তারা পাকিস্তানের ৫৬.৪০ শতাংশ মানুষের মুখের ভাষা বাংলাকে উপেক্ষা করে ৩.২৭ শতাংশ মানুষের মুখের ভাষা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তাছাড়া এমন উদ্দেশ্য সাধনে তারা পূর্ব বাংলার জনগণের ওপর ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালায়। তারা পূর্ব বাংলাকে বন্দি শিবিরে পরিণত করেছিল। তবে তাদের এ সকল নির্যাতন ও প্রহসনের দাঁতভাঙা জবাব দিয়েছে পূর্ব বাংলার মানুষ। এ ঘটনা উদ্দীপকে উল্লিখিত কুতুবখালীর পূর্বাঞ্চলের জনগণ কর্তৃক ঐক্যবন্ধ হয়ে ক্ষমতাসীন দলকে পরাজিত করার ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

পরিশেষে বলা যায়, অগণতান্ত্রিক মনোভাব প্রদর্শন ও পেশি শক্তির বলে নির্বাচনে জয়ী হওয়া যায় না— ইতিহাস থেকে এটি প্রমাণিত।

প্রশ্ন ২৩ অভি বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্র। সে একদিন টিভিতে একটি অনুষ্ঠান দেখছিল অনুষ্ঠানের উপস্থাপক ইংরেজি বাংলা ও হিন্দি মিশিয়ে অনুষ্ঠানটি উপস্থাপন করেছিলেন। এই বিষয় অভিকে ব্যথিত করে। অভির মনে প্রশ্ন জাগে এই জন্যই কি আমাদের পূর্ব পুরুষেরা তাদের বুকের তাজা রক্ত ঢেলে রাজপথ রঞ্জিত করেছিল?

(বেগম জা পারলিক স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম)

- ক. মুসলিম লীগ কতো সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? ১
- খ. অপারেশন সার্চলাইট কী? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. অভির মনোকষ্টে কোন আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. অভির মতো সাধারণ মানুষের চেতনাই বাঙালি জাতিকে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সহায়তা করে উক্তিটির তাৎপর্য তুলে ধর। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুসলিম লীগ ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ সৃজনশীল ৫ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ অভির মনোকষ্টে এদেশের ইতিহাসের ভাষা আন্দোলনের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন একটি অনন্য ঐতিহাসিক ঘটনা। পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পর কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতি ধ্বংস করার লক্ষ্যে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা প্রদান করলে বাঙালি জাতি ঐক্যবন্ধ আন্দোলন গড়ে তোলে এবং তাদের ভাষার দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করে।

অভি বাংলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। যে এ ভাষার প্রতি অপ্রীতিকর কোনো ধরনের আচরণ সহ্য করতে পারে না। কারণ ১৯৫২ সালে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি বাংলা ভাষায় কথা বলার স্বাধীনতা লাভ করে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরপরই এর রাষ্ট্রভাষা কী হবে এ নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। তখন পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬.৪০ ভাগের মাতৃভাষা ছিল উর্দু। কিন্তু পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং উর্দু ভাষাভাষী বুদ্ধিজীবীগণ উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। বাঙালি জাতিকে অবদমিত করে রাখতে এবং বাঙালি সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়— যার ধারাবাহিকতায় ভাষা

আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বাংলার সংগ্রামী জনগণ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করে। এ মিছিলে পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে রফিকউদ্দিন, আবুল বরকত ও আব্দুল জব্বার ঘটনাস্থলে শহিদ হন। তাদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয় বাঙালির ভাষার দাবি। ভাষা শহিদদের এ অপরিসীম আত্মত্যাগই অভির মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি করেছে।

ঘ উদ্দীপক দ্বারা নির্দেশকৃত নিজস্ব ভাষার প্রতি মমত্ববোধের চেতনাই বাঙালিকে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রেরণা জুগিয়েছে— মন্তব্যটি যৌক্তিক। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন একটি অনন্য ঐতিহাসিক ঘটনা। বস্তুত পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পর তৎকালীন পূর্ব বাংলায় যেসব রাজনৈতিক আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল তন্মধ্যে ভাষা আন্দোলন ছিল সবচেয়ে ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এটি সংঘটিত হয়েছিল বাঙালির বাংলা ভাষার প্রতি মমত্ববোধের কারণে। এ আন্দোলন বাংলার গণমানুষকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা ও স্বাধিকার আন্দোলনের অগ্নিমুখে উজ্জীবিত করে। এ চেতনাই কালক্রমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সশস্ত্র সংগ্রামের প্রেরণা যোগায়।

উদ্দীপকে বাংলা ভাষা ও হিন্দি মিশিয়ে উপস্থাপনার উল্লেখ করা হয়েছে। যেটি অভিকে ব্যথিত করে। কারণ বাংলা ভাষার মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে এই সংস্কৃতি ভাষা শহিদদের অসম্মানিত করেছে। কিন্তু অভির মতো ভাষা সচেতন মানুষের চেতনায় আমাদেরকে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সহায়তা করে। অনুরূপভাবে বাঙালি জাতি বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ এবং পাকিস্তান সরকার বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার যে চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিল সেটিকে নস্যাৎ করার জন্য ভাষা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে। এভাবে বাঙালিরা সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে তাদের ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এ আন্দোলন বাঙালির মাঝে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটায়। বাঙালিরা এটিও বুঝতে পারে যে, আন্দোলন-সংগ্রাম ছাড়া তাদের অধিকার আদায় করা সম্ভব নয়। ফলে তারা ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতার সূর্যকে ছিনিয়ে আনে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হয়, বাংলা ভাষার প্রতি মমত্ববোধের চেতনাই বাঙালিকে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রেরণা যুগিয়েছিল।

প্রশ্ন ২৪ ভারতের আসাম প্রাদেশিক সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাংলাকে বাদ দিয়ে অসমিয়া ভাষাকে একমাত্র দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ঘোষণা দেয়। এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বাঙালিরা আন্দোলন গড়ে তোলে। এর বিরুদ্ধে আসামি পুলিশ আন্দোলনকারীদের উপর গুলি চালায়। এর ফলে অনেক ভাষাসৈনিক নিহত ও আহত হন। (রাজশাহী সরকারী মহিলা কলেজ)

- ক. 'তমদুন মজলিশ' কত সালে গঠিত হয়েছিল? ১
- খ. পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে কেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিল? ২
- গ. উদ্দীপকের আন্দোলনটি আমাদেরকে বাংলাদেশের কোন আন্দোলনের কথা মনে করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. 'উদ্দীপকে উল্লিখিত আন্দোলনের চেয়ে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন অধিক তাৎপর্য বহন করে।' বিশ্লেষণ কর। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৪৭ সালে তমদুন মজলিশ গঠিত হয়েছিল।

খ রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক দূরভিসন্ধি থেকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিল।

পাকিস্তানের শাসনভার যেসব রাজনীতিবিদ ও আমলাদের হাতে ছিল তাদের অধিকাংশই ছিলেন উর্দুভাষী। নতুন রাষ্ট্রের প্রধান বণিক-ব্যবসায়ীরাও ছিলেন উর্দুভাষী। তাছাড়া পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর মতে, বাংলা হিন্দুদের ভাষা। তারা মনে করতেন, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করলে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা ঐক্যবন্ধ হয়ে যাবে। তারা আশঙ্কা করেছিল যে, এতে তাদের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। এসব কারণে তারা উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার অপচেষ্টা চালিয়েছিল।

গ সৃজনশীল ১০ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১০ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন-২৫ দক্ষিণ সুদানের তেল, গ্যাস ও কয়লা ইত্যাদি সম্পদ থেকে প্রাপ্ত আয়ের একটি বৃহৎ অংশ উত্তর সুদানে ব্যয় হতো। রাষ্ট্রীয় সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও দক্ষিণ সুদানের লোকজন নানা হয়রানির শিকার হতো। এরূপ বৈষম্য আর বঞ্চিত তৎকালীন সুদানের জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস সৃষ্টি করে। এরই ধারাবাহিকতায় সংঘাত সৃষ্টি হয়। দু'দশকের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয় এর ভিত্তিতে ২০১১ সালে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। উভয় পক্ষ গণভোট মেনে নেয় এবং জাতিসংঘের সহায়তায় দক্ষিণ সুদান স্বাধীনতা লাভ করে।

(দিনাজপুর সরকারী কলেজ, দিনাজপুর)

- ক. মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? ১
- খ. ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনা কর। ২
- গ. স্বাধীনতার পূর্বে দক্ষিণ সুদানের অর্থনৈতিক বৈষম্য ও বঞ্চিততার সাথে পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) কী সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও দক্ষিণ সুদানের স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে প্রক্রিয়াগত ভিন্নতা রয়েছে— উহা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের আলোকে আলোচনা কর। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন নবাব আব্দুল লতিফ।

খ. ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি মাইলফলক।

এ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট একচেটিয়া ভোট পেয়ে বিশাল জয় লাভ করে ফলে একে 'ব্যালটবিপ্লব' বলা হয়। প্রাদেশিক আইনসভা নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ৩০৯টি আসনের ২৩৬টি আসনে জয় লাভ করে। আর ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ মাত্র ৯টি আসন লাভ করে। মুসলিম লীগের কুশাসন ও শোষণে জর্জরিত পূর্ব বাংলার জনগণের পুঞ্জীভূত বেদনা ও আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ ছিল ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন।

গ. স্বাধীনতার পূর্বে দক্ষিণ সুদানের অর্থনৈতিক বৈষম্য ও বঞ্চিততার সাথে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বঞ্চিততার সাদৃশ্য রয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, পূর্ব পাকিস্তান ছিল প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিপুল সম্ভাবনাময় হলেও পূর্ব বাংলার জনগণ এ অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। উদ্দীপকে দক্ষিণ সুদানের ক্ষেত্রেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়। উদ্দীপকে লক্ষণীয় যে, দক্ষিণ সুদানের তেল, গ্যাস, কয়লা ইত্যাদি সম্পদ থেকে প্রাপ্ত অর্থ উত্তর সুদানে ব্যয় করা হতো, এসব বৈষম্য ও বঞ্চিত তৎকালীন সুদানের জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস সৃষ্টি করে। যার ধারাবাহিকতায় সংঘাত সৃষ্টি হয়। উদ্দীপকের দক্ষিণ সুদানের এ বঞ্চিততার ন্যায় পূর্ব পাকিস্তানও পশ্চিম পাকিস্তান দ্বারা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বঞ্চিততার শিকার হয়। লক্ষণীয় যে প্রাদেশিক সরকারের হাতে মুদ্রাব্যবস্থা ও অর্থনীতির কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। পাকিস্তানে যে তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হয় তার প্রথমটি পর্যালোচনা করলেই এ বৈষম্য স্পষ্ট হয়। যেমন: এতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের পণ্য বরাদ্দকৃত ব্যয় ছিল যথাক্রমে ১১৩ কোটি ও ৫০০ কোটি রুপি কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ সকল ব্যাংক, বিমা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তর ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। এ সকল অর্থনৈতিক বৈষম্যই পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে সংগ্রামী চেতনায় অনুপ্রাণিত করে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, দক্ষিণ সুদানের অর্থনৈতিক বঞ্চিততার সাথে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বঞ্চিততার সাদৃশ্য বিদ্যমান।

ঘ. বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও দক্ষিণ সুদানের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রক্রিয়াগত ভিন্নতা রয়েছে যা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, চরম বৈষম্যের জের ধরে উত্তর ও দক্ষিণ সুদানের জাতিগুলোর মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধ বন্ধ করতে শান্তি চুক্তির মাধ্যমে গণভোট অনুষ্ঠিত হয় এবং এ গণভোটের রায় মেনে সাবেক সুদান রাষ্ট্র ভেঙে দক্ষিণ সুদান নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম

হয়। অন্যদিকে, পাকিস্তান শাসনামলে কেন্দ্রীয় সরকারের চরম বৈষম্য, অত্যাচার ও নির্যাতনের ফলে পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ৩০ লক্ষ শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয় বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে মূলত তিনটি পন্থাতি অবলম্বন করে মোকাবিলা করে। ইয়াহিয়ার বর্বর হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের দখলকৃত অঞ্চলসমূহে নির্বিচারে গণহত্যা, নারী ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ প্রভৃতি জঘন্যতম অপরাধে লিপ্ত হয়। বাঙালি যুবক সম্প্রদায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গ্রামগঞ্জে-শহরে গোপনে সংগঠিত হয়ে গেরিলা পন্থাতিতে পাকবাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে থাকে। পাক বর্বর বাহিনীর জঘন্যতম অত্যাচারে হাজার হাজার যুবক ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে অস্ত্রধারণ করে। বাংলাদেশের সেনাবাহিনী, মুক্তিবাহিনী ও ভারতের সেনাবাহিনীর সমন্বয়ে একটি যৌথ কমান্ড গঠিত হয় এবং তাদের আক্রমণে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাক হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করে। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করার ক্ষেত্রেই সুদানের তুলনায় বাংলাদেশের জনগণের বিশেষত্বের প্রমাণ রেখেছে।

প্রশ্ন-২৬ দক্ষিণ সুদানের তেল, গ্যাস, কয়লা ইত্যাদি সম্পদ থেকে প্রাপ্ত আয়ের বৃহৎ অংশ উত্তর সুদানে ব্যয় হতো। রাষ্ট্রীয় সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও দক্ষিণ সুদানের লোকজন নানা হয়রানির শিকার হতো। এরূপ বৈষম্য আর বঞ্চিত তৎকালীন সুদানের জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস সৃষ্টি করে। এরই ধারাবাহিকতায় সংঘাত সৃষ্টি হয়। দু'দশকের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে শান্তিচুক্তি এবং এর ভিত্তিতে ২০১১ সালে গণভোট অনুষ্ঠিত হয় উভয় পক্ষ গণভোট মেনে নেয় এবং জাতিসংঘের সহায়তায় দক্ষিণ সুদান স্বাধীনতা লাভ করে।

(নিউ গভঃ জিগ্রী কলেজ, রাজশাহী)

- ক. যুক্তফ্রন্ট কতটি দল নিয়ে গঠিত হয়। ১
- খ. আগরতলা মামলা কী? ২
- গ. স্বাধীনতার পূর্বে দক্ষিণ সুদানের অর্থনৈতিক বৈষম্য ও বঞ্চিততার সাথে পূর্ব পাকিস্তানের কী সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও দক্ষিণ সুদানের স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে প্রক্রিয়াগত ভিন্নতা রয়েছে— বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের আলোকে মতামত দাও। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. যুক্তফ্রন্ট চারটি বিরোধী রাজনৈতিক দল নিয়ে গঠিত হয়।

খ. ১৯৬৮ সালে বঙ্গবন্ধুসহ ৩৫ জনকে অভিযুক্ত করে স্বৈরাচারী আইয়ুব খান যে মামলা দায়ের করে, তাই আগরতলা মামলা নামে পরিচিত। আগরতলা মামলাটি দায়ের করা হয় ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের অভিযোগ ছিল— ১৯৬৩ সালে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলাতে ভারতীয় সরকারি কর্মকর্তাদের গোপন বৈঠক হয়। সেখানে ভারতের সহায়তায় সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা করা হয়। এ জন্য মামলাটির নাম দেওয়া হয় আগরতলা মামলা।

গ. স্বাধীনতার পূর্বে দক্ষিণ সুদানের অর্থনৈতিক বৈষম্য ও বঞ্চিততার সাথে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বঞ্চিততার সাদৃশ্য রয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, পূর্ব পাকিস্তান ছিল প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিপুল সম্ভাবনাময় হলেও পূর্ব বাংলার জনগণ এ অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। উদ্দীপকে দক্ষিণ সুদানের ক্ষেত্রেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়। উদ্দীপকে লক্ষণীয় দক্ষিণ যে, সুদানের তেল, গ্যাস, কয়লা ইত্যাদি সম্পদ থেকে প্রাপ্ত অর্থ উত্তর সুদানে ব্যয় করা হতো, এসব বৈষম্য ও বঞ্চিত তৎকালীন সুদানের জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস সৃষ্টি

করে। যার ধারাবাহিকতায় সংঘাত সৃষ্টি হয়। উদ্দীপকের দক্ষিণ সুদানের এ বঙ্কনার ন্যায় পূর্ব পাকিস্তানও পশ্চিম পাকিস্তান দ্বারা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বঙ্কনার শিকার হয়, লক্ষণীয় যে প্রাদেশিক সরকারের হাতে মুদ্রাব্যবস্থা ও অর্থনীতির কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। পাকিস্তানে যে তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হয় তার প্রথমটি পর্যালোচনা করলেই এ বৈষম্য স্পষ্ট হয়। যেমন: এতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের পণ্য বরাদ্দকৃত ব্যয় ছিল যথাক্রমে ১১৩ কোটি ও ৫০০ কোটি রুপি কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ সকল ব্যাংক, বিমা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তর ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। এ সকল অর্থনৈতিক বৈষম্যই পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয়, দক্ষিণ সুদানের অর্থনৈতিক বঙ্কনার সাথে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বঙ্কনার সাদৃশ্য বিদ্যমান।

৫। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও দক্ষিণ সুদানের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রক্রিয়াগত ভিন্নতা রয়েছে যা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, চরম বৈষম্যের জের ধরে উত্তর ও দক্ষিণ সুদানের জাতিগুলোর মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধ বন্ধ করতে শান্তি চুক্তির মাধ্যমে গণভোট অনুষ্ঠিত হয় এবং এ গণভোটের রায় মেনে সাবেক সুদান রাষ্ট্র ভেঙে দক্ষিণ সুদান নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। অন্যদিকে, পাকিস্তান শাসনামলে কেন্দ্রীয় সরকারের চরম বৈষম্য, অত্যাচার ও নির্যাতনের ফলে পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয় বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে মূলত তিনটি পন্থাতি অবলম্বন করে মোকাবিলা করে। ইয়াহিয়ার বর্বর হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের দখলকৃত অঞ্চলসমূহে নির্বিচারে গণহত্যা, নারী ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ প্রভৃতি জঘন্যতম অপরাধে লিপ্ত হয়। বাঙালি যুবক সম্প্রদায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গ্রামগঞ্জে-শহরে গোপনে সংগঠিত হয়ে গেরিলা পন্থাতিতে পাকবাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে থাকে। পাক বর্বর বাহিনীর জঘন্যতম অত্যাচারে হাজার হাজার যুবক ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে অস্ত্রধারণ করে। বাংলাদেশের সেনাবাহিনী, মুক্তিবাহিনী ও ভারতের সেনাবাহিনীর সমন্বয়ে একটি যৌথ কমান্ড গঠিত হয় এবং তাদের আক্রমণে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাক হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করে। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করার ক্ষেত্রেই সুদানের তুলনায় বাংলাদেশের জনগণের বিশেষত্বের প্রমাণ রেখেছে।

প্রশ্ন ২৭ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং উত্তর দাও:



[জাউনমেট কলেজ, যশোর]

- ক. ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানের বর্তমান নাম কী? ১
- খ. ঐতিহাসিক ছয়দফা বাঙালি জাতীয়তাবোধের বিকাশ ঘটায়? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে চিত্রটি পাঠ্যবইয়ের কোন আন্দোলনের ইজিত বহন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. “উক্ত আন্দোলনের চেতনার মাঝে বাংলার স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল।” উক্তিটি সম্পর্কে তোমার মতামত প্রদান কর। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানের বর্তমান নাম সোহরাওয়ার্দী উদ্যান।
- খ. অধিকার সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে ছয় দফা আন্দোলন বাঙালি জাতীয়তাবোধের বিকাশ ঘটায়।
- পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকলেই ছয় দফাকে মুক্তির সনদ হিসেবে গ্রহণ করে। কেননা সকল শোষিত, বঞ্চিত, ও নিপীড়িত শ্রেণি ছয়দফার মধ্যে নিজেদের অধিকার রক্ষার প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়। তারা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ছয় দফার ভিত্তিতে ঐক্যবন্ধ হতে থাকে। এ কারণে পূর্ব পাকিস্তানে আলাদাভাবে বাঙালি জাতীয়তাবোধের বিকাশ ঘটে থাকে।

গ. সৃজনশীল ১ এর ‘গ’ নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ. সৃজনশীল ১ এর ‘ঘ’ নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ২৮ দক্ষিণ আফ্রিকার অবিসংবাদিত নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা একজন বিশ্ব নন্দিত ব্যক্তিত্ব। একসময় তার দেশ ছিল ইংরেজদের অধীনে। ইংরেজরা তখন আফ্রিকানদের বিভিন্নভাবে নির্যাতন করত। পরবর্তীকালে ইংরেজ শাসনের অবসান হলেও শ্বেতাজ্ঞারাই ছিল রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ। তারা স্থানীয় কৃষাজ্ঞাদের অধিকার বঞ্চিত করত। নেলসন ম্যান্ডেলা তাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রাম চালিয়ে তাদের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও অর্থনৈতিক মুক্তির দাবি সম্বলিত কর্মসূচি ঘোষণা করেন। যা তাদের মুক্তির সনদ বলে বিবেচিত হয়।

[জাউনমেট কলেজ, যশোর]

- ক. মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় কত তারিখে? ১
- খ. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কেন জয় লাভ করে? ২
- গ. উদ্দীপকে কর্মসূচীর সাথে তোমার পঠিত কোন কর্মসূচির মিল আছে? বুঝিয়ে লিখ। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের ইজিতকৃত কর্মসূচিকে ‘বাংলার মুক্তির সনদ’ বলা হয়’ মতামত দাও। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল।
- খ. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়ের প্রধান কারণ ছিল পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক পূর্ব বাংলার মানুষের ওপর জুলুম, নির্যাতন ও বৈষম্য, বঙ্কনার জবাব দেওয়া।
- ১৯৭০ সালের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। এই নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ আওয়ামী লীগকে সমর্থন প্রদান করে। এই নির্বাচনে হেরে যাওয়ার মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকেরা পূর্ব পাকিস্তান শাসনের বৈধতা হারায়।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত নেতার দাবিনামায় বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচির প্রতিফলন ঘটেছে।

উদ্দীপকে আফ্রিকা অঞ্চলের নেতা ঐ অঞ্চলের জনসাধারণকে সরকারের বঙ্কনা ও শোষণের হাত থেকে রক্ষার জন্য সরকারের নিকট দাবি তুলে ধরে। ঠিক একইভাবে বঙ্গবন্ধুও বাংলার জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও মুক্তির লক্ষ্যে ছয় দফা দাবি পেশ করেছিলেন। এটি ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামোর ভেতর সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব বাংলার মানুষের মুক্তির সনদ বা ম্যাগনাকার্টা। এই ছয় দফা দাবিতে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলা হয়। বলা হয় প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয় থাকবে কেন্দ্রের হাতে, বাকি সব ক্ষমতা থাকবে প্রদেশের হাতে। দুই প্রদেশে দুটি রিজার্ভ ব্যাংকসহ একই ধরনের মুদ্রা চালু করার দাবি করা হয়। এছাড়া রাজস্ব ও শুল্ক এবং বৈদেশিক বিষয় প্রদেশের হাতে দেওয়ার কথা বলা হয়। এ ছয় দফা দাবিতে আরো বলা হয় নিজস্ব নিরাপত্তার জন্য অজগরাজ্যগুলো আঞ্চলিক সেনাবাহিনী তথা মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করতে পারবে। ২১ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের ব্যানারে এবং শেখ মুজিবুর রহমানের নামে ‘আমাদের বাঁচার দাবি ৬ দফা কর্মসূচি’ নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। অবশেষে ১৯ মার্চ আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে ‘ছয় দফা’ কর্মসূচি অনুমোদন করা হয়। উদ্দীপকের নেতার দাবিনামায় এ ছয় দফা দাবির প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত কর্মসূচীর সাথে বাংলার মুক্তির সনদ হয় দফা দাবিকে বলা হয়— উক্তিটি যথার্থ।

পূর্ব পাকিস্তানের শোষিত, নির্যাতিত জনগণ হয় দফাকে মুক্তির সনদ রূপে আখ্যায়িত করে। বঙ্গবন্ধু হয় দফাকে আমাদের বাচার দাবি বলে মন্তব্য করেন। শোষকের হাত থেকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের হাতিয়ার হচ্ছে হয় দফা। বাংলার স্বাধিকার ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে হয় দফার গুরুত্ব অপরিসীম।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে হয় দফা ছিল নির্বাচনের মূল ইশতেহার। এ নির্বাচনে হয় দফার পক্ষে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জিত হয়। বাঙালির স্বাধীনতার ভিত্তি হয় দফা হওয়ায় এটিকে বাঙালি জাতির ম্যাগনাকার্টা বলা হয়। আবার স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত রূপ হলো ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ যার মাধ্যমে বাঙালি জাতি শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা লাভ করে, অভ্যুদয় হয় স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের। আর এর মূলে ছিল হয় দফা কর্মসূচির অবদান। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, হয় দফা কর্মসূচি ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ।

পরিশেষে বলা যায়, ব্রিটিশ গণতন্ত্রের ইতিহাসে 'ম্যাগনাকার্টা' ফরাসি বিপ্লবে 'অধিকার বিল' এবং আমেরিকার স্বাধীনতার ক্ষেত্রে 'ব্যক্তিগত স্বাধীনতা'-এর যে অবদান, তেমনি বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রস্তুতও হয় দফার ভূমিকা সীমাহীন।

প্রশ্ন ২৯ হোসনি মোবারক মিসরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই সামরিক বাহিনীর সহায়তা নিয়ে স্বৈরাচারী নীতিতে রাষ্ট্র পরিচালনা শুরু করেন। তিনি কখনও বিরোধী দলের কোন মতামতকে গ্রাহ্য করেন নি। একসময় দেশের আপামর জনসাধারণ তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ঐক্যবন্ধ হয় এবং সরকার পতনের আন্দোলন শুরু করে। জনগণের প্রবল আন্দোলনের মুখে স্বৈরাচারী প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

[মদনমোহন কলঙ্গ, সিলেট]

- ক. ঐতিহাসিক আগরতলা মামলায় বঙ্গবন্ধুর পক্ষের আইনজীবীর নাম কী ছিল? ১
- খ. একুশে ফেব্রুয়ারি স্মরণীয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. মিসরের উক্ত আন্দোলনের সাথে পঠিত পূর্ব পাকিস্তানের কোন আন্দোলন সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের আন্দোলনের মতই উক্ত আন্দোলন ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরবর্তীকালের সবচেয়ে বড় আন্দোলন— বিশ্লেষণ কর। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঐতিহাসিক আগরতলা মামলায় বঙ্গবন্ধু পক্ষের আইনজীবীর নাম ছিল স্যার টমাস উইলিয়াম।

খ ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার জন্য বাঙালিকে রক্ত দিতে হয়েছিল। এ কারণেই একুশে ফেব্রুয়ারি স্মরণীয়। পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানের ৫৬.৪০ ভাগ মানুষের ভাষা বাংলাকে বাদ দিয়ে মাত্র ৩.২৭ ভাগ মানুষের ভাষা উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করার ঘৃণ্য চক্রান্তে লিপ্ত হয়। বাঙালি জাতি এ চক্রান্তের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে আন্দোলনরত অবস্থায় সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউরসহ নাম না জানা অনেকে শহিদ হন। আর শহিদদের এ আত্মত্যাগের বিনিময়েই বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাই এ দিনটি স্মরণীয়।

গ সৃজনশীল ৫ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উক্ত আন্দোলন অর্থাৎ ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরবর্তীকালে সবচেয়ে বড় আন্দোলন।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব বাংলার ওপর নানা ধরনের নির্যাতন, শোষণ ও অত্যাচার করতে থাকে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, ১৯৬২-র শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬-র হয় দফা এবং পরবর্তীকালে ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। আর ১৯৬৯ সালের আন্দোলন ছিল এগুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, হোসনি মোবারকের স্বৈরাচারী শাসন আর অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে দেশের আপামর জনগণ ঐক্যবন্ধ হয়ে সরকার পতনের আন্দোলন শুরু করে। জনগণের প্রবল আন্দোলনের মুখে স্বৈরাচারী প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ঠিক একইভাবে ১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানের নির্যাতিত জনগণ স্বৈরাচারী শাসক আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু করে। ফলশ্রুতিতে আইয়ুব খান ক্ষমতা থেকে সরে যেতে বাধ্য হন। এই আন্দোলন ইতিহাসে ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান হিসেবে পরিচিত, যা ছিল পূর্ব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সবচেয়ে বড় ও সংগঠিত আন্দোলন। এ আন্দোলন ১৯৬৮ সালের ছাত্র অসন্তোষের মাধ্যমে শুরু হলেও তা ছড়িয়ে পড়ে সারা বাংলায়। বাংলার শহর ও গ্রামের শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে এ আন্দোলন যেন গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। ক্ষিপ্ত জনতা সরকারি পত্রিকা দৈনিক পাকিস্তান ও আগরতলা মামলার প্রধান বিচারপতির বাসভবন আগুনে পুড়িয়ে দেয়। এ আন্দোলনের ফলেই আইয়ুব খান ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। আর এ আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদ পরিপূর্ণতা লাভ করে, যা পরবর্তীকালে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপলাভ করে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সর্ববৃহৎ আন্দোলন।

প্রশ্ন ৩০ ১৯৬০ সালে ভারতের আসাম প্রাদেশিক সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাংলাকে বাদ দিয়ে অসমিয়া ভাষাকে একমাত্র দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ঘোষণা দেয়। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বাঙালি আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৬১ সালের ১৯ মে ধর্মঘটে আসাম রাইফেলসের একটি ব্যাটালিয়ন আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি চালায়। এর ফলে ১১ জন ভাষা সৈনিক ঘটনাস্থলে শহিদ হন। পরবর্তীতে আন্দোলন আরও জোরদার হলে চাপের মুখে আসাম সরকার বাংলা ভাষাকে দাপ্তরিক ভাষার মর্যাদা দিতে বাধ্য হয়।

[দেবিয়ার সূজাত আলী সরকারি কলেজ, কুমিল্লা]

- ক. তমদ্দুন মজলিশ গঠিত হয়েছিল কত সালে? ১
- খ. পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিল কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের আন্দোলনটি আমাদেরকে বাঙালির কোন আন্দোলনের কথা মনে করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. বাঙালির উক্ত আন্দোলনটি উদ্দীপকের আন্দোলন অপেক্ষা অধিক তাৎপর্যপূর্ণ— মন্তব্যটির সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৪৭ সালে তমদ্দুন মজলিশ গঠিত হয়েছিল।

খ রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক দুর্ভিত্তিস্থিতি থেকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিল।

পাকিস্তানের শাসনভার যেসব রাজনীতিবিদ ও আমলাদের হাতে ছিল তাদের অধিকাংশই ছিলেন উর্দুভাষী। নতুন রাষ্ট্রের প্রধান বণিক-ব্যবসায়ীরাও ছিলেন উর্দুভাষী। তাছাড়া পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর মতে, বাংলা হিন্দুদের ভাষা। তারা মনে করতেন, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করলে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা ঐক্যবন্ধ হয়ে যাবে। তারা আশঙ্কা করেছিল যে, এতে তাদের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। এসব কারণে তারা উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার অপচেষ্টা চালিয়েছিল।

গ উদ্দীপকের আন্দোলনটি বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের কথা মনে করিয়ে দেয়।

মায়ের ভাষা প্রত্যেক মানুষেরই প্রাপের ভাষা। তাই মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার। এই অধিকার থেকে যদি কাউকে বঞ্চিত করা হয় তবে তার মধ্যে প্রতিবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে। উদ্দীপকে উল্লিখিত আসামের ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৫২ সালের বাঙালির ভাষা আন্দোলন মাতৃভাষার দাবিতে প্রতিবাদী চেতনা জাগরণেরই সাক্ষ্য বহন করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ভারতের আসাম প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা বাংলা হলেও প্রাদেশিক সরকার অসমিয়া ভাষাকে একমাত্র দাপ্তরিক ভাষা

হিসেবে ঘোষণা দেয়। বাংলাভাষী জনগণ এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৬১ সালের ১৯ মে ভাষার দাবিতে চলমান ধর্মঘটে আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি চালায় সরকার। ঘটনাস্থলেই ১১ জন ভাষা সৈনিক শহিদ হন। ১৯৫২ সালে সংঘটিত বাঙালির ভাষা আন্দোলনের চিত্রও অনেকটা এ রকম। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাংলাকে বাদ দিয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। প্রথম থেকেই বাঙালিরা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৪৭ সাল থেকে চলমান এই আন্দোলন ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। এদিন পুলিশের গুলিতে শহিদ হন রফিক, বরকত, সালাম, জব্বারসহ আরও অনেকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ভাষার দাবিতে প্রাণদান করার দিক থেকে আলোচ্য আন্দোলন দুটি একই সূত্রে গাঁথা।

ঘ বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল বলে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন উদ্ভিগত আন্দোলন অপেক্ষা অধিক তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি রাজনৈতিক ঘটনা। এই আন্দোলন শোষিত বাঙালির প্রতিবাদী চেতনাকে উদ্ভীপ্ত করেছিল। ফলে বাঙালি অনুধাবন করতে পেরেছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সাথে জড়িত স্বাধীনতার চেতনার এ দিকটি উদ্ভীপকে অনুপস্থিত।

আসামের বাঙালিরা আমাদের মতোই বাংলা ভাষার দাবিতে প্রাণ দিয়েছে। আন্দোলনের মাধ্যমে তারাও তাদের দাবি আদায়ে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এই আন্দোলন তাদের মধ্যে কোনো স্বাধিকারের চেতনা জাগ্রত করতে পারেনি। এ কারণেই তারা ভারতের প্রাদেশিক শাসনের গন্ডিতেই আবদ্ধ রয়েছে। পঞ্চাশেরে, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতিকে একটি পৃথক জাতিসত্তা হিসেবে আবির্ভূত হতে ভূমিকা রেখেছে। বাঙালি জাতির জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে এই আন্দোলন পরবর্তী সকল আন্দোলনে প্রভাবকের কাজ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ভূখণ্ড হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে জায়গা করে নিয়েছে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আলোচ্য দুই ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্যগত পার্থক্য সুস্পষ্ট। তাই বলা যায়, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাঙালির স্বাধীন সত্তার জাগরণের মধ্য দিয়ে উদ্ভীপকের ভাষা আন্দোলন অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

প্রশ্ন ৩১ সুমনা চৌধুরী কিছুদিন আগে 'ক' রাষ্ট্রের ইতিহাস পড়েন। তিনি রাষ্ট্রটির একটি অংশের দীর্ঘ বঙ্কনার ইতিহাস বিশেষত সর্বশেষ শাসনকারী কর্তৃত্বের শোষণ সম্পর্কে অবগত হন। তিনি জানতে পারেন, সর্বশেষ কর্তৃত্বকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উক্ত অংশের জনগণ প্রথম থেকেই ঐক্যবদ্ধ ছিল এবং এক পর্যায়ে তাদের নেতা শাসকদের নিকট দায়িত্বশীল সরকারব্যবস্থা ও পৃথক মুদ্রার জন্য সুপারিশ পেশ করেন।

(বিএএফ শাখীন কলেজ, ঢাকা)

- ক. কত সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়? ১
- খ. লাহোর প্রস্তাবে পাকিস্তান প্রস্তাব বলা হয় কেন? ২
- গ. উদ্ভীপকে বর্ণিত সুপারিশগুলোতে ছয়দফার যে দাবি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্ভীপকে 'ক' রাষ্ট্রের নেতার সুপারিশগুলোর মতো ছয় দফা দাবিগুলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল—মূল্যায়ন কর। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

খ লাহোর প্রস্তাবে 'পাকিস্তান' শব্দটির কোনো উল্লেখ ছিল না। কিন্তু প্রচার মাধ্যমগুলোর অপপ্রচারে এটি দ্রুত পাকিস্তান প্রস্তাব নামে পরিচিতি লাভ করে। লাহোর প্রস্তাবের অনেক আগেই পাকিস্তান শব্দটির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। লাহোর প্রস্তাবে আঞ্চলিক স্বাধিকার, আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার ও সার্বভৌমত্ব অর্জনের কথা বলা হয়েছে। এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অঞ্চলসমূহ নিয়ে একাধিক রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হলেও ১৯৪৬

সালের এপ্রিল মাসে একে সংশোধন করে মুসলিম লীগের প্রতিনিধিরা পাকিস্তান নামের একটি রাষ্ট্র গঠনের কথা উল্লেখ করে। ফলে এ প্রস্তাব পাকিস্তান প্রস্তাব হিসেবে আখ্যা পায়।

গ উদ্ভীপকে বর্ণিত সুপারিশগুলোতে বঙ্গবন্ধুর ঘোষিত ছয় দফা কর্মসূচির প্রতিফলন ঘটেছে। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনামলে বাঙালি নানা ধরনের বৈষম্যের শিকার হয়। মূলত ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ অবসানের পর পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তান সরকারে চরম অবহেলা, পাশাপাশি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি সীমাহীন বৈষম্যের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু সোচ্চার হন এবং সরকারের নিকট কতগুলো দাবি পেশ করেন। উদ্ভীপকেও এর প্রতিফলন ঘটেছে।

উদ্ভীপকে দেখা যায়, সুমনা 'ক' রাষ্ট্রটির একটি অংশের দীর্ঘ বঙ্কনার ইতিহাস বিশেষত সর্বশেষ শাসনকারী কর্তৃত্বের শোষণ সম্পর্কে অবগত হন। তিনি জানতে পারেন, সর্বশেষ কর্তৃত্বকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উক্ত অংশের জনগণ প্রথম থেকেই ঐক্যবদ্ধ ছিল এবং এক পর্যায়ে তাদের নেতা শাসকদের নিকট দায়িত্বশীল সরকারব্যবস্থা ও পৃথক মুদ্রার সুপারিশ করে। এ দাবি দুটির সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ঘোষিত ছয় দফার কেন্দ্রীয় সরকারে ক্ষমতা এবং মুদ্রা ও অর্থ বিষয়ক দাবি দুটি সাদৃশ্যপূর্ণ। ছয় দফার দাবির দ্বিতীয় দফায় বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীনে কেবল প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয় থাকবে। অবশিষ্ট ক্ষমতা থাকবে প্রদেশগুলোর হাতে। অর্থ ও মুদ্রা বিষয়ক প্রস্তাবটি ছয় দফা দাবির তয় দফার অন্তর্ভুক্ত। ছয় দফায় মুদ্রা ও অর্থ বিষয়ক দুটি বিকল্প প্রস্তাব করা হয়। প্রথমত, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি সহজ ও অবাধ বিনিময়যোগ্য পৃথক মুদ্রা থাকবে। এ ব্যবস্থায় দুই অঞ্চলে দুটি স্টেট ব্যাংক থাকবে এবং মুদ্রা ও ব্যাংক পরিচালনায় ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে। দ্বিতীয়ত, ফেডারেল ব্যাংকের অধীনে দুই প্রদেশে দুটি রিজার্ভ ব্যাংকসহ একই ধরনের মুদ্রা চালু থাকবে এক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রে এমন বিধান রাখতে হবে যাতে এক অঞ্চলের মুদ্রা অন্য অঞ্চলে পাচার না হতে পারে।

সুতরাং বলা যায়, ছয় দফা দাবির কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ও মুদ্রা বিষয়ক দাবি দুটি উদ্ভীপকের সুপারিশগুলোতে ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্ভীপকের সুমনা চৌধুরী দাবিনামা সম্পর্কে জানতে পারেন অর্থাৎ ছয় দফা দাবিনামা ঐ দেশের অর্থাৎ বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

১৯৬৬ সালের ছয়দফা দাবিসমূহ আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতে গৃহীত হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু ছয় দফার পক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন স্থানে বক্তব্য দেন। তিনি ছয় দফাকে 'আমাদের বাচার দাবি' আখ্যায়িত করেন। ফলে ছয় দফার পক্ষে দ্রুত ব্যাপক জনমত গড়ে ওঠে। এতে আইয়ুব খান সরকার আতঙ্কিত হয়ে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে। এর প্রতিবাদে ১৯৬৬ সালের ৭ জুন দেশব্যাপী হরতাল পালিত হয়। হরতালের সময় পুলিশের গুলিতে অনেক লোক প্রাণ হারালে ৮ জুন প্রতিবাদস্বরূপ প্রাদেশিক পরিষদের বিরোধী দল ওয়াকআউট করে।

উদ্ভীপকের সুমনা চৌধুরী একটি দেশের ইতিহাস পড়ে জানতে পারেন যে সে দেশের একজন মহান নেতার উত্থাপিত সুপারিশনামা ওই দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। ঠিক একইভাবে ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুর উত্থাপিত ছয় দফা দাবি, যা পরবর্তীতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করেছিল। এই ছয় দফা দাবির ভিত্তিতে সারাদেশে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে তা দমনের জন্য সরকার ১০ মে ৩৫০০ জন আওয়ামী লীগ নেতাকে গ্রেফতার করে। আর ১৯৬৮ সালে বঙ্গবন্ধুকে ঐতিহাসিক আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত করে ট্রাইব্যুনালে বিচার শুরু করে। এর প্রতিবাদে আন্দোলন শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করার পরও সরকার গঠন করতে না পারায় দেশব্যাপী ১৯৭১ সালে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। আর দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালি স্বাধীনতা লাভ করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা দাবিই পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনে রূপ নিয়েছিল।

প্রশ্ন ৩২ ফরাসিরা কানাডায় উপনিবেশ স্থাপন করে ফরাসি ভাষা তাদের উপর চাপিয়ে দেয়। কানাডার জনগণ এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এই আন্দোলন পরবর্তী স্বাধীনতা আন্দোলনে পরিণত হয় এবং কানাডা ফরাসিদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে?

[সরকারি আদেশক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর]

- ক. লাহোর প্রস্তাব কত সালে উত্থাপিত হয়? ১
খ. ভারত বিভক্তির মূল কারণ কী ছিল? বুলিয়ে লিখ। ২
গ. উদ্দীপকের সাথে কোন বিষয়ের সাদৃশ্য রয়েছে। ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত আন্দোলনের মধ্যেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ বপিত হয়েছিল। ব্যাখ্যা কর। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক লাহোর প্রস্তাব ১৯৪০ সালে উত্থাপিত হয়।

খ ভারত বিভক্তির মূল কারণ ছিল দ্বি-জাতিতত্ত্ব ও লাহোর প্রস্তাব। ১৯৪০ সালের ২২-২৩ মার্চ লাহোরে মুসলিম লীগের ২৭ তম অধিবেশনের প্রথম দিন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর বহুল আলোচিত দ্বি-জাতিতত্ত্ব (Two-Nations Theory) ঘোষণা করেন। অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন ২২ মার্চ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে ভারতবর্ষে একাধিক রাষ্ট্র গঠনের কথা বলেন। দ্বি-জাতি তত্ত্ব অনুযায়ী ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলিমের পৃথক আবাসভূমির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়। ফলে ভারত বিভক্তির পথ সুগম হয়।

গ উদ্দীপকের সাথে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মিল রয়েছে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হলে এর রাষ্ট্র ভাষা কী হবে তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। এসময় সংখ্যাগুরু মানুষের ভাষা বাংলা হলেও পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চায়। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৫২ সালে পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের ছাত্র-জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। শহিদ হন রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার প্রমুখ। এই আন্দোলন পরবর্তী স্বাধীনতা আন্দোলনে পরিণত হয় এবং বাংলাদেশ পাকিস্তানের নাগপাশ ছিন্ন করে স্বাধীনতা লাভ করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ফরাসিরা কানাডায় জোর করে তাদের ফরাসি ভাষা চাপিয়ে দেয়। পরবর্তীতে কানাডার জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং এই আন্দোলন তাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে পরিণত হয়। ফলে কানাডা ফরাসিদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকের ঘটনার সাথে বাংলাদেশের ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মিল রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয় অর্থাৎ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্যেই বাঙালির স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতিকে ঐক্যবন্ধ করেছিল। এ আন্দোলন বাঙালিদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি করে। এ আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ অধিকার সচেতন হয়ে ওঠে। ফলে বাঙালিরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে দাবি আদায়ে সচেতন হয়ে ওঠে। উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রের মধ্যদিয়ে এ ঘটনারই অবতারণা করা হয়েছে।

বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনার মাধ্যমে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বাঙালি জাতি যুক্তফ্রন্টের পক্ষে এক ব্যালটবিপ্লব ঘটায়। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। ১৯৬২ সালে আইয়ুব খান সরকারের প্রবর্তিত শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে বাংলার ছাত্রসমাজ এক আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৬৬ সালের ছয়দফা দাবির প্রেক্ষিতে আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে বীর বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর ১৯৬৯ সালে সংঘটিত হয় ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান, যা আইয়ুব খানের পতনকে ত্বরান্বিত করে। পরে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। কিন্তু তাদেরকে ক্ষমতায় যেতে দেয়া না হলে বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অবশেষে দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে বাঙালি অর্জন করে তাদের সেই কাক্ষিত স্বাধীনতা। আর পৃথিবীর মানচিত্রে উদ্ভব ঘটে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের। উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, ভাষা আন্দোলনই ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করেছিল।

প্রশ্ন ৩৩ কেনিয়া একটি অঞ্চলের সোহাইলি ভাষাভাষিরা পূর্বঘোষিত আন্দোলনের কর্মসূচি অনুযায়ী ধর্মঘট পালন করে। হাজার হাজার ছাত্র-যুবক-জনতা জমায়েত হলেন আন্দোলনে। একই প্রোগ্রাম সকলের মুখে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল, “মাতৃভাষা জিন্দাবাদ, সোহাইলি ভাষা জিন্দাবাদ।” সবাইকে অবাক করে নিরস্ত্র আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি বর্ষিত হয়। এতে বেশ কিছু হতাহতের ঘটনা ঘটে।

[বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা]

- ক. লাহোর প্রস্তাব কী? ১
খ. সিমলা ডেপুটেশন কী? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার সঙ্গে তোমার পাঠ্যবইয়ের যে ঘটনার মিল খুঁজে পাওয়া যায় তার প্রেক্ষাপট বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত জনগণের আত্মত্যাগের তাৎপর্য তোমার পাঠ্যবইয়ের ঘটনার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে শেরে বাংলা ফজলুল হক কর্তৃক উপস্থাপিত মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমির প্রস্তাবটি ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব নামে পরিচিত।

খ মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন এবং চাকরিতে অধিক নিয়োগ দানের দাবিতে মুসলিম প্রতিনিধি দল ১৯০৬ সালে সিমলায় লর্ড মিন্টোর সাথে যে মত বিনিময় করেন, তা সিমলা ডেপুটেশন নামে পরিচিত।

ভারতে মুসলমান নেতৃবৃন্দের শাসনাত্মক পরিকল্পনার ছক চূড়ান্ত হওয়ার আগেই সরকারের সামনে মুসলিম সম্প্রদায়ের অনুভূতি ও বক্তব্য উপস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর ৩৫ সদস্যের মুসলিম প্রতিনিধি দল আগা খানের নেতৃত্বে সিমলায় ভারতের ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর সাথে সাক্ষাৎ করে মতবিনিময় করেন। এটি সিমলা ডেপুটেশন নামে খ্যাত।

গ সৃজনশীল ৩২ এর ‘গ’ নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৩২ এর ‘ঘ’ নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ৩৪ আমেরিকায় ব্রিটিশদের উপনিবেশিক শাসন, শোষণ থেকে মুক্তির জন্য জর্জ ওয়াশিংটন ঐতিহাসিক ১১ দফা ঘোষণা করেন, যা সমগ্র আমেরিকার জনগণকে ঐক্যবন্ধ ও স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল।

[সরকারি আদেশক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর]

- ক. যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন কত সালে অনুষ্ঠিত হয়? ১
খ. মৌলিক গণতন্ত্র কী? ২
গ. উদ্দীপকের সাথে পাঠ্যবই এর কোন দফার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত দফা ঘোষণাকারী পরবর্তীতে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার গুরুত্ব নিরূপণ কর। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত হয়।

খ মৌলিক গণতন্ত্র হলো সামরিক শাসক আইয়ুব খানের প্রবর্তিত এক ধরনের সীমিত গণতন্ত্রের কাঠামো, যাতে কেবল নিদিষ্টসংখ্যক লোকের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের অধিকার ছিল।

জেনারেল আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর প্রচলিত গণতান্ত্রিক কাঠামো পরিত্যাগ করে এক অভ্যুত্থান ও নতুন নির্বাচন কাঠামো প্রবর্তন করে। যেটি মৌলিক গণতন্ত্র নামে পরিচিত। মৌলিক গণতন্ত্রের কাঠামো ছিল চার স্তরবিশিষ্ট ব্যবস্থা, যা নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত সাজানো ছিল। এ মৌলিক গণতন্ত্রের স্তরগুলো হলো— ১. ইউনিয়ন পরিষদ, ২. থানা পরিষদ, ৩. জেলা পরিষদ, ৪. বিভাগীয় পরিষদ। এ পরিষদগুলোতে নির্বাচিত ও মনোনীত উভয় ধরনের সদস্যই থাকত।

গ উদ্দীপকের সাথে পাঠ্যবই এর ৬ দফার সাদৃশ্য রয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৬৬ সালের ৬ দফার গুরুত্ব অপরিসীম। মূলত এ ছয় দফা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তির সনদ। ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে ‘নিখিল পাকিস্তান জাতীয় কনফারেন্স’ আহ্বান করা হয়। এতে আওয়ামী লীগ সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নেতৃত্বে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে মাত্র ২১ জন যোগ দেয়। এ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব-পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনসহ

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা বিষয়ক দাবি সংবলিত 'ছয় দফা' প্রস্তাব উত্থাপনে চেষ্টা করেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিবিদদের বিরোধিতায় তিনি ব্যর্থ হন। পরে লাহোরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর কর্মসূচী প্রকাশ করেন। এই ছয় দফা বাংলার জনগণকে ঐক্যবদ্ধ ও স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল।

উদ্দীপকের জর্জ ওয়াশিংটনের ১১ দফা ও উপর্যুক্ত বঙ্গবন্ধুর ৬ দফার মধ্যে তাই সাদৃশ্য রয়েছে। উভয়টি নিজ নিজ জনগণকে ঐক্যবদ্ধ ও স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল।

ঘ উক্ত দফা ঘোষণাকারী অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পরবর্তীতে যে ৭ মার্চ ১৯৭১ সালে ভাষণ দিয়েছিলেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ভাষণকে 'UNESCO' ওয়ার্ল্ড ডকুমেন্টারী হেরিটেজ এর অন্তর্ভুক্ত ঘোষণা করেছে। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ছিল স্বাধীনতার পরোক্ষ ঘোষণা। অনেকে এই ভাষণকে বাংলাদেশের জন্মের প্রাক্কালে সাধারণ জনগণের সাথে তাদের অবিসংবাদিত নেতার সংলাপ হিসেবে আখ্যা দেন। উনিশ মিনিটের ও এক হাজার একশত সাতটি শব্দের মাস্টারপিস তুল্য এ ভাষণে কোনো বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি ও বাতুল্য নেই। এতে আছে সারকথা ও সারমর্ম। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ছিল বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

একটি ভাষণ একটি জাতিকে কতটা উদ্দীপ্ত করতে পারে তার এক বহুল দৃষ্টান্ত বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ। এই ভাষণের ফলে পূর্ব-পাকিস্তানের যে অসহযোগ আন্দোলনের বিস্তার ঘটেছিল তা থেকেই আমাদের মুক্তি সংগ্রামের সূচনা এবং এর মাধ্যমেই বাঙালি পেয়েছে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র। ১৯৭১ সালের ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ। যার ফলশ্রুতিতে বাঙালি লাভ করেছিল স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ৩৫ রোহান একটি প্রখ্যাত মাল্টিম্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরি করেন। বার্ষিক একটি মিটিংয়ে রোহান বাংলাতে বক্তৃতা করছেন। এ সময় মালিক পক্ষ বাংলাতে বক্তৃতা দিতে নিষেধ করলে রোহান বলল, আমি বাংলাতে বক্তৃতা করব। কিন্তু মালিক পক্ষের প্রবল চাপে তিনি ইংরেজিতে বক্তৃতা দিতে বাধ্য হন।

- ক. বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের প্রথম পদক্ষেপ কী ছিল। ১
- খ. আগরতলা মামলা দায়েরের পটভূমি ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. রোহানের মনোভাব ইতিহাসের কোন আন্দোলনের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. মালিক পক্ষের এ ধরনের আচরণ বাঙালি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা যুগিয়েছিল— এ বক্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের প্রথম পদক্ষেপ ছিল ভাষা আন্দোলন।

খ ছয় দফাভিত্তিক বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে নস্যাত করার প্রেক্ষাপটে আগরতলা মামলা দায়ের করা হয়েছিল।

ছয় দফা দাবি ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের শাসন ও শোষণ থেকে বাঙালির মুক্তির সনদ। এ কারণে ছয় দফা দাবি আদায়ে বাঙালি জাতি বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তুলতে থাকে। এ পরিস্থিতিতে সরকার কৌশলে বাংলার প্রধান নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে নস্যাত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এ ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে তারা বঙ্গবন্ধুকে প্রধান আসামি করে ৩৫ জনের বিরুদ্ধে আগরতলা মামলা দায়ের করে।

গ রোহানের মনোভাবে ইতিহাসের ভাষা আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন একটি অনন্য ঐতিহাসিক ঘটনা। বাংলা ভাষাই ছিল পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা। তারপরেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে বাংলাকে বাদ দিয়ে সংখ্যালঘিষ্ঠের ভাষা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার হীন চক্রান্তে লিপ্ত হয়। আর এ চক্রান্তকে বুখতে বাঙালি জাতি আন্দোলনে যোগদান করে। এ

আন্দোলন বাঙালির সাংস্কৃতিক স্বাধিকার আন্দোলন হলেও পরবর্তীকালে তা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ নেয়।

উদ্দীপকের রোহান একটি বিখ্যাত মাল্টিম্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরি করেন। বার্ষিক মিটিংয়ে রোহান বাংলাতে বক্তৃতা করলে মালিক পক্ষ বাংলাতে বক্তৃতা দিতে নিষেধ করে। রোহান বলল, আমি বাংলাতে বক্তৃতা করব। মালিক পক্ষের চাপে সে ইংরেজিতে বক্তৃতা করতে বাধ্য হয়। কাজে বাংলা ভাষার প্রতি প্রবল আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয়। আর এ আকর্ষণ ভাষা আন্দোলনের প্রভাবেই হয়েছে। কেননা পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী ১৯৪৭ সালে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতামতকে উপেক্ষা করে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা দেয়। এতে বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজ প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। যা ১৯৫২ সালে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ নাম না জানা অনেক শহিদের জীবনের বিনিময়ে বাঙালিরা তাদের মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা করে। বাঙালি জাতি যেমনি বাংলা ভাষার প্রতি চরম মমত্ববোধ থেকে ভাষা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তেমনি রোহানও বাংলা ভাষার প্রতি মমত্ব প্রকাশ করেছেন।

তাই বলা যায়, রোহানের মানসিকতায় ভাষা আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

ঘ রোহানের কোম্পানীর মালিক পক্ষের এ ধরনের আচরণ অর্থাৎ ভাষার ক্ষেত্রে বৈষম্য বাঙালি জাতিকে মুক্তি যুদ্ধের প্রেরণা যুগিয়েছিল। এ বক্তব্যের সাথে আমি একমত।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। এ আন্দোলন বাঙালিদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি করে। এ আন্দোলনে মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণ অধিকার সচেতন হয়ে ওঠে। ফলে বাঙালিরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে দাবি আদায়ে সচেতন হয়ে ওঠে। ফলে এ জাতীয়তাবাদী চেতনার মাধ্যমে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বাঙালি জাতি যুক্তফ্রন্টের পক্ষে এক ব্যালট বিপ্লব সংগঠন করেছিল। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। ১৯৬২ সালে আইয়ুব খান সরকার প্রবর্তিত শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে বাংলার ছাত্রসমাজ এক আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৬৬ সালের ছয়দফা দাবির প্রেক্ষিতে আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে বীর বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর ১৯৬৯ সালে সংঘটিত হয় ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান। যা আইয়ুব খানের পতনকে ত্বরান্বিত করে। পরে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়লাভ করা সত্ত্বেও তাদেরকে ক্ষমতায় যেতে দেয়া না হলে বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধে। অবশেষে দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে বাঙালি অর্জন করে তার সেই কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। আর পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের উদ্ভব ঘটে।

প্রশ্ন ৩৬ ১৯৫৮ খ্রি. সিরিয়া ও মিসর সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র UAR গঠন করে। এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল একই সেনাবাহিনী এবং একটি যৌথ পতাকার দু'টি পার্শ্ববর্তী দেশ প্রতিরক্ষাসহ সকল বিষয়ে সংঘবদ্ধভাবে কার্য নির্বাহ করবে। কিন্তু UAR প্রতিষ্ঠার পর থেকে মিসরের প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুল নাসের নিজেকে UAR এর প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করে সমস্ত কেন্দ্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করে ও বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে আধিপত্য ও একনায়কতন্ত্র বিস্তারের চেষ্টা করেন। ফলে সিরীয় জনগণ সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও সামরিক ক্ষেত্রে চরম বৈষম্যের শিকার হয়। অবশেষে ১৯৬১ খ্রি. UAR এর বিলুপ্তি ঘটে।

[আজিমপুর গড়, গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

- ক. পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন? ১
- খ. 'অপারেশন সার্চলাইট' বলতে কী বুঝ? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সিরীয় জনগণের ন্যায় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ কীরূপ বৈষম্যের স্বীকার হয়েছিল? বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. UAR এর বিলুপ্তির ন্যায় উক্ত বৈষম্যমূলক নীতিই বাংলার স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করে— পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হলেন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক।

খ. সৃজনশীল ৫ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সিরীয় জনগণের ন্যায় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ও পশ্চিম পাকিস্তানিদের দ্বারা রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্যের শিকার হয়েছিল। উদ্দীপকে দেখা যায়, সিরীয় জনগণ সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রশাসনিক, সামরিক ক্ষেত্রে চরম বৈষম্যের শিকার হয়েছিল। তাই বলা যায় যে, সিরীয় জনগণ যে সকল বৈষম্যের শিকার হয়েছিল তা পূর্ব বাংলার জনগণের বৈষম্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

১৯৪৭ সালে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তান মিলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করে আসছিল। পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ ৫৬ শতাংশ মানুষের বসবাস পূর্ব পাকিস্তানে হলেও ১৯৪৭-১৯৫৮ পর্যন্ত ৪ জন রাষ্ট্র প্রধানের মাত্র ১ জন ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের এবং তিনি ছিলেন উর্দুভাষী। ১৯৫৬ সালে চালু হওয়া কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্র ১৯৫৮ সালে বাতিল করে সামরিক শাসন জারি করার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা হয়। সামরিক ক্ষেত্রে বৈষম্য আরো প্রকট হয়। সামরিক বাহিনীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানিদের একচেটিয়া অধিকার ছিল। আর্থিক বৈষম্য ছিল বাঙালিদের দুর্দশার অন্যতম প্রধান কারণ। মুদ্রা ও অর্থনীতি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকায় এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান ও সকল ব্যাংকের হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে হওয়ায় অতি সহজে পূর্ব পাকিস্তানের আয় পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যেত। একইভাবে শিক্ষা ক্ষেত্রে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও নিপীড়নমূলক বৈষম্য দেখা যায়।

ঘ. 'UAR এর বিলুপ্তির ন্যায় উক্ত বৈষম্যমূলক নীতি অর্থাৎ সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও সামরিক বৈষম্যমূলক নীতিই বাংলার স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করেছিল'— উক্তিটি যথার্থ।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির শুরু থেকেই পূর্ব বাংলার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানিরা বৈষম্যমূলক নীতি প্রদর্শন করতে থাকে। কিন্তু বাংলার মানুষ তা মুখ বুজে সহ্য করেনি। তারা পাকিস্তানিদের শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতি পাকিস্তান সরকারের চরম বৈষম্যমূলক আচরণ ও অবহেলার বিরুদ্ধে দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রাম সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে ছয় দফার স্বায়ত্তশাসনের দাবিনামায়।

১৯৬৬ সালে লাহোরে বিরোধী দলসমূহের এক সম্মেলনে আওয়ামী লীগের সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফার ঘোষণা দেন। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এই ছয় দফার দাবি না মানলে তীব্র আন্দোলন শুরু হয়। এর সাথে যুক্ত হয় ছাত্রদের ১১ দফাভিত্তিক আন্দোলন। ১৯৬৮ সালে আগরতলা মামলা দায়েরকে কেন্দ্র করে আন্দোলন আরও তীব্র হয় এবং গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। অবশেষে বাধ্য হয়ে সরকার আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে এবং সামরিক শাসক আইয়ুব খান পদত্যাগ করে ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। পরিস্থিতি বিবেচনা করে ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন দিতে বাধ্য হন, যা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি মাইলফলক। কেননা এ নির্বাচনের ফলাফলের প্রেক্ষিতে ক্ষমতাসীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর আচরণ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বাধ্য করেছিল। যা UAR এর বিলুপ্তির মতোই পাকিস্তান সরকারের গৃহীত বৈষম্য নীতিই পাকিস্তান সরকারের পতন ঘটিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করেছিল।

পরিশেষে বলা যায়, পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক নীতিই পূর্ব বাংলার জনগণকে স্বায়ত্তশাসনভিত্তিক আন্দোলনের দিকে ধাবিত করে এবং পরবর্তীতে এ আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় বাংলার স্বাধীনতা অর্জিত হয়।

প্রশ্ন ৩৭ অত্যাচার আর অবিচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রামের জন্যই যেন লতিফুর রহমানের জন্ম। তিনি কখনও নিজের সুখ-শান্তির কথা চিন্তা করেননি। একদা এই সাহসী লতিফুর নিজ দেশের সরকারের কাছে ৬টি দাবি পেশ করেন। যা তার দেশের জনগণের বাঁচার দাবি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিল। তার এই দাবিগুলো পরবর্তী কালে দেশের নানা আন্দোলন সংগ্রামে ব্যাপক গুরুত্ব রেখেছিল।

/আজিমপুর গজ, গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/

ক. ৬ দফা কে ঘোষণা করেন?

খ. ২১ ফেব্রুয়ারি ঘটনার ব্যাখ্যা দাও।

গ. উদ্দীপকের ৬ দফা পাঠ্যপুস্তকের যে দাবির প্রতিচ্ছবি তার ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের ৬ দফার মতো ঐতিহাসিক ৬ দফা বাংলাদেশের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ উত্তরের যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ছয় দফা ঘোষণা করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

খ. ২১ ফেব্রুয়ারি সারা বিশ্বের মানুষের কাছে একটি স্মরণীয় দিন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ভাষা আন্দোলনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এই দিনে বাংলাকে মাতৃভাষা করার দাবিতে বাঙালি জাতি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাস্তায় নেমে আসে। ১৯৫২ সালের একশে ফেব্রুয়ারিতে বাংলা ভাষার দাবিতে মিছিলরত জনগণের ওপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। ফলে রফিক, শফিক, জহ্মারসহ অনেকে নিহত হয়। পৃথিবীতে বাঙালিই একমাত্র জাতি যারা ভাষার জন্য রক্ত দিয়েছে। এই দিনেই বাংলার রাজপথ ভাষার দাবি আদায়ের জন্য রক্তেরজিত হয়।

গ. সৃজনশীল ৩৩ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ. লতিফুরের দেওয়া দাবিগুলো অর্থাৎ ছয়দফা দাবি বাংলাদেশের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পাকিস্তানের স্বৈরশাসক গোষ্ঠীর শোষণ, নির্যাতন ও অবিচারের বিরুদ্ধে ছয় দফা ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে ছয় দফার গুরুত্ব অপরিমিত। ছয় দফার বিরুদ্ধে আইয়ুব খান কঠোর নিন্দা জানান। আইয়ুব খান ছয় দফাকে রাষ্ট্রদ্রোহী ও পাকিস্তানের অখণ্ডতার প্রতি হুমকি বলে আখ্যা দেন। শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্য রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতারের নির্দেশ দেন। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে ১৯৬৬ সালের ৭ জুন সারাদেশে হরতাল পালিত হয়। মিছিলে তেজগাঁওয়ে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায় শ্রমিক মনু মিয়া ও আবুল হোসেনসহ নাম না জানা অনেক ব্যক্তি। ১০ মে ১৯৬৬ সালের মধ্যে ৩৫০০ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। ৬ দফার গণজাগরণ ধ্বংস করে, শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগকে নিশ্চিহ্ন করতে ১৯৬৮ সালে আগরতলা মামলা শুরু করে। ১৯৬৯ সালে গণআন্দোলনের মুখে সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে মুক্তি দেন এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ৬ দফাকে সামনে রেখে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে। গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথে না গিয়ে পাকিস্তানি সামরিক জাভা ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ নিরস্ত্র বাঙালির ওপর আক্রমণ শুরু করে। অতঃপর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে লাল-সবুজের পতাকা অর্জন করে। উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের ছয় দফার মতোই বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৬ দফার দাবিগুলো বাংলাদেশের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

প্রশ্ন ৩৮ মীর্জাপুর উপজেলার নতুন কহেলা গ্রামে চেয়ারম্যান নির্বাচন নিয়ে গ্রামবাসীর অসন্তোষ তুঙ্গে। গ্রামবাসী স্বৈরাচারী চেয়ারম্যানকে সরিয়ে নতুন চেয়ারম্যান নিযুক্ত করার জন্য বারবার নির্বাচন দাবি করে আসছিলেন এবং এ ব্যাপারে তারা সংঘবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করে। আন্দোলনের চাপে কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিকভাবে তাদের দাবি মেনে নিলে নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়। কিন্তু পরবর্তীতে চেয়ারম্যান প্রভাব খাটিয়ে নতুন চেয়ারম্যানকে জেলে পুরে দেয় এবং বিভিন্ন অজুহাত ও কৌশলে গ্রামবাসীর ঐক্য ভেঙে দেয় এবং কঠোর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আবারও একচ্ছত্র কর্তৃত্ব স্থাপন করে।

/আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা/

ক. তমদ্দুন মজলিশ গঠিত পরিষদের নাম কী?

খ. ছিয়াত্তরের মন্ত্রণার কেন ঘটেছিল?

গ. উদ্দীপকের গ্রামবাসী সংঘবদ্ধ হওয়ার সাথে যুক্তফ্রন্ট গঠনের কী সাদৃশ্য পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তুমি কি মনে কর, গ্রামবাসীর সংঘবদ্ধ আন্দোলনের পরিণতির মতই যুক্তফ্রন্টের পরিণতিও একই হয়েছিল? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. তমদ্দুন মজলিশের গঠিত পরিষদের নাম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ।

খ. স্বজনশীল ও এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ. পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি গৃহীত বৈষম্য নীতির প্রতিবাদে যুক্তফ্রন্ট গঠন করা হয়। আর এ অধিকার বঞ্চিত হওয়ার দিক দিয়েই উদ্দীপকের শ্রমিক সংঘ ও যুক্তফ্রন্ট গঠনের সাদৃশ্য রচিত হয়েছে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তান শোষণ-বঞ্ছনার শিকার হয়। ফলে পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজ ও প্রগতিশীল রাজনীতিবিদগণ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে মোকাবিলা করতে বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহকে এক্যবন্ধ হওয়ার জন্য চাপ দেয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখের প্রচেষ্টায় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, মীর্জাপুর উপজেলার নতুন কহেলা গ্রামে স্বৈরাচারী চেয়ারম্যানকে সরিয়ে নতুন চেয়ারম্যান নিযুক্ত করার জন্য বারবার নির্বাচন দাবি করে আসছিল। এ ব্যাপারে তারা সংঘবন্ধ হয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করে। ঠিক একইভাবে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব বাংলাকে বঞ্চিত করতে থাকে। সরকারের বৈষম্য নীতির ফলে পূর্ব বাংলার জনগণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের এ বৈষম্য নীতি ও শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক দলগুলো একত্র হয়ে ১৯৫৩ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে ২১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। ছয় বছরের পাকিস্তানি শোষণের বিরুদ্ধে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন ছিল বাংলার মানুষের এক ব্যালটবিপ্লব। সুতরাং উদ্দীপকে শ্রমিক সংঘ গঠনের ক্ষেত্রে এ বিষয়েরই প্রতিফলন লক্ষণীয়।

ঘ. হ্যাঁ, আমি মনে করি, গ্রামবাসীর সংঘবন্ধ আন্দোলনের পরিণতির মতোই উদ্দীপকে গ্রামবাসীদের আন্দোলনের চাপে কর্তৃপক্ষ তাত্ক্ষণিকভাবে তাদের দাবি মেনে নিলে নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়। কিন্তু পরবর্তীতে চেয়ারম্যান প্রভাব ঝাটিয়ে নতুন চেয়ারম্যানকে জেলে পুরে দেয় এবং বিভিন্ন অজুহাত ও কৌশলে গ্রামবাসীর ঐক্য ভেঙে দেয় এবং কঠোর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আবারও একচ্ছত্র কর্তৃত্ব স্থাপন করে। ঠিক একইভাবে যুক্তফ্রন্ট ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করলেও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের অপতৎপরতা ও যুক্তফ্রন্ট নেতাদের মধ্যে বিভেদ দেখা দিলে সরকার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে আবার নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

উদ্দীপকের গ্রামবাসীর সংঘবন্ধতা যেমন সাময়িকভাবে সফলতা অর্জন করে অচিরেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অনুরূপভাবে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিজয় অর্জন করে মন্ত্রিসভা গঠন করলেও অল্পদিনের মধ্যেই তা ব্যর্থতার রূপ পরিগ্রহ করে। মূলত যুক্তফ্রন্ট কোনো আদর্শিক ভিত্তিতে নয় বরং নির্বাচনে মুসলিম লীগকে মোকাবিলার জন্য গড়ে উঠেছিল। তাই ক্ষমতায় যাওয়ার পর নেতৃবৃন্দের মধ্যকার ব্যক্তিগত রেষারেষি এবং মন্ত্রিত্ব নিয়ে বিরোধ এবং শরিক দলগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে মতানৈক্যের ফলে যুক্তফ্রন্টে বিভেদ দেখা দেয়। যুক্তফ্রন্টের ভাঙন এবং মন্ত্রিসভা বাতিলের জন্য এ সময় কেন্দ্রীয় সরকারও নানা অপতৎপরতা শুরু করে। এরই অংশ হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার সুপরিচালিতভাবে আদমজীনগর ও চন্দ্রঘোনা সহ দেশের নানা স্থানে বাঙালি-অবাঙালি দাঙ্গা বাধায়। এতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে সরকার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার ওপর এর দায় চাপিয়ে দিয়ে ১৯৫৪ সালের ৩০ মে এ মন্ত্রিসভা বাতিল করে দেয়। এর ফলে পূর্ব বাংলার শাসনব্যবস্থায় আবার পাকিস্তানি সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পতনের মধ্যে দিয়ে যুক্তফ্রন্ট ও গ্রামবাসীর পরিণতি একই ধারায় প্রবাহিত হয়েছে।

প্রশ্ন ৩৯. 'X' রাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি প্রদেশের মধ্যে পূর্ববর্তী একটি প্রদেশ ছিল জনবহুল। এই প্রদেশটি কেন্দ্র থেকে নানা অগণতান্ত্রিক আচরণের শিকার হয়। মাতৃভাষা কেড়ে নেয়া হয়, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন অস্বীকার করা হয়, শিক্ষা, সামরিক ও বেসামরিক ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়। এমতাবস্থায় উক্ত প্রদেশের একজন প্রধান ও জনপ্রিয় নেতা কয়েক দফা সম্মিলিত একটি প্রস্তাব পেশ করে তার জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালিয়ে যান।

/আইডিয়াম স্কুল এন্ড কলেজ, মতিবিল, ঢাকা/

- ক. আগরতলা মামলা কত সালে দায়ের করা হয়? ১
- খ. উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান সম্পর্কে বর্ণনা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে জনবহুল প্রদেশের নেতার কয়েক দফা প্রস্তাবটির সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন প্রস্তাবের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উক্ত প্রস্তাবে গুরুত্ব বা তাৎপর্য অপরিসীম— উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ১৯৬৮ সালে দায়ের করা হয়।

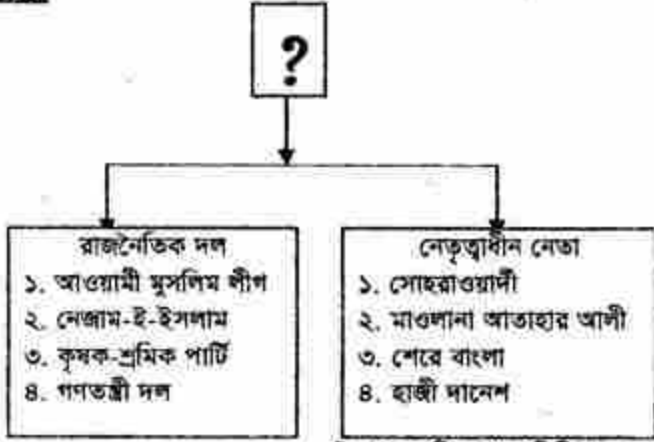
খ. বাঙালি জাতির রাজনৈতিক বিকাশ তথা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান একটি তাৎপর্যবাহী ঐতিহাসিক ঘটনা। বস্তুত আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন ও সামরিক স্বৈরাচারীর অবসান এবং ৬ দফা ও ছাত্রদের ১১ দফার ভিত্তিতে তীব্র আন্দোলন শুরু হয়। ইতিহাসে এ আন্দোলনই উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান নামে পরিচিত।

গ. উদ্দীপকের জনবহুল প্রদেশটির নেতার কয়েক দফা প্রস্তাবটির সাথে আমার পাঠ্যপুস্তকের বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা দাবির সাদৃশ্য রয়েছে। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনে বাঙালি নানা ধরনের বৈষম্যের শিকার হয়। মূলত ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ অবসানের পর পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের চরম অবহেলা, পাশাপাশি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি সীমাহীন বৈষম্যের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু সোচ্চার হন এবং সরকারের নিকট কতগুলো দাবি পেশ করেন। উদ্দীপকেও এ বিষয়ের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকের জনবহুল প্রদেশটির প্রধান ও জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা কেন্দ্রের বৈষম্য নীতির পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি দফা সম্মিলিত একটি প্রস্তাব পেশ করে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালান। এখানে বঙ্গবন্ধুর ৬ দফার প্রতিই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে এক বিরোধীদলীয় সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু ছয় দফা প্রস্তাব পেশ করেন। এ ছয়দফা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের শোষিত ও নির্যাতিত জনগণের মুক্তির সনদ। যাতে বাঙালির প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষমতা, প্রতিরক্ষা, রাজস্ব, সর্বজনীন ভোটের মাধ্যমে আইন সভা গঠন ইত্যাদি বিষয়ে দাবি জানানো হয়। সুতরাং ১৯৬৬ সালের বঙ্গবন্ধুর ছয়দফা কর্মসূচির সাথে উদ্দীপকের প্রস্তাবের সামঞ্জস্য রয়েছে।

ঘ. বাঙালি জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনের পথে উক্ত প্রস্তাবের অর্থ্যাৎ ছয় দফা দাবির গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম।

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি সর্বক্ষেত্রে যে বৈষম্য ও শোষণ করা হয়েছিল ছয় দফা কর্মসূচি ছিল তার বিরুদ্ধে প্রথম বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। এটি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যবিত্ত শ্রেণির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীকস্বরূপ। এতে বাঙালির চরম প্রত্যাশিত স্বায়ত্তশাসনের সোচ্চার দাবি জানানো হয়। এটি ছিল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে বাঁচার দাবি। পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর শাসন-শোষণ ও বঞ্ছনার হাত থেকে বাঙালি জাতিকে মুক্ত করার জন্য এটি ছিল এক সুচিন্তিত, সুপরিচালিত ও অনুপ্রেরণা সমৃদ্ধ কর্মসূচি। ছয় দফা ভিত্তিক আন্দোলন দমনের জন্য সরকার কঠোর দমন-নিপীড়নমূলক নীতি গ্রহণ করে। এর ফলে বাঙালির নবজাগৃত জাতীয়তাবাদী চেতনা তাদের ঐক্য ও সংহতি জোরদার করে। তাদের এই ঐক্য, সংহতি ও সংগ্রামী চেতনার ফসল ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান। আর এ গণঅভ্যুত্থানের পথ ধরেই বাঙালি জাতি তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে অগ্রসর হয়। ছয় দফার আন্দোলনের চূড়ান্ত রূপ হলো ১৯৭১ এর স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত মুক্তিযুদ্ধ, যার মাধ্যমে অভ্যুদয় হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, 'ছয় দফা' দাবি ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ। অনেকেই মনে করেন ব্রিটিশ গণতন্ত্রের ইতিহাসে 'ম্যাগনাকার্টা' ফরাসি বিপ্লবে 'অধিকার বিল' এবং আমেরিকার 'ব্যক্তি স্বাধীনতা' এর যে অবদান, তেমনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ছয় দফার অবদান। পরিশেষে বলা যায়, ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি আমাদের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করে এবং এর ভিত্তিতে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। যা এর গুরুত্বকেই বহন করে।



আব্দুল কাদির মোহা সিটি কলেজ, নরসিংদী

- ক. সৈয়দ আমীর আলী কোন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন? ১
খ. খেলাফত আন্দোলনের কারণ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. প্রদত্ত ছকে উল্লিখিত '১' চিহ্ন দ্বারা কোন ঐতিহাসিক ঘটনাকে বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. পরবর্তী ইতিহাসে উক্ত ঘটনা কতটুকু তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল তা মূল্যায়ন কর। ৪

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সৈয়দ আমীর আলী ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।

খ. খেলাফত আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম জাহানের খলিফার মর্যাদা এবং তুরস্কের অখণ্ডতা রক্ষা করা।

ভারতীয় মুসলমানগণ মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের প্রতীক তুরস্কের প্রতি আনুগত্য ও সম্মান প্রদর্শন করতেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের সুলতান ব্রিটিশবিরোধী শক্তি জার্মানির পক্ষে যোগদান করলে ভারতীয় মুসলমানগণ ব্রিটিশদের এ শর্তে সমর্থন দেয় যে ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধ শেষে তুরস্কের খলিফার কোনো ক্ষতি করবে না। কিন্তু যুদ্ধে পরাজয়ের পর ব্রিটিশরা তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে ভারতীয় মুসলমানরা বিক্ষুব্ধ হয়ে খলিফার মর্যাদা ও তুরস্কের অখণ্ডতা রক্ষার লক্ষ্যে খেলাফত আন্দোলন গড়ে তোলে।

গ. প্রদত্ত ছকে উল্লিখিত '১' চিহ্ন দ্বারা ঐতিহাসিক যুক্তফ্রন্ট গঠনকে বোঝানো হয়েছে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের অধীনে পূর্ব পাকিস্তান নানা ধরনের শোষণ বঞ্চার শিকার হতে থাকে। ফলে পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজ ও প্রগতিশীল রাজনীতিবিদগণ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে মোকাবিলা করতে বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহকে ঐকবন্ধ হওয়ার আহ্বান জানায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, একে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখের প্রচেষ্টায় মুসলিম লীগ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো যুক্তফ্রন্ট গঠন করে।

প্রদত্ত ছকের বাম পাশে চারটি রাজনৈতিক দল যথা- আওয়ামী মুসলিম, নেজাম-ই-ইসলাম, কৃষক প্রজাতন্ত্র পার্টির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এটির ডান পাশে এ চারটি দলের নেতৃত্বাধীন নেতা যথাক্রমে সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা মোতাহের আলী, শেরে বাংলা এবং হাজী দানেশের নাম উল্লিখিত হয়েছে। এটি মূলত যুক্তফ্রন্ট গঠনের সাথে সংগতিপূর্ণ। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব বাংলাকে বঞ্চিত করতে থাকলে পূর্ব বাংলার জনগণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের এ বৈষম্য নীতি ও শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার পূর্ব বাংলার চারটি রাজনৈতিক দল যথা- আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম ও গণতন্ত্রী দল একত্রিত হয়ে ১৯৫৩ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। এই দল ২১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করে। ছয় বছরের পাকিস্তানি শোষণের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট গঠন এবং এর নির্বাচন ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। তাই বলা যায়, প্রদত্ত ছকে উল্লিখিত '১' দ্বারা ঐতিহাসিক যুক্তফ্রন্ট গঠনকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ. হ্যাঁ, পরবর্তী ইতিহাসে যুক্তফ্রন্ট গঠন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ছিল মুসলিম লীগের অন্যায়, বৈষম্যমূলক, ব্যর্থ প্রশাসনের বিরুদ্ধে বাঙালির ঐক্যবন্ধ প্রতিবাদ। বাঙালি জাতি এ নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলিম লীগকে বুঝিয়ে দেয় যে, তারা পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগকে চায় না। যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দের জনপ্রিয়তা, বিশেষ করে তরুণ নেতৃবৃন্দের জনপ্রিয়তা পূর্ব বাংলার ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব তৈরির পথ সুগম করে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা আতাউর আলী, শেরে বাংলা, হাজী দানেশ প্রমুখের প্রচেষ্টায় মুসলিম লীগে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো যুক্তফ্রন্ট গঠন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। যুক্তফ্রন্ট জোট বাংলার গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে যথেষ্ট অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিল। যুক্তফ্রন্টের মধ্যে আওয়ামী মুসলিম লীগের সর্বোচ্চ আসন লাভ ভবিষ্যতে তাদের পূর্ব বাংলায় বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত বহন করে। এ নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষ ধারার সৃষ্টি হয়। সর্বোপরি এ নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলিম লীগ ও অবাঙালি নেতৃবৃন্দের প্রতি বাঙালির মনে ব্যাপক অনাস্থা জন্মায়। ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আদর্শের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার জনগণ স্বায়ত্তশাসনের প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে। পরিশেষে বলা যায়, বাংলার মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে যুক্তফ্রন্টের ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

প্রশ্ন ৪১ বসনিয়া ছিল এক সময় সার্বিয়ার একটি প্রদেশ। বসনিয়ার রাষ্ট্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও রাষ্ট্রক্ষমতা সার্বিয়ানদের হাতে ছিল। তারা বসনিয়দের উপর বৈষম্য ও শোষণনীতি গ্রহণ করলে বসনিয়াবাসী স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু দফা ঘোষণা করে আন্দোলনে বাঁপিয়ে পড়ে। সার্বিয়া আন্দোলনকারীদের দমন করতে গেলে সেখানে গণআন্দোলনের সৃষ্টি হয়। শাসকগোষ্ঠীর হাতে বহু হাজারজনতা হতাহত হয়। যার ফলশ্রুতিতে বসনিয়া স্বাধীনতা অর্জন করে।

ডা. আব্দুর রাজ্জাক মিউনিসিপ্যাল কলেজ, যশোর

- ক. দ্বৈত শাসনের প্রবর্তন কে? ১
খ. ছয় দফা সম্পর্কে আলোচনা কর। ২
গ. উদ্দীপকে বসনিয়াদের স্বায়ত্তশাসনের দাবির আন্দোলনের সাথে কোন আন্দোলন সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের বসনিয়াদের আন্দোলন ও বাঙালির আন্দোলন স্বাধীনতার পথ সুগম করেছিল? ব্যাখ্যা কর। ৪

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. দ্বৈত শাসনের প্রবর্তক লর্ড ক্লাইভ।

খ. ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক মুক্তির দাবি সম্বলিত যে কর্মসূচি পেশ করেন তাই ছয় দফা কর্মসূচি নামে পরিচিত।

ছয় দফা বাঙালি জাতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দলিল। ছয় দফায় যে বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয় সেগুলো হলো, শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় প্রকৃতি, কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা, মুদ্রা ও অর্থ ব্যবস্থা, রাজস্ব ও শুল্ক বিষয়ক ক্ষমতা, বৈদেশিক মুদ্রা ও বাণিজ্য এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। এগুলোকে কেন্দ্র করে ছয় দফা আন্দোলন সূচিত হয়।

গ. স্বজনশীল ৬ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ. স্বজনশীল ৬ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ৪২ শ্রেণি কক্ষে একজন শিক্ষক মাতৃভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে পড়াচ্ছেন। তিনি বলেন- মাতৃভাষা রক্ষার জন্য আমাদের দেশে যে আন্দোলন হয়েছিল সেটি আমাদের মাঝে এক নতুন জাতীয় চেতনার জন্ম দেয়। বিশ্বের ইতিহাসে ভাষার জন্য জীবন উৎসর্গ করার দৃষ্টান্ত রয়েছে কেবল বীর বাঙালির।

ডা. আব্দুর রাজ্জাক মিউনিসিপ্যাল কলেজ, যশোর

- ক. মুজিব নগর সরকারের রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন? ১
খ. অপারেশন সার্চলাইট বলতে কী বুঝ? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত আন্দোলন এক নতুন জাতীয় চেতনার জন্ম দেয়— বিশ্লেষণ কর। ৪

৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মুজিব নগর সরকারের রাষ্ট্রপতি ছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

খ. সৃজনশীল ৫ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ. সৃজনশীল ৩২ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ. সৃজনশীল ৩২ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ৪৩ মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত আততায়ীর গুলিতে নিহত হলে সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তা হোসনি মুবারক ক্ষমতায় আসীন হয়। তিনি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করে রাষ্ট্র পরিচালনা শুরু করেন। পরবর্তী তিনি গণতন্ত্র প্রবর্তনের লক্ষ্যে রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এবং নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। নির্বাচনের পর তিনি মিসরের প্রেসিডেন্ট হিসেবে অধিষ্ঠিত হন। সামরিক বাহিনীর সহায়তা নিয়ে তিনি রাষ্ট্র পরিচালনা করতে থাকেন। বিরোধী দল মতামত তিনি কখনো গ্রাহ্য করেননি; বরং তিনি বিরোধী দলীয় নেতা কর্মীদের গ্রেফতার ও তাদের ওপর নির্যাতনের স্টিম রোলার চালিয়ে আন্দোলন কঠোর হস্তে দমন করেন। কিন্তু একসময় মিসরের জনগণ তার দমন পীড়নের বিরুদ্ধে ঐক্যবন্ধ আন্দোলন শুরু করে। তাহরি স্কয়ারে সংঘটিত প্রবল গণআন্দোলনের মুখে স্বৈরাচারী প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক পদত্যাগে বাধ্য হন।

(তমতলা দে মহাবিদ্যালয়, বরিশাল)

- ক. পাকিস্তানে মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তন করেন কে? ১
খ. 'বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ'— ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আন্দোলনের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের কোন আন্দোলন সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বাঙালির স্বাধীনতা অর্জনে উক্ত আন্দোলনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. পাকিস্তানে 'মৌলিক গণতন্ত্র' প্রবর্তন করেন জেনারেল আইয়ুব খান।

খ. ছয় দফা দাবিতে বাঙালির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির কথা ছিল বলে একে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলা হয়। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে ছয় দফা কর্মসূচি ছিল প্রথম বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। এতে বাঙালির চরম প্রত্যাশিত স্বায়ত্তশাসনের জোর দাবি উত্থাপন করা হয়। তাছাড়া ছয় দফার মাধ্যমে বাঙালিদের জন্য পৃথক অর্থব্যবস্থা এবং প্রতিরক্ষার দাবি জানানো হয়। এর ফলে বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রত্যয় ব্যক্ত হয়। এই ছয় দফার মাধ্যমে বাঙালি জাতি স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিল। তাই এটি বাঙালির মুক্তির সনদ হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে।

গ. মিসরের উক্ত আন্দোলনের সাথে আমার পঠিত পূর্ব পাকিস্তানের ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের মিল বিদ্যমান।

১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর সামরিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা দখল করেন জেনারেল আইয়ুব খান। ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই তিনি পূর্ব বাংলায় তার দমন-নিপীড়ন নীতি অব্যাহত রাখেন। পরে তার এই শাসন পরিক্রমায় বাংলার ছাত্রসমাজের মাঝে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। আর, ১৯৬৮ সালের নভেম্বরে ছাত্র অসন্তোষ মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গণআন্দোলনে রূপ নেয়। এ আন্দোলন এক পর্যায়ে গণআন্দোলনে রূপ নিলে আইয়ুব খান ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়। উদ্দীপকেও এই দৃশ্যপট অঙ্কিত হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, হোসনি মোবারক সামরিক বাহিনীর সহায়তায় মিসরে স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে তার শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে মিসরের জনগণ তার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। একইভাবে ১৯৬৯ সালেও পাকিস্তানের স্বৈরাচারী শাসক আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে পূর্ব

পাকিস্তানের জনগণ আন্দোলন শুরু করে। এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন শহর ও গ্রামে, যা ১৯৬৯ সালে আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে এক দুর্বীর আন্দোলনে রূপ নেয়। প্রবল গণবিরোধের মুখে আইয়ুব খান নতি স্বীকার করতে বাধ্য হন। আন্দোলন প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে জবুরি অবস্থা উঠিয়ে নেওয়া হয়। একই সাথে তিনি আর প্রেসিডেন্ট প্রার্থী না হওয়ারও ঘোষণা দেন। এভাবে রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটে। এ অবস্থায় প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চে আইয়ুব খানের শাসনের অবসানের মাধ্যমে এ আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে। উদ্দীপকেও এ ঘটনার প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ. বাঙালির স্বাধীনতা অর্জনে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও ফলাফল ছিল বাঙালি জাতির জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পাকিস্তানের ইতিহাসের এ যাবৎকালের সবচেয়ে বৃহৎ এ আন্দোলনের ফলাফল ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। এ আন্দোলনে তাত্ক্ষণিক সাফল্য ছিল আগরতলা মামলা প্রত্যাহার এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবসহ রাজবন্দিদের মুক্তিলাভ। তাছাড়া এ আন্দোলনের ফলে মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার অবসান ঘটে সংসদীয় সরকারব্যবস্থার সূচনাসহ সর্বজনীন প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক ধারায় প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ তৈরি হয়। রাজনীতিতে আইয়ুব খানসহ কেন্দ্রীয় এলিটশ্রেণির মনোভাব দুর্বল হয়ে পড়ে। বাঙালি জাতীয়তাবাদ আরও সুসংহত রূপধারণ করে। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বাঙালি জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়। বাকস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ তাদের চূড়ান্ত ত্যাগের জন্য মানসিক প্রস্তুতি শুরু করলে প্রবল গণঅভ্যুত্থানের পটভূমিকায় লৌহমানব বলে খ্যাত আইয়ুব খান পদত্যাগে বাধ্য হন। আইয়ুব খানের পদত্যাগের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে জাতীয় ঐক্য আরো সুদৃঢ় হয়। এ পর্যায়ে তারা চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের পথে ধাবিত হতে শুরু করে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষে ব্যাপক গণরায় প্রদানের মাধ্যমে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটানো হয়। আর এ নির্বাচনই মহান মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রভূমি তৈরি করে, যার মধ্য দিয়ে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় নিশ্চিত হয়।

এসব দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ৪৪ রফিক একজন স্কুল শিক্ষক, তার ছেলে সাওনকে বাংলা মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করেন কিন্তু সাওনের মা এতে নাখোশ। তিনি চান তার ছেলেকে অক্সফোর্ড ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করাতে। রফিক সাহেব বুঝিয়ে বলেন যে, অধিক জ্ঞান আরোহণের জন্য মাতৃভাষায় লেখা পড়ার বিকল্প হতে পারে না।

(কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর)

- ক. তমদ্দুন মজলিশ কে প্রতিষ্ঠা করেন? ১
খ. ছয়দফাকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলা হয় কেন? ২
গ. কোন আন্দোলনে প্রভাবিত হয়ে রফিক সাহেব সাওনকে বাংলা মিডিয়ামে ভর্তি করান? ৩
ঘ. উক্ত আন্দোলন বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে কী প্রভাব বিস্তার করে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. তমদ্দুন মজলিশ প্রতিষ্ঠা করেন অধ্যাপক আবুল কাসেম।

খ. সৃজনশীল ৯ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ. ভাষা আন্দোলনের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে সাওনের বাবা সাওনকে বাংলা মিডিয়ামে ভর্তি করিয়েছেন।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, সাওনের মা সাওনকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করতে চাইলে তার বাবা বাধ সাধেন। তিনি মনে করেন, বাংলা ভাষা চর্চা করা ছাড়া প্রকৃত বাঙালি হওয়া যায় না। তার এ ধরনের মানসিকতায় ভাষা আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতিসত্তার অন্তর্নিহিত পরিচয়কে বাচানোর সর্বাঙ্গিক আন্দোলন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এদেশের আপামর জনতার ওপর জোর করে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুকে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। বাংলা এদেশের মাতৃভাষা, আমাদের মায়ের ভাষা। তাই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ছাত্র-জনতা আন্দোলন শুরু করে। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে তারা ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি মিছিল বের করে। পুলিশের গুলিতে শহিদ হন অনেকে। তবুও এ দেশের জনগণ রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই আন্দোলনের প্রভাবেই সাওনের বাবা তার সাওনকে বাংলা মিডিয়ামে ভর্তি করিয়েছেন। বাংলা ভাষা চর্চা ভাষাশহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম।

ঘ উদ্দীপকে ভাষা আন্দোলনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ আন্দোলন আমাদের জাতীয় জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ছিল বাঙালির অধিকার আদায়ের প্রথম আন্দোলন। পাকিস্তানিদের বাঙালিকে দমিয়ে রাখার চক্রান্তের বিরুদ্ধে এ আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালিরা তাদের প্রথম প্রতিবাদ গড়ে তোলে। এ আন্দোলনে সকল বাঙালি একাত্ম প্রকাশ করে। ফলে তৈরি হয় বাঙালি জাতীয়তাবাদ।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার মানুষকে বিভিন্নভাবে বঞ্চিত ও নিষাধিত করতে থাকে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সামরিক সব ক্ষেত্রেই এদেশের মানুষ ছিল বঞ্চিত। এমনকি এদেশের জনগোষ্ঠীর হৃদয়ের ভাষা, মায়ের ভাষা বাংলাকেও কেড়ে নিতে চেয়েছিল। উর্দুকে এদেশের রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিল। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে বাঙালি সফলতা লাভ করে। বাংলা এ অঞ্চলের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায়। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সফলতা পাওয়ার পর এদেশের মানুষ তাদের দাবি আদায়ের পথ পেয়ে যায়। তারা বুঝতে পারে, আন্দোলন ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর কাছ থেকে নিজেদের অধিকার করা আদায় করা সম্ভব নয়। এজন্যে স্বায়ত্তশাসনের দাবি সামনে আসে। ভাষা আন্দোলন প্রেরণা যুগিয়েছে সবকিছু আন্দোলনে। ভাষা আন্দোলনের সফলতা ও প্রেরণায় শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পরিশেষে বলা যায়, ভাষার প্রাণে বাঙালির এ আন্দোলন জাতীয়তাবাদের প্রকাশ ঘটায়।

প্রশ্ন-৪৫ গত ফেব্রুয়ারির ২১ তারিখে শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে সজিব তার বাবার সঙ্গে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে গিয়েছিল। সেখানে সর্বস্তরের জনগণের শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন দেখে ভাষা শহিদদের প্রতি সজিবের শ্রদ্ধা ও সম্মান আরো বেড়ে যায়। সজিব উপলব্ধি করতে পারে শহিদ মিনার আমাদের জাতীয়তাবাদ বিকাশের প্রতীক।

(মকবুলার রহমান সরকারি কলেজ, পঞ্চগড়)

- ক. কাদের স্মৃতি স্বরূপ শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়েছিল? ১
- খ. ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগের সফলতা কী ছিল? ২
- গ. তোমার কলেজে উদ্দীপকে উল্লিখিত দিবস উদযাপনে গৃহীত কর্মসূচি সফল করতে তুমি কী করতে পার? ৩
- ঘ. সজিবের উপলব্ধির যথার্থতা যুক্তির আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভাষা শহিদদের স্মৃতিস্বরূপ শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়েছিল।

খ ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগের সফলতা ছিল বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দান।

বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ভাষা আন্দোলন শুরু হয়। ভাষা আন্দোলনে শহিদদের আত্মত্যাগের ফলাফলস্বরূপ ১৯৫৬ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ বাংলা ও উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেয়। যা পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়।

গ আমার কলেজে 'উদ্দীপকে উল্লিখিত দিবস অর্থাৎ ২১ ফেব্রুয়ারি উদযাপনে গৃহীত কর্মসূচী সফল করতে আমি নানা ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। এ দিন বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করার দাবিতে ভাষা শহিদরা তাদের জীবন উৎসর্গ করতেও কুষ্ঠাবোধ করেননি। ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এরপর ২০০০ সাল থেকে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহে দিবসটি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, সজিব ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে তার বাবার সাথে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে যায়। সেখানে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন দেখে ভাষা শহিদদের প্রতি সজিবের শ্রদ্ধা ও সম্মান আরো বেড়ে যায়। ২১ ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে আমাদের দেশে স্কুল কলেজগুলোতে প্রতি বছর বিভিন্ন কর্মসূচি গৃহীত হয়ে থাকে। এ সকল কর্মসূচি সফল করতে আমরা বিভিন্ন বিতর্ক অনুষ্ঠান, প্রবন্ধ রচনা, দেয়ালিকা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, র্যালি, সভা, প্রভৃতি নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি। ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এতে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করতে হবে। এর পাশাপাশি আমার কলেজে প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, বিতর্ক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যেতে পারে। ভাষা শহিদদের বিজয় গাথা প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সভা সমিতি র্যালির আয়োজন করা যায়। এগুলোতে সবার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগের ইতিহাস জানতে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, ২১ ফেব্রুয়ারির কর্মসূচিকে সফল করতে আমি সব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি।

ঘ উদ্দীপকের সজিব এবং সর্বস্তরের জনগণকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করতে দেখে, ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান বেড়ে যায়।

ভাষা আন্দোলন বাঙালির জাতীয় জীবনে এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এ আন্দোলনই ছিল বাঙালির অধিকারবোধের প্রথম বহিঃপ্রকাশ। বাঙালি যে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি; তাদেরকে দমিয়ে রাখা সম্ভব নয়— এ আন্দোলন তা প্রমাণ করে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে সংঘটিত ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি অর্জন করে তাদের মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার মর্যাদা। আর এ অর্জন তাদেরকে জাতীয়তাবাদী চেতনায় নতুনভাবে উজ্জীবিত করে।

১৯৪৭ সালের পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পূর্ব বাংলার প্রতি পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী নানারকম বৈষম্য প্রদর্শন করেছিল। তারা পাকিস্তানের ৫৬.৪০ ভাগ লোকের মুখের ভাষা বাংলার পরিবর্তে মাত্র ৩.২৭ ভাগ লোকের মুখের ভাষা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘৃণ্য পরিকল্পনা করে। ফলে পূর্ব বাংলার জনগণ এর প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করে। তারা ১৯৪৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর তমদুন মজলিশ নামক সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি জানায়। এছাড়া তারা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, খাজা নাজিমুদ্দিনের বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে। পূর্ব বাংলার জনগণ এ লক্ষ্যে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাজপথে নেমে আসে এবং পুলিশের সাথে সংঘর্ষে রফিক, জব্বার, বরকত, সালাম, শফিউরসহ বেশ কয়েকজন নিহত হন।

এভাবে সারা বাংলাদেশে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে আন্দোলনের ফলে পাকিস্তান সরকার বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেয়। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে সৃষ্ট জাতীয়তাবাদী চেতনাই বাঙালিকে পরবর্তী সকল আন্দোলনে অনুপ্রেরণা দান করে। এ চেতনার সর্বশেষ বহিঃপ্রকাশ হলো ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালির স্বাধীনতা অর্জন।

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

অধ্যায়-৫: বাংলার ইতিহাস (পাকিস্তান আমল)

২৫৫. পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর নাম কী ছিল?
(জান)

- ক) জুলফিকার আলী ভুট্টো
খ) লিয়াকত আলী খান
গ) ইয়াহিয়া খান
ঘ) আইয়ুব খান

২৫৬. পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার শতকরা কত ভাগের মাতৃভাষা ছিল উর্দু? (জান)

- ক) ২.২৭
খ) ৫.২৭
গ) ৩.২৭
ঘ) ৪.২৭

২৫৭. তমকুন মজলিস কোন ধরনের সংগঠন ছিল? (জান)

- ক) সাংস্কৃতিক
খ) রাজনৈতিক
গ) ধর্মীয়
ঘ) অর্থনৈতিক

২৫৮. 'তমকুন মজলিস' গঠনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কে? (জান)

- ক) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
খ) আবুল কাশেম
গ) আবুল মনসুর
ঘ) আবুল মকসুদ

২৫৯. পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়? (জান)

- ক) করাচি
খ) রাওয়ালপিন্ডি
গ) সিন্ধু
ঘ) লাহোর

২৬০. 'আমরা হিন্দু বা মুসলিম যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি।' কে বলেছিলেন? (জান)

- ক) কাজী মোতাহের হোসেন
খ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
গ) কাজী নজরুল ইসলাম
ঘ) কবি ফররুখ আহমদ

২৬১. ভাষা আন্দোলনের ফলে কী গড়ে ওঠে? (জান)

- ক) বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা
খ) পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী চেতনা
গ) মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনা
ঘ) উর্দু ভাষাগত স্বাভাব্য চেতনা

২৬২. ভাষা আন্দোলনের সর্বোচ্চ অর্জন কোনটি?
(অনুধাবন) [পটিয়া সরকারি কলেজ]

- ক) যুক্তফ্রন্টের বিজয়
খ) রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি
গ) আইয়ুব খানের পতন
ঘ) বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন

২৬৩. 'উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'— ঘোষণাটি কার? (জান)

- ক) আইয়ুব খানের
খ) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর
গ) জেনারেল ইয়াহিয়া খানের
ঘ) খাজা নাজিমউদ্দিনের

২৬৪. সালাম, বরকত, রক্ষিক, জব্বার নিচের কোন আন্দোলনে দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন?
(জান) [নিউ গড, ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী]

- ক) ছয়দফা আন্দোলন
খ) ৬২ সালের আন্দোলন
গ) ভাষা আন্দোলন
ঘ) ৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে

২৬৫. 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'—এ গানটির বর্তমান সুরকার কে?
(জান)

- ক) আলাউদ্দিন আল আজাদ
খ) আব্দুল লতিফ
গ) আলতাফ মাহমুদ
ঘ) গাফফার চৌধুরী

২৬৬. একুশের প্রথম সাহিত্য সংকলন ছিল কোনটি?
(জান) [মৌলভীবাজার সরকারি কলেজ]

- ক) রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই
খ) একুশে ফেব্রুয়ারি
গ) ভাষা আন্দোলন
ঘ) কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি

২৬৭. ভাষা আন্দোলন-পরবর্তী সময়ে ভাষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নে গঠিত হয় কোনটি? (জান)
[মৌলভীবাজার সরকারি কলেজ]

- ক) বাংলা একাডেমী
খ) মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর
গ) শিল্পকলা একাডেমী
ঘ) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

২৬৮. কত সালে বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করে? (জান) [সাতক্ষীরা সরকারি কলেজ]

- ক) ১৯৫৩
খ) ১৯৫৪
গ) ১৯৫৫
ঘ) ১৯৫৬

২৬৯. পাকিস্তানি শাসকেরা পূর্ব পাকিস্তানে কোন শাসন প্রতিষ্ঠা করেন? (জান) [কক্সবাজার সরকারি কলেজ]

- ক) গণতান্ত্রিক
খ) ঔপনিবেশিক
গ) রাজতান্ত্রিক
ঘ) প্রজাতান্ত্রিক

২৭০. কৃষক-শ্রমিক পার্টি কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
(জান)

- ক) ১৯৫৪
খ) ১৯৫৩
গ) ১৯৫৫
ঘ) ১৯৫৬

২৭১. কৃষক-শ্রমিক পার্টির প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?
(জান)

- ক) এ কে ফজলুল হক
খ) হাজী দানেশ
গ) মাওলানা আতহার আলী
ঘ) সোহরাওয়ার্দী

২৭২. আওয়ামী মুসলিম লীগ সংগঠনের সভাপতি কে ছিলেন? (জান)

- ক) মাওলানা ভাসানী
খ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
গ) শামসুল হক
ঘ) খাজা নাজিমউদ্দিন

২৭৩. কত সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়— (জ্ঞান)

[সকল বোর্ড-২০১৫]

- ক ১৯৫২ খ ১৯৫৩
গ ১৯৫৪ ঘ ১৯৫৫

২৭৪. ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে জয়লাভ করে— (জ্ঞান)

- ক যুক্তফ্রন্ট খ মুসলিম লীগ
গ জামাত-ই-ইসলাম ঘ ন্যাণ (মোজাফফর)

২৭৫. বাংলা একাডেমী কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান)

[ইসলামিয়া কলেজ, রাজশাহী]

- ক ১৯৫৫ খ ১৯৫৬
গ ১৯৫৭ ঘ ১৯৫৮

২৭৬. যুক্তফ্রন্টের কোন দলটি এ কে ফজলুল হকের

নেতৃত্বাধীন ছিল? (জ্ঞান) [সিরাউজগঞ্জ সরকারি কলেজ]

- ক আওয়ামী মুসলিম লীগ খ নেজামে ইসলামি পার্টি
গ কৃষক শ্রমিক পার্টি ঘ গণতন্ত্রী দল

২৭৭. 'সমাজতন্ত্রই মুক্তির একমাত্র পথ'— কোন দল

ঘোষণা করে? (জ্ঞান) [কাউন্সিল কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]

- ক মনেকাপন্থি ন্যাণ (ওয়ালী)
খ চীনপন্থি ন্যাণ (ভাসানী)
গ আওয়ামী লীগ ঘ মুসলিম লীগ

২৭৮. আওয়ামী মুসলিম লীগ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

(জ্ঞান)

- ক ১৯৫০ খ ১৯৪৯
গ ১৯৪৮ ঘ ১৯৪৭

২৭৯. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের

পরাজয়ের কারণ কী? (অনুধাবন) [কুমিল্লা মোশাররফ হোসেন খান চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ]

- ক ভোট জালিয়াতি
খ কম সংখ্যক ভোটারের উপস্থিতি
গ যুক্তফ্রন্টের নানা ধরনের অপপ্রচার
ঘ জনসংযোগের অভাব

২৮০. পাকিস্তানের উত্তর অংশের মধ্যে একমাত্র মিল ছিল—

(জ্ঞান) [নিউ পল, ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী]

- ক ভাষা খ পোশাক
গ ধর্ম ঘ সংস্কৃতি

২৮১. "২৩ বছরের ইতিহাস আমাদের বঙ্কনার

ইতিহাস"— উক্তিটি কার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়?

- ক হামিদ খান ভাসানী খ শেখ মুজিবুর রহমান
গ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
ঘ এ.কে. ফজলুল হক

২৮২. আজাদ এমন একজন পাক শাসকের কথা বলেন

যিনি জাতীয় বাজেটের শতকরা ৬০ ভাগ

সামরিক খাতে ব্যয় করেছেন। কোন শাসকের

- সাথে এটির সাদৃশ্য রয়েছে? (প্রয়োগ)
ক মোনায়েম খান খ লিয়াকত আলী খান
গ মাহমুদ খান ঘ আইয়ুব খান

২৮৩. ছয়দফা কর্মসূচি কে ঘোষণা করেন? (জ্ঞান)

- ক শেখ মুজিবুর রহমান খ মওলানা ভাসানী

গ সার্জেন্ট জহুরুল হক ঘ এ.কে. ফজলুল হক

২৮৪. ছয়দফার সাথে কোন বিখ্যাত নেতার নাম

জড়িত? (জ্ঞান) [লালমনিরহাট সরকারি কলেজ, লালমনিরহাট]

- ক হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
খ মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী
গ শেরে বাংলা একে ফজলুল হক
ঘ বজ্রবন্ধু মুজিবুর রহমান

২৮৫. ৬ দফা দাবি কোথায় উত্থাপন করা হয়? (জ্ঞান)

[লালমনিরহাট সরকারি কলেজ]

- ক ইসলামাবাদে খ করাচিতে
গ রাওয়ালপিণ্ডিতে ঘ লাহোরে

২৮৬. ছয়দফা কর্মসূচিকে শেখ মুজিবুর রহমান কী

বলে অভিহিত করেন? (জ্ঞান) [কক্সবাজার সরকারি কলেজ]

- ক পশ্চিম পাকিস্তানের 'বাচার দাবি'
খ পূর্ব পাকিস্তানের 'বাচার দাবি'
গ পশ্চিম পাকিস্তানের যুক্ত হওয়ার দাবি
ঘ পশ্চিম পাকিস্তানের স্বাধীনতার দাবি

২৮৭. ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার প্রধান আসামি

কে ছিলেন? (জ্ঞান)

- ক শেখ মুজিবুর রহমান
খ মোহাম্মদ খুরশীদ
গ এল.এস. নূর মোহাম্মদ
ঘ সার্জেন্ট জহুরুল হক

২৮৮. আগরতলা মামলার বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা

হয় কোথায়? (জ্ঞান) [বি এ এক শাহীন কলেজ, ঢাকা]

- ক ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট খ কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট
গ চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট ঘ কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট

২৮৯. 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'-এর আহ্বায়ক কে

ছিলেন? (জ্ঞান) [মানিকগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ]

- ক গাজীউল হক খ আবদুল মতিন
গ শামসুল হক ঘ মহিউদ্দিন আহমদ

২৯০. আইয়ুব খানের পতনের কারণ হিসেবে কোনটি অধিক

উপযোগী? (অনুধাবন) [সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজ, পিরোজপুর]

- ক '৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন
খ '৬৬-এর ছয়দফা আন্দোলন
গ '৭০-এর নির্বাচনের পরাজয়
ঘ '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান

২৯১. কার বিরুদ্ধে জনগণ গণঅভ্যুত্থানের ডাক দেয়?

(জ্ঞান) [ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]

- ক আইয়ুব খান খ খাজা নাজিমউদ্দিন
গ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
ঘ লিয়াকত আলী খান

২৯২. ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংগঠন কোনটি? (জ্ঞান)

- ক তমদুন মজলিশ
খ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ
গ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ
ঘ অধিকার আন্দোলন

২৯৩. ছয়দফা বাঙালির মুক্তির সনদ বলার কারণ

কী? (অনুবাদন) [নিউ গভ. ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী]

- ক) ছয়দফা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা
- খ) ছয়দফা পাকিস্তানি শাসকদের শায়েস্তা করার ভিত্তি
- গ) মানসিক অধিকারের ভিত্তি
- ঘ) পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর অধিকার খর্বের হাতিয়ার

২৯৪. মৌলিক গণতন্ত্রের উদ্ভাবক কে? (জ্ঞান)

[মৌলভীবাজার সরকারি কলেজ]

- ক) আইয়ুব খান
- খ) টিক্কা খান
- গ) জিয়াউল হক
- ঘ) ফজলুল হক

২৯৫. কোন প্রেসিডেন্টের আমলে আগরতলা মামলা দায়ের করা হয়? (জ্ঞান)

- ক) ইন্সান্দার মির্জা
- খ) আইয়ুব খান
- গ) মোনায়েম খান
- ঘ) ফাহাদ খান

২৯৬. ভাষা আন্দোলনের ফলে রাজনৈতিক দল

হিসেবে প্রাধান্য সৃষ্টি হয়— (অনুবাদন)

- i. আওয়ামী লীগের
- ii. গণতন্ত্রী দলের
- iii. যুবলীগের

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii
- খ) i ও iii
- গ) ii ও iii
- ঘ) i, ii ও iii

২৯৭. ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ছিল— (অনুবাদন)

[ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ, ঢাকা]

- i. বৃহস্পতিবার
- ii. চাই ফাঙ্কুন
- iii. ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii
- খ) i ও iii
- গ) ii ও iii
- ঘ) i, ii ও iii

২৯৮. ভাষার প্রশ্নে সংগ্রাম পরিষদের দাবি ছিল— (অনুবাদন)

- i. পূর্ববাংলার অফিস-আদালতের ভাষা হবে বাংলা
- ii. বাংলা ভাষার দাবির প্রশ্নে গণভোটের ব্যবস্থা করতে হবে
- iii. বাংলা ও উর্দু দুটিই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii
- খ) i ও iii
- গ) i ও iii
- ঘ) i, ii ও iii

২৯৯. যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি কর্মসূচিতে ছিল— (অনুবাদন)

[রাজশাহী সরকারি সিটি কলেজ]

- i. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা
- ii. পাটশিল্পের জাতীয়করণ
- iii. শহিদ মিনার নির্মাণ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii
- খ) i ও iii
- গ) ii ও iii
- ঘ) i, ii ও iii

৩০০. ছয়দফার প্রদেশগুলোতে নিজস্ব মিলিশিয়া

গঠনের কথা বলার কারণ— (অনুবাদন) [শঙ্কর সরকারি মহিলা কলেজ]

- i. আঞ্চলিক সংহতি রক্ষা
- ii. জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষা
- iii. স্বাধীনতা রক্ষা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii
- খ) i ও iii
- গ) ii ও iii
- ঘ) i, ii ও iii

৩০১. ঐতিহাসিক ছয়দফার বিষয়বস্তু ছিল— (অনুবাদন)

[শাহ মরদুম কলেজ, রাজশাহী]

- i. স্বায়ত্তশাসন
- ii. দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে
- iii. সেনাবাহিনী প্রদেশের হাতে থাকবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii
- খ) i ও iii
- গ) ii ও iii
- ঘ) i, ii ও iii

৩০২. ছয় দফার মুদ্রা সম্পর্কে বলা হয়— (অনুবাদন)

[মৌলভীবাজার সরকারি কলেজ]

- i. দুই অঞ্চলের একই মুদ্রা থাকবে
- ii. দুই অঞ্চলের আলাদা মুদ্রা থাকবে
- iii. সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা থাকবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii
- খ) ii ও iii
- গ) i ও iii
- ঘ) i, ii ও iii

৩০৩. ছয়দফা দাবি কর্মসূচির অন্যতম পটভূমিকা

হচ্ছে— (অনুবাদন) [বিএএফ শাহীন কলেজ, যশোর]

- i. বৈষম্যমূলক নীতি
- ii. পাক-ভারত যুদ্ধ পরবর্তী
- iii. পাক শাসকের ষড়যন্ত্র

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii
- খ) i ও iii
- গ) ii ও iii
- ঘ) i, ii ও iii

৩০৪. 'DAC'-এর পূর্ণরূপ হলো— (অনুবাদন)

- i. ডেমোক্রেটিক অ্যাকটিভ কমিটি
- ii. ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি
- iii. ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কাউন্সিল

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i
- খ) ii
- গ) iii
- ঘ) i, ii ও iii

৩০৫. পূর্ব বাংলার জনমনে মুসলিম লীগ বিরোধী

মনোভাব চরম আকার ধারণ করে— (অনুবাদন)

- i. বৈষম্যমূলক নীতির কারণে
- ii. ষড়যন্ত্রের রাজনীতির কারণে
- iii. অগণতান্ত্রিক মনোভাবের কারণে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii
- খ) i ও iii
- গ) ii ও iii
- ঘ) i, ii ও iii

৩০৬. পূর্ব বাংলার প্রতি মুসলিম লীগের মনোভাব

ছিল— (অনুধাবন)

- অগণতান্ত্রিক
- ষড়যন্ত্রমূলক
- গণতান্ত্রিক

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩০৭. সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফার মধ্যে

অন্যতম ছিল— (অনুধাবন)

- পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন
- প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার
- সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩০৮ ও ৩০৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

পাকিস্তানি শাসকগণ বুঝতে পেরেছিলেন যে, বাঙালিদের শাসন করত হলে প্রথমে ভাষাকে আঘাত করতে হবে। তাই তারা বাংলা ভাষার পরিবর্তে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিল। কিন্তু বাঙালিরা তা হতে দেয়নি। [সরকারি তেলারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জ]

৩০৮. উদ্দীপকে উল্লিখিত আন্দোলন কোন ঘটনাকে

নির্দেশ করে? (জ্ঞান)

- ক) অসহযোগ আন্দোলন খ) স্বাধিকার আন্দোলন
গ) ভাষা আন্দোলন ঘ) গণআন্দোলন

৩০৯. উক্ত আন্দোলনের ফলে— (অনুধাবন)

- উর্দু ভাষা স্বীকৃতি পায়
- ইংরেজি ভাষা স্বীকৃতি পায়
- বাংলা ভাষা স্বীকৃতি পায়
- ফার্সি ভাষা স্বীকৃতি পায়

উদ্দীপকটি পড়ে ৩১০ ও ৩১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

রাকিব তার বন্ধু হাসানের সাথে পাকিস্তান আমলের প্রথম দিকের একটি নির্বাচন নিয়ে কতকগুলো বিরোধী দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি বিশেষ জোট গঠন করে এবং জয়লাভ করে। দলটির নির্বাচনি কর্মসূচি ২১ দফায় বিন্যস্ত হয়। [পার্বতীপুর আদর্শ ত্রিভি কলেজ, দিনাজপুর]

৩১০. উদ্দীপকে উল্লিখিত নির্বাচনি জোট নিচের

কোনটিকে নির্দেশ করে? (প্রয়োগ)

- ক) ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন
খ) ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন
গ) ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন
ঘ) মহাজোটের নির্বাচন

৩১১. উদ্দীপকে উল্লিখিত নির্বাচনি ঐক্যজোটের

অন্তর্ভুক্ত দলের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি

সমর্থনযোগ্য— (উচ্চতর দক্ষতা)

- আওয়ামী লীগ
- কৃষক লীগ
- গণতন্ত্রী দল

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩১২ ও ৩১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মারুফ ও ফারুক দুই বন্ধু। তারা একই দেশের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে বাস করে। মারুফ পূর্বাঞ্চলে বাস করত। সেখানে লোকজন ছিল নির্যাতিত ও অবহেলিত। ফারুক পশ্চিমাঞ্চলে বাস করত। পশ্চিমাঞ্চল পূর্বাঞ্চলকে নিয়ন্ত্রণ করত। পূর্বাঞ্চলের অর্থে পশ্চিমাঞ্চল অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়। পূর্বাঞ্চলের পণ্য পশ্চিমাঞ্চলে চলে যেত। পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীরা পণ্যের ন্যায্য মূল্যও পেত না। ভোগও করতে পারত না। [নাশনাল আইডিয়াল কলেজ, ঢাকা]

৩১২. মারুফের অঞ্চলটি 'পূর্ব পাকিস্তানের মতো কোন বৈষম্যের শিকার? (প্রয়োগ)

- ক) রাজনৈতিক খ) অর্থনৈতিক
গ) সামাজিক ঘ) ধর্মীয়

৩১৩. মারুফের মতো পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিকরা দিন

দিন— (উচ্চতর দক্ষতা)

- অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হচ্ছিল
- দরিদ্রতায় নিমজ্জিত হচ্ছিল
- উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছিল

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৩১৪-৩১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মাসুম তার দাদার কাছ থেকে একটি ঐতিহাসিক কর্মসূচির কথা শুনছিলেন। মাসুম জানতে পারে যে, উক্ত কর্মসূচিতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, কেন্দ্রীয় ও প্রদেশের ক্ষমতা ভাগাভাগি, প্রাদেশিক রিজার্ভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও প্যারামিলিটারি বাহিনী গঠনের কথা বলা হয়েছে।

৩১৪. উদ্দীপকটি তোমার পঠিত কোন ঐতিহাসিক

কর্মসূচির প্রতি ইঙ্গিত বহন করে? (প্রয়োগ)

- ক) ১১ দফা খ) ৬ দফা
গ) ৮ দফা ঘ) ২১ দফা

৩১৫. উক্ত কর্মসূচিতে ঘোষণা করা হয়েছিল— (উচ্চতর দক্ষতা)

- প্রশাসনিক বৈষম্য
- সামরিক বৈষম্য
- রাজনৈতিক বৈষম্য

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩১৬. উক্ত কর্মসূচিকে বলা হয়— (উচ্চতর দক্ষতা)

- মুক্তির সনদ
- বাঁচার দাবি
- অভিবাসনের দাবি

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii